বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক

মানবিক বাংলাদেশ

ঢাকা বুধবার ॥ বর্ষ-৩ সংখ্যা-২৮ ॥ ১৪ মে ২০২৫ ॥ ৩১ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা ॥ ১৫ জিলক্বদ ১৪৪৬ হিজরি ॥ পৃষ্ঠা ৮ ঃ মূল্য ৫ টাকা

আগের মেয়র-সিডিএ চেয়ারম্যান চট্টগ্রামে জলাবদ্ধতার জন্য দায়ী: উপদেষ্টা ফাওজুল

স্টাফ রিপোর্টার : সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় এবং রেল মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা মুহাম্মদ ফাওজুল কবির খান বলেছেন, চট্টগ্রামের যে জলাবদ্ধতা এটি একেবারে মানবসৃষ্ট সমস্যা। আগে যারা মেয়র, সিডিএ'র চেয়ারম্যান ছিলেন তারাই এই জলাবদ্ধতা সৃষ্টির জন্য দায়ী।

জুলাইয়ে বাংলাদেশে গণহত্যা হয়েছে জেনোসাইড হয়নি: চিফ প্রসিকিউটর

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে ঘিরে দেশে গণহত্যা হয়েছে, জেনোসাইড হয়নি বলে মন্তব্য করেছেন চিফ প্রসিকিউটর মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম। মঙ্গলবার (১৩ মে) গণমাধ্যমের কাছে তিনি এ মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, ম্যাসমার্ডার মানে গণহত্যা, জেনোসাইড মানে "জাতিগত নির্মূল"।

ভারতের উদ্দেশে পাকিস্তান পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কড়া বার্তা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুদ্ধবিরতিতে উত্তজনা শান্ত হয়েছিল। দুই পক্ষের সামরিক কর্মকর্তারদের মধ্যে ফোনালাপও হয়। সেখানে একে অপরের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ও শত্রুতাপূর্ণ পদক্ষেপ না নেওয়ার বিষয়ে আলোচনা হয়। অথচ, এরমধ্যেই যুদ্ধবিরতি ভাঙার অভিযোগ ভারতের। দাবি, কাশ্মীরের সাম্বায় সন্দেহজনক ড্রোন দেখতে পেয়েছেন তারা।

বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে বাড়ছে বাণিজ্যিক কার্যক্রম

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল কর্তৃপক্ষের (বেপজা) অর্থনৈতিক অঞ্চলে ২০২৫ সালের মধ্যে আরও ১২টি প্রতিষ্ঠান বাণিজ্যিকভাবে কার্যক্রম শুরু করার সম্ভাবনা রয়েছে। এখন পর্যন্ত চট্টগ্রামের মিরসরাইয়ে অবস্থিত বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে মোট ৪১টি প্রতিষ্ঠান শিল্প স্থাপনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। যার মোট বিনিয়োগ ৯১৩ দশমিক ১৭ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং এর লক্ষ্য হল ১ লাখ ৩১ হাজার ৫৭৭ জনের কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করা। কোম্পানিগুলো বিভিন্ন ধরনের পণ্য উৎপাদন করবে। যার মধ্যে পোশাক ছাড়াও রয়েছে জুতা তৈরির আনুষাঙ্গিক, প্যাকেজিং উপকরণ, ফিনিশড লুব্রিকেন্টস, ক্যাম্পিং সরঞ্জাম, বহিরঙ্গণ পণ্য, তাঁবু, পোশাক তৈরির আনুষাঙ্গিক, চুলের ফ্যাশন আনুষাঙ্গিক, সুতার পণ্য, হাসপাতালের পণ্য, ব্যাগ, ম্যাট্রেস, মোজা এবং আরও অনেক কিছু। ৪১টি কোম্পানির মধ্যে চারটি ইতোমধ্যেই তাদের বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করেছে। বেপজার নির্বাহী চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল আবুল কালাম মোহাম্মদ জিয়াউর রহমান বলেন, বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলের উন্নয়ন কাজ এই বছরের মধ্যেই শেষ হবে। তিনি আরো বলেন, অর্থনৈতিক অঞ্চল বিদেশি বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে বিশেষ করে চীনা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে ভালো সাড়া অর্জনে সক্ষম হয়েছে। অনেক বিনিয়োগকারী ইতোমধ্যেই জমি ইজারা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন এবং অনেকগুলো পাইপলাইনে রয়েছে। অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১৮টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজ চলছে। যার মধ্যে ১০-১২টি প্রতিষ্ঠান এ বছরের মধ্যেই বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি বলেন, এই অর্থনৈতিক অঞ্চলে চীনা বিনিয়োগ বাড়ছে, যার আংশিক প্রভাব পড়ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আরোপিত শুল্ক নীতি এবং প্রতিযোগিতামূলক শ্রমবাজারের উপর। তিনি আরও বলেন, অর্থনৈতিক অঞ্চলে পণ্য বৈচিত্র্যের পাশাপাশি উচ্চমানের এবং প্রযুক্তি-ভিত্তিক পণ্যগুলোকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে। জিয়াউর রহমান বলেন, বেপজা কোনো আবেদন অনুমোদনের আগে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ, কর্মসংস্থানের সুযোগ, রপ্তানি সম্ভাবনা, পাশাপাশি পণ্যের ধরন, উৎপাদন প্রক্রিয়া পরিবেশের ওপর কোনো নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে কিনা এবং বিদ্যুৎ, পানি ও গ্যাসের কতটা প্রয়োজন হবে তার মতো উৎপাদন বিষয়গুলোসহ বেশ কয়েকটি বিষয় মূল্যায়ন করে। বেপজার তথ্য অনুযায়ী, বিভিন্ন দেশের ৪১টির মধ্যে ২৪টি চীনা কোম্পানি। ২০২৪ সালের আগস্ট থেকে ২০২৫ সালের মার্চ এর মধ্যে, বেপজা ৩৪ জন সম্ভাব্য চীনা বিনিয়োগকারীর কাছ থেকে প্রস্তাব পেয়েছে। ২০২৪ সালের জুলাই থেকে ২০২৫ সালের মার্চ পর্যন্ত ৮টি চীনা কোম্পানি ১৫৩ দশমিক ৮২ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের প্রস্তাবিত বিনিয়োগের সাথে লিজ চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই কোম্পানিগুলোর সৌর যন্ত্রাংশ, ব্যাগ, লাগেজ, হালকা প্রকৌশল পণ্য, তৈরি পোশাক, সিলিকন ডাই অক্সাইড, নমনীয় মধ্যবর্তী বাল্ক কন্টেইনার এবং প্যাকেজিং তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে। তৈরি ২-এর পাতায় দেখুন

অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১৮টি প্রতিষ্ঠানের নির্মাণকাজ চলছে। যার মধ্যে ১০-১২টি প্রতিষ্ঠান এ বছরের মধ্যেই বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করবে বলে আশা করা হচ্ছে

এনবিআর বিলুপ্তির কারণ জানাল সরকার

স্টাফ রিপোর্টার : জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বিলুপ্ত করে দুটি পৃথক বিভাগে ভাগ করে রাজস্ব নীতি বিভাগ এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ সৃষ্টি করার ঘোষণা দিয়েছে অন্তর্বর্তী সরকার। দক্ষতা উন্নয়ন, স্বার্থের দ্বন্দ্ব হ্রাস, দেশের কর ভিত্তি সম্প্রসারণ করা এবং কর প্রশাসন থেকে কর নীতি নির্ধারণকে পৃথক করার লক্ষ্যে এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে সরকারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। মঙ্গলবার (১৩ মে) বিকেলে প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলমের পাঠানো এক বার্তায় এ বিষয়ে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বার্তায় বলা হয়, ৫০ বছরেরও বেশি সময় আগে প্রতিষ্ঠিত এনবিআর ধারাবাহিকভাবে তার রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত প্রায় ৭.৪%, যা এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন। বিশ্বব্যাপী গড় ১৬.৬%, যেখানে মালয়েশিয়ার ১১.৬%। জনগণের উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা অর্জনের জন্য, বাংলাদেশকে অবশ্যই তার কর-জিডিপি অনুপাত কমপক্ষে ১০% এ উন্নীত করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য এনবিআর পুনর্গঠন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কর নীতি প্রণয়ন এবং তা কার্যকর করার জন্য একটি

২-এর পাতায় দেখুন

হাইকোর্টের রায়ে রাজনৈতিক দলের নিবন্ধন বাতিল ইতিহাসে এটাই প্রথম: প্রধান বিচারপতি

স্টাফ রিপোর্টার : ইতিহাসে এটাই প্রথম যাতে রাজনৈতিক দলের (জামায়াত ইসলামী বাংলাদেশ) রেজিস্ট্রেশন বাতিল করা হয়েছে হাইকোর্টের রায়ে, এমন মন্তব্য করেছেন প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদ। জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন ফিরে পেতে করা আবেদনের শুনানি নিয়ে মঙ্গলবার (১৩ মে) প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন ৭ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ আপিল বিভাগ এ মন্তব্য করেন। আদালতে জামায়াতের পক্ষে শুনানি করছেন ব্যারিস্টার এহসান আবদুল্লাহ সিদ্দিক। তাকে সহযোগিতা করছেন ব্যারিস্টার ইমরান আবদুল্লাহ সিদ্দিক, অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ শিশির মনির, ব্যারিস্টার নাজিব মোমেন প্রমুখ। নির্বাচন কমিশনের (ইসি) পক্ষে শুনানিতে আছেন আইনজীবী তৌহিদুল ইসলাম। আদালতে জামায়াতে ইসলামীর ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি জেনারেল মাওলানা এ টি এম মাছুম, সহকারী সেক্রোটারি জেনারেল অ্যাডভোকেট এহসানুল মাহবুব জোবায়ের, অ্যাডভোকেট মোয়াজ্জেম হোসেন হেলাল উপস্থিত রয়েছেন। শুনানিকালে নির্বাচন কমিশনের (ইসি) আইনজীবী তৌহিদুল ইসলাম বলেন, যখন থেকে হাইকোর্ট জামায়াতের নিবন্ধন ইস্যুতে হাত দিয়েছে, তখন থেকে হাত গুটিয়ে নিয়েছে নির্বাচন কমিশন। জামায়াতের নিবন্ধন নিয়ে আপিল বিভাগের রায়ের অপেক্ষায় ইসি। জামায়াতের প্রতীক নিয়ে ইসি আইনজীবী আদালতকে বলেন, সুপ্রিম কোর্টের ফুল কোর্টের প্রশাসনিক সিদ্ধান্তের পর জামায়াতের প্রতীক দাড়িপাল্লা বাদ দেয় ইসি। নতুন করে কোনো প্রতীকের জন্য চাইলে আবেদন করতে পারবে জামায়াত। পরে আদালত মামলার শুনানি আগামীকাল বুধবার (১৪ মে) পর্যন্ত মুলতবির আদেশ দেন। এর আগে এক রিট আবেদন নিষ্পত্তি করে ২০১৩ সালের ১ আগস্ট জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল ও অবৈধ ঘোষণা করে রায় দেন হাইকোর্ট। এরপর ২০১৮ সালের ৭ ডিসেম্বর বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন বাতিল করে প্রজ্ঞাপন জারি করে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। পরবর্তী সময়ে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করে জামায়াতে ইসলামী। তবে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে করা আপিল শুনানিতে জামায়াতের মূল আইনজীবী উপস্থিত না থাকায় ২০২৩ সালের নভেম্বরে তৎকালীন প্রধান বিচারপতি ওবায়দুল হাসানের নেতৃত্বাধীন ছয় বিচারপতির আপিল বিভাগ 'ডিসমিস ফর ডিফল্ট' বলে আপিল আবেদনটি খারিজের আদেশ দেন। যার ফলে রাজনৈতিক দল হিসেবে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর নিবন্ধন অবৈধ ঘোষণা করে হাইকোর্টের দেওয়া রায় বহাল থাকে। এদিকে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বাধীন সরকার পতনের পর রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরে পেতে দায়েরকৃত আপিল আবেদন পুনরুজ্জীবিত করতে চাওয়া বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ২-এর পাতায় দেখুন

এনবিআর কেন বিভক্ত হয়েছে, ব্যাখ্যা দিলো প্রধান উপদেষ্টার প্রেস উইং

স্টাফ রিপোর্টার : অন্তর্বর্তীকালীন সরকার একটি বড় কাঠামোগত সংস্কারের ঘোষণা দিয়েছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) ভেঙে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অধীনে দুটি স্বতন্ত্র সংস্থা- রাজস্ব নীতি বিভাগ এবং রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ দ্বারা প্রতিস্থাপিত হবে। দক্ষতা উন্নত, স্বার্থের দ্বন্দ্ব হ্রাস এবং দেশে করের ভিত্তিকে প্রশস্ত করতে কর প্রশাসন থেকে কর নীতি নির্ধারণকে পৃথক করা- এই সিদ্ধান্তের লক্ষ্য। গতকাল মঙ্গলবার প্রধান উপদেষ্টার প্রেস সচিব শফিকুল আলম এই তথ্য জানান। এতে বলা হয়, পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় আগে প্রতিষ্ঠিত এনবিআর ধারাবাহিকভাবে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা পূরণে ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের কর-জিডিপি অনুপাত প্রায় ৭ দশমিক ৪ শতাংশ, যা এশিয়ার মধ্যে সর্বনিম্ন। প্রসঙ্গত, বৈশ্বিক গড়

২-এর পাতায় দেখুন

ঋণ নিয়ে, টাকা ছাপিয়ে বাজেট করব না: অর্থ উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : নতুন অর্থবছরের বাজেটে অত্যন্ত বাস্তবভিত্তিক বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) নেওয়া হবে জানিয়ে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমেদ বলেছেন, ব্যাংক থেকে ধার করে, টাকা ছাপিয়ে বাজেট বাস্তবায়ন করবো না। ধার করে বড় বড় মেগাপ্রকল্প করবো না। মঙ্গলবার (১৩ মে) সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি। অর্থ উপদেষ্টার সভাপতিত্বে এ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বিভক্ত করায় রাজস্ব আদায়ে কোনো প্রভাব পড়বে কি না? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, রাজস্ব আদায়ে কোনো প্রভাব পড়বে না। এ পর্যন্ত এরই মধ্যে রাজস্ব আদায় গতবারের তুলনায় ২ শতাংশ বেশি হয়েছে। খুব হতাশাব্যঞ্জক না, আমি আরও আশা করছি। অ্যাটলিস্ট গতবারের তুলনায় কম হবে না। তিনি বলেন, মোটামুটি বাজেটটা আমরা বাস্তবায়ন করবো, বিরাট একটা গ্যাপ নিয়ে করবো না। প্রকল্প, এডিপি বাস্তবায়ন করবো অত্যন্ত বাস্তবভিত্তিতে। বড় বড় মেগা প্রজেক্ট নিয়ে, ধার করে ডেফিসিট দিয়ে এগুলো করবো না। ব্যাংক থেকে ধার করে, টাকা ছাপিয়ে বাজেট বাস্তবায়ন করবো না। কিছুটা তো ডেফিসিট (ঘাটতি) থাকবে। সেটা পূরণ করতে আমি নেগোশিয়েট করছি, আমরা আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ), বিশ্বব্যাংকের সঙ্গে প্রজেক্টের ব্যাপারে কথা বলছি, ২-এর পাতায় দেখুন

নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহে দুটি সার গুদাম নির্মাণের সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোর্টার : নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহে সার মজুতের জন্য দুটি গুদাম নির্মাণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এ দুটি গুদাম নির্মাণে মোট ব্যয় হবে ১১৬ কোটি ৯৫ লাখ ৮৫ হাজার ২০০ টাকা। প্যাকেজের আওতায় নেত্রকোনায় একটি ১০ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা এবং ময়মনসিংহে একটি ২৫ হাজার মেট্রিক টন ধারণক্ষমতার স্টিল স্ট্রাকচার বাফার গুদাম নির্মাণ করা হবে। গতকাল মঙ্গলবার সচিবালয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সম্মেলন কক্ষে অর্থ উপদেষ্টা ড. সালেহউদ্দিন আহমদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটির বৈঠকে এ সারের গুদাম নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বৈঠক সূত্রে জানা গেছে, 'সার সংরক্ষণ ও বিতরণের সুবিধার্থে দেশের বিভিন্ন জায়গায় ৩৪টি বাফার গুদাম নির্মাণ' প্রকল্পের

২-এর পাতায় দেখুন

মিশরের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি করা হবে: স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা

স্টাফ রিপোর্টার : কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের জন্য দ্রুত মিশরের সঙ্গে পারস্পরিক ভিসা অব্যাহতি চুক্তি করা হবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা মো. জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী। মঙ্গলবার (১৩ মে) সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে তার অফিসকক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত মিশরের রাষ্ট্রদূত ওমর মহি এলদিন আহমেদ ফাহমি'র সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তিনি এ কথা জানান। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, কূটনৈতিক ও অফিসিয়াল পাসপোর্টধারীদের জন্য পারস্পরিক ভিসা অব্যাহতি চুক্তির খসড়া অনুমোদনের জন্য বাংলাদেশের পক্ষ থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মিশরে পাঠানো হয়েছে। মিশরের পক্ষ থেকে এটি অনুমোদিত হলে চুক্তিটি চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষরিত হবে। তাছাড়া সাধারণ পাসপোর্টধারীদের জন্য অন-অ্যারাইভাল ২-এর পাতায় দেখুন

রমনা বোমা হামলা মামলা

২ জনের যাবজ্জীবন, ৯ জনের ১০ বছর জেল

স্টাফ রিপোর্টার : বহুল আলোচিত ২০০১ সালে রমনা বটমূলে বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা মামলায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামি মাওলানা তাজ উদ্দিন ও জুয়েলকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন হাইকোর্ট। মঙ্গলবার (১৩ মে) বিচারপতি মোস্তফা জামান ইসলাম ও বিচারপতি নাসরিন আক্তারের হাইকোর্ট বেঞ্চ এ রায় ঘোষণা করেন। রায়ে ৯ আসামির সাজা কমিয়ে ১০ বছর করে কারাদণ্ড ও ৫০ হাজার টাকা করে জরিমানা করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০১ সালের ১৪ এপ্রিল রমনা বটমূলে ছায়ানটের বর্ষবরণ অনুষ্ঠানে বোমা হামলা চালানো হয়। হামলায় ঘটনাস্থলেই ৯ জনের মৃত্যু হয়। পরে হাসপাতালে মারা যান একজন। এ ঘটনায় নীলক্ষেত পুলিশ ফাঁড়ির সার্জেন্ট অমল চন্দ্র চন্দ ওই দিনই রমনা থানায় হত্যা ও বিস্ফোরক

২-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশ-জাপান পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠক স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : চলতি মাসে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যে অনুষ্ঠেয় পররাষ্ট্রসচিব পর্যায়ের বৈঠকটি স্থগিত করা হয়েছে। সোমবার (১২ মে) এক কূটনৈতিক বার্তায় এ তথ্য জানিয়েছে বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। এতে বলা হয়, আগামী ১৫ মে টোকিওতে অনুষ্ঠেয় এ আলোচনা অনিবার্য কারণে স্থগিত করা হয়েছে। আলোচনা পরবর্তী সময়ে দুই দেশের পারস্পরিক সুবিধামতো সময়ে অনুষ্ঠিত হবে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, এই বিষয়ে জাপানের দূতাবাসকে অনুরোধ জানানো হয়েছে যেন তারা বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষের কাছে পৌঁছে দেয়। প্রসঙ্গত, চলতি মাসের শেষ দিকে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের জাপান যাওয়ার কথা রয়েছে। সেখানে নিক্কেই সম্মেলনে

২-এর পাতায় দেখুন

আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ হওয়ার আনন্দে রাজধানীর শাহবাগে গরু-ছাগল জবাই দিয়ে খিচুড়ি ভোজের আয়োজন করে জুলাই রেভল্যুশনারী এলায়েন্স এবং প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (পিইউএনএবি)।

নগদে প্রশাসক নিয়োগ নিয়ে রিট খারিজের রায় স্থগিত

স্টাফ রিপোর্টার : মোবাইলে আর্থিক সেবাদাতা (এমএফএস) প্রতিষ্ঠান 'নগদ' পরিচালনায় প্রশাসক নিয়োগ নিয়ে করা রিটটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে তা খারিজ করে হাইকোর্ট একটি রায় দিয়েছিলেন। এবার সেই রায় স্থগিত করে আদেশ দিয়েছেন আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত। গত ৭ মে হাইকোর্টের রায় আট সপ্তাহের জন্য স্থগিত করে আপিল বিভাগের চেম্বার জজ আদালত এ আদেশ দেন। এই সময়ের মধ্যে আবেদনকারীকে নিয়মিত লিভ টু আপিল (আপিলের অনুমতি চেয়ে আবেদন) দায়ের করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতের ৭ মে দেওয়া আদেশের অনুলিপি সোমবার (১২ মে) হাতে পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন আবেদনকারী পক্ষের আইনজীবী। এর আগে,

২-এর পাতায় দেখুন

জাতীয় হেল্পলাইন '৩৩৩'

জনবল সংকটে বঞ্চিত হচ্ছেন অর্ধেক সেবাপ্রত্যাশী

স্টাফ রিপোর্টার : নাগরিকের অধিকার নিশ্চিতে সাত বছরের বেশি সময় ধরে সেবা দিচ্ছে জাতীয় হেল্পলাইন '৩৩৩'। নাগরিক সেবা-সংক্রান্ত তথ্য ও অনলাইন সেবা, সেবা সংক্রান্ত অভিযোগ, প্রতিকার এবং বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা প্রতিকারে ভূমিকা রাখছে এ হেল্পলাইন। সম্প্রতি অনেকটাই পিছিয়ে পড়েছে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) প্রকল্পের অধীন এ টোল ফ্রি হেল্পলাইনটি। অন্তর্বর্তী সরকার খরচ কমাতে লোকবল প্রায় অর্ধেকে নামিয়ে এনেছে। ফলে এ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। জনবল সংকটে এখন প্রায় অর্ধেক সেবাপ্রত্যাশী বঞ্চিত হচ্ছেন। তারা তথ্য ও সেবার জন্য হেল্পলাইনে ফোন করেও সাড়া পাচ্ছেন না। দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করেও তারা হেল্পলাইনের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে পারছেন না- জানাতে পারছেন না অভিযোগ, নিতে পারছেন না তথ্য বা সেবা। এটুআইয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, খরচ কমাতে ৩৩৩-এর কল সেন্টারের জনবল ৬০ থেকে কমিয়ে ২৬ জনে নামানো হয়েছে। তাই গ্রাহকদের কাঙ্ক্ষিত সেবা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না। ১০ হাজার কলের মধ্যে সর্বোচ্চ পাঁচ হাজারের মতো কল রেসপন্স (সাড়া) করছেন কাস্টমার কেয়ার প্রতিনিধিরা। যথাযথ সেবা নিশ্চিতে জনবল আগের জায়গায় নেওয়া, এমনকি আরও বাড়ানো দরকার। প্রতিশ্রুত সরকারি সেবা, সেবাদান পদ্ধতি, যোগাযোগ নম্বর ইত্যাদি বিষয়ে তথ্য প্রাপ্তি এবং সামাজিক বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকারে ৩৩৩ ইতোমধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। নাগরিকদের জন্য কল্যাণকর এ ভূমিকা ফিরিয়ে আনতে সরকারের এ হেল্পলাইনের প্রতি বিশেষ নজর দেওয়া উচিত বলে মনে করেন সংশ্লিষ্টরা। ২০১৮ সালের ১২ এপ্রিল 'সরকারি তথ্য ও সেবা সব সময়' স্লোগান নিয়ে চালু হয়েছিল ৩৩৩। সেই হিসেবে জাতীয় হেল্পলাইন ৩৩৩-এর সাত বছর পূর্ণ হয়েছে। আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগে ২০১৭ সালের মার্চে দেশের ২৪টি জেলায় ৩৩৩-এর পরীক্ষামূলক কার্যক্রম চালু হয়। শুরুতে সরকারি তথ্য সহায়তাভিত্তিক কল সেন্টার হিসেবেই এটি চলছিল। পরে বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা-সংক্রান্ত সেবা এতে যুক্ত হয়। বর্তমানে সরকারি দপ্তর, যে কোনো ধরনের সেবা ও সরকারি কর্মকর্তাদের ২-এর পাতায় দেখুন

হাসিনার বিরুদ্ধে ৬০০ হত্যা মামলা, কোনোটির তদন্তই শেষ করতে পারেনি পুলিশ

স্টাফ রিপোর্টার : জুলাই-আগস্ট গণঅভ্যুত্থানের সময় নির্বিচারে মানুষ হত্যা করে ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার সরকার। পরে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে ভারতে পালিয়ে যান শেখ হাসিনা। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর গণহত্যার দায়ে হাসিনা ও তার দোসরদের বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন থানা ও আদালতে এখন পর্যন্ত ৬০৬ হত্যা মামলা হয়েছে। এসব মামলার এজাহারে শেখ হাসিনাকে প্রধান আসামি করা হয়েছে। মামলাগুলোর মধ্যে ঢাকার ৫০টি থানায় মোট ৩৮৮টি মামলা দায়ের হয়। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি মামলা হয় যাত্রাবাড়ি থানায় ১১২টি। মোহাম্মদপুর থানায় ১৩টি,

২-এর পাতায় দেখুন

যেভাবে মনপুরার ৫০ টাকার ডাব ঢাকায় এসে হয় ১৫০ টাকা

ভোলা প্রতিনিধি : চলমান গরমে ডাবের চাহিদা বেড়েছে সারাদেশে। তবে অন্যান্য জেলার চেয়ে ভোলার ডাবের চাহিদা বেশি। তাই ভোলার কৃষকদের ডাব বিভিন্ন হাত ঘুরে চলে যাচ্ছে রাজধানীসহ সারাদেশে। এরমধ্যে সব চেয়ে বেশি পরিমাণ ডাবই চলে যায় ঢাকার বিভিন্ন পাইকারি আড়তে। তবে কৃষকদের অভিযোগ, তাদের কাছ থেকে পাইকাররা কম দামে ডাব কিনলেও ঢাকার বাজারে বিক্রি করেন উচ্চ মূল্যে। তাই বাজারে ডাবের দাম বেশি হলেও কৃষকরা ন্যায্যমূল্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন। ভোলার বিচ্ছিন্ন উপজেলার মনপুরায় সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেছে, স্থানীয় ৬০-৭০ জন পাইকার রয়েছেন যারা গ্রামের বাড়ি বাড়ি গিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে ডাব কেনেন। প্রতিদিন সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত মনপুরা উপজেলার হাজিরহাট, মনপুরা, দক্ষিণ সাচুচিয়া, উত্তর সাকুচিয়া ও কলাতলির চরে ঘুরে বেড়ান তারা। ডাবের দর-দাম করে কিছু টাকা বায়না করে যান তারা। পরের দিন সকাল ৬টা থেকে ওই ডাব গাছ থেকে কাটতে থাকেন। দুপুর ১২টা পর্যন্ত কাটেন। পরে অটোরিকশা ও ভ্যানে করে নিয়ে যান যার যার গোডাউনে। সেখান থেকে ওই দিনই স্টিমার ও লঞ্চে করে পাঠিয়ে দেন ঢাকার পাইকারি আড়তে। হাজিরহাট ইউনিয়নের চর ফৈজুদ্দিন গ্রামের কৃষক মো. আব্বাস উদ্দিন জানান, তার আগে ২০০ থেকে ৩০০ নারিকেল গাছ ছিল। কিন্তু নদী ভাঙনের কারণে অনেক গাছ বিলীন হয়ে গেছে। বর্তমানে প্রায় শতাধিক গাছ রয়েছে। ওই গাছ থেকে প্রতি বছরই তিনি ডাব বিক্রি করে থাকেন। এবছরও তিনি মার্চ মাস থেকে চলতি মে মাস পর্যন্ত ২ হাজার পিস ডাব বিক্রি ২-এর পাতায় দেখুন

সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার আরও ১ হাজার ৬৪৭

স্টাফ রিপোর্টার : গত ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে পুলিশের বিশেষ অভিযানে আরও ১ হাজার ৬৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এর মধ্যে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১ হাজার ৪ জন এবং অন্যান্য ঘটনায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ৬৪৩ জন। মঙ্গলবার (১৩ মে) পুলিশ সদর দপ্তরের এআইজি (মিডিয়া অ্যান্ড পাবলিক রিলেশনস) ইনামুল হক সাগর এ তথ্য জানান। তিনি বলেন, সারাদেশে গত ২৪ ঘণ্টায় পুলিশের বিশেষ অভিযানে মামলা ও ওয়ারেন্টভুক্ত ১ হাজার ৪ জন এবং অন্যান্য ঘটনায় ৬৪৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। সবমিলিয়ে মোট ১ হাজার ৬৪৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশ সদর

২-এর পাতায় দেখুন

বাজেটে এবার কতটা বাড়বে নিত্যপণ্যের দাম?

স্টাফ রিপোর্টার : ২০২৫-২৬ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেট ঘিরে কর কাঠামোতে বড় ধরনের পরিবর্তন আনা হচ্ছে। আইএমএফের শর্ত মেনে আয়কর, ভ্যাট ও শুল্ক বাড়াতে পারে সরকার। এতে রাজস্ব কিছুটা বাড়লেও সাধারণ মানুষের ব্যয় বহুগুণে বাড়বে, চাপে পড়বে মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্তরা। ফলে মূল্যস্ফীতি আরও বাড়ার ২-এর পাতায় দেখুন

হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মমতাজ ৪ দিনের রিমান্ডে

স্টাফ রিপোর্টার : বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন কেন্দ্রিক রাজধানীর মিরপুর মডেল থানার হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার সাবেক সংসদ সদস্য মমতাজ বেগমের ৪ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত। মঙ্গলবার (১৩ মে) মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা মিরপুর মডেল থানার উপ-পরিদর্শক মনিরুল ইসলাম আসামির সাতদিনের রিমান্ড চেয়ে আবেদন করেন। অন্যদিকে, আসামির রিমান্ড বাতিল ও জামিন চেয়ে আবেদন করেন তার আইনজীবীরা। শুনানি শেষে ঢাকার মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট মো. জুয়েল রানা আসামির জামিন নামঞ্জুর করে চারদিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। এর

২-এর পাতায় দেখুন

বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদের জাতীয় দৈনিক
মানবিক বাংলাদেশ
ঢাকা বুধবার ॥ ১৪ মে ২০২৫ ॥ ৩১ বৈশাখ ১৪৩২ বাংলা

যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানি বাড়াতে চায় বাংলাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে এবং প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পাল্টা শুল্কের চাপ মোকাবিলায় যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানি বাড়ানোর পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে বাংলাদেশ। এর অংশ হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের বেশ কিছু পণ্যের ওপর শুল্ক হ্রাস এবং আমদানি উৎসের পুনর্বিন্যাসে কাজ শুরু করেছে সরকার। বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সূত্রে জানা গেছে, শিগগিরই যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানিযোগ্য পণ্যের একটি তালিকা এবং ১০০টি নতুন পণ্যকে শুল্কমুক্ত করার প্রস্তাব চূড়ান্ত করে ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ (ইউএসটিআর)-এর দফতরে পাঠানো হবে। এ প্রস্তাব বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) 'মোস্ট ফেভারড নেশন' (এমএফএন) নীতিমালার আওতায় তৈরি হচ্ছে, ফলে যুক্তরাষ্ট্রকে দেওয়া শুল্ক হার অন্যান্য সদস্য দেশগুলোর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে। শুল্ক ছাড়ে যুক্তরাষ্ট্রকেই অগ্রাধিকার এক প্রাথমিক নথি অনুযায়ী, যুক্তরাষ্ট্র থেকে তুলা, এলপিজি, সয়াবিন, গম, প্রাকৃতিক গ্যাস, স্বর্ণ, ভুট্টা, ভ্যাকসিন, জুয়েলারি, বোর্ড ও প্যানেলসহ প্রায় ৪০টি এইচএস কোডের পণ্য আমদানির সম্ভাবনা রয়েছে। এর বাইরেও আরও ১০০টি পণ্যকে শুল্কমুক্ত তালিকায় যুক্ত করার জন্য প্রস্তাবনা তৈরি করেছে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর)। এসব পণ্যের বেশিরভাগই বাংলাদেশ প্রচুর পরিমাণে আমদানি করে, তবে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আমদানির পরিমাণ একেবারেই সীমিত। বাংলাদেশের আমদানি পরিসংখ্যান বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, যুক্তরাষ্ট্রের বাজারে শক্তিশালী অবস্থান থাকা সত্ত্বেও এসব পণ্যের আমদানি মূলত অন্য দেশ নির্ভর। যেমন, ২০২৩ সালে বাংলাদেশ বিশ্ববাজার থেকে ২২২ কোটির ডলার মূল্যের তুলা আমদানি করলেও যুক্তরাষ্ট্র থেকে এসেছে মাত্র ৩৩ কোটি ৬৫ লাখ ডলার মূল্যের তুলা। আবার এলপিজির ক্ষেত্রে আমদানি হয়েছে ১৯০ কোটির ডলার, যার মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ মাত্র ৫ কোটি ১৩ লাখ ডলার। 'বিশেষ সুবিধার' বার্তা দিতে চায় ঢাকা বাণিজ্য সচিব মাহবুবুর রহমান জানান, যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরাসরি আমদানিযোগ্য পণ্যের একটি তালিকা করা হয়েছে। পাশাপাশি ১০০ পণ্যে শুল্ক ছাড় দিতে এনবিআর কাজ করছে। তার ভাষায়, এই তালিকা চূড়ান্ত করে খুব শিগগিরই ইউএস ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভের (ইউএসটিআর) দফতরে পাঠানো হবে। তিনি বলেন, 'আমাদের লক্ষ্য হলোড় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য রক্ষা করা এবং এই বার্তার মাধ্যমে আমরা বোঝাতে চাই যে, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।' সরকারি কর্মকর্তারা বলছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের পাল্টা শুল্ক আরোপের প্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্রকে ইতিবাচক বার্তা দেওয়ার অংশ হিসেবেই আমদানি উৎসের পুনর্বিন্যাস করছে বাংলাদেশ। এতে বাণিজ্য ঘাটতি যেমন কমবে, তেমনি রপ্তানি আদেশ স্থগিত হওয়া বা মূল্যছাড়ের চাপে থাকা পণ্যগুলোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বাড়তি সুবিধা আদায়ের পথও খুলে যেতে পারে। ট্রাম্পের শুল্ক নীতি ও বাংলাদেশের চাপ গত ২ এপ্রিল প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৫৭টি দেশের পণ্যের ওপর পাল্টা শুল্ক আরোপ করেন। এর আওতায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাকসহ বেশ কিছু পণ্যে ৩৭ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করা হয়। যদিও তা পরবর্তী তিন মাসের জন্য স্থগিত রয়েছে, তবুও ১০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর রয়েছে, যা বাংলাদেশের রপ্তানিতে মারাত্মক প্রতিযোগিতাগত চাপ তৈরি করেছে। এই পরিস্থিতি সামাল দিতে বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্র ৭-এর পাতায় দেখুন

জুবাইদা রহমানের দুর্নীতির মামলায় সাজার বিরুদ্ধে আপিলের অনুমতি

স্টাফ রিপোর্টার : জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের মামলায় বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের স্ত্রী ডা. জুবাইদা রহমানকে কারাদণ্ডের বিরুদ্ধে আপিল আবেদন করার অনুমোদন দিয়েছেন হাইকোর্ট। জোবাইদা রহমানের ৫৮৭ দিনের বিলম্ব মওকুফ করা হয়েছে। মঙ্গলবার (১৩ মে) বিচারপতি মো. খসরুজ্জামানের হাইকোর্ট বেঞ্চ জোবাইদা রহমানের আবেদনের শুনানি নিয়ে এ আদেশ দেন। এ বিষয়ে জুবাইদা রহমানের আইনজীবী ব্যারিস্টার কায়সার কামাল জানান, আপিল করার জন্য ৫৮৭ দিন বিলম্ব ছিল। আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত সেটা মার্জনা করেছেন। এখন ডা. জোবাইদা রহমান বিচারিক আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করবেন। জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ ও তথ্য গোপনের মামলায় ২০২৩ সালের ২ আগস্ট তারেক রহমানকে ৯ বছর ও জুবাইদা রহমানকে তিন বছরের কারাদণ্ড দেন আদালত। ঘোষিত আয়ের বাইরে ৪ কোটি ৮১ লাখ ৫৩ হাজার ৫৬১ টাকার মালিক হওয়া এবং সম্পদের তথ্য গোপন ও জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জনের অভিযোগে ২০০৭ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর রাজধানীর কাফরুল থানায় এ মামলা করে দুদক। মামলায় তারেক রহমান, জোবায়দা রহমান ও তার মা অর্থাৎ তারেক রহমানের শাশুড়ি ইকবাল মান্দ বানুকে আসামি করা হয়।

২০০৮ সালে তিন জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র দাখিল করা হয়। ২০২৩ সালের গত ১৩ এপ্রিল তারেক রহমান ও ডা. জোবায়দা রহমানের বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে বিচার শুরুর আদেশ দেন আদালত।

অন্তর্বর্তী সরকার মানেই দুর্বল, এদের পেছনে জনসমর্থন নেই: হাফিজ উদ্দিন আহমেদ

স্টাফ রিপোর্টার : বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মেজর (অব.) হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেছেন, অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মানেই দুর্বল সরকার। কারণ এদের পেছনে কোনও জনসমর্থন নেই। তবুও আমরা আশা করবো, আগামী দিনগুলোতে পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বর্তমান প্রফেসর ইউনূসের সরকার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে। মঙ্গলবার (১৩ মে) জাতীয় প্রেসক্লাবের জহুর হোসেন চৌধুরী হলে আন্তর্জাতিক ফারাক্কা কমিটির উদ্যোগে 'মাওলানা ভাসানী ফারাক্কা লং মার্চ স্মরণে গণসমাবেশ' উপলক্ষে আয়োজিত গোলটেবিল বৈঠকে তিনি এসব কথা বলেন। হাফিজ উদ্দিন আহমেদ বলেন, এখন একটি নতুন অন্তর্বর্তী সরকার এসেছে। অন্তর্বর্তীকালীন সরকার মানেই দুর্বল সরকার। কারণ এদের পেছনে কোনও জনসমর্থন নেই। আমাদের দল এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বারবার বলা হয়েছে যে, একটা নির্বাচন দেন। যাতে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় অঙ্গনে আমরা বাংলাদেশের মানুষের দাবিগুলো তুলে ধরতে পারি। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে আমরা যে বলিষ্ঠ ভূমিকা আশা করি, ততটা পাইনি। তবুও আমরা আশা করবোড় আগামী দিনগুলোতে পানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বর্তমান প্রফেসর ইউনূসের সরকার বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করবে। তিনি বলেন, বর্তমান সরকার মানবিক করিডোরের কথা বলেছে। বাংলাদেশ ১৮ কোটি মানুষের দেশ। আমরা জানি না, জনগণ জানে না, প্রতিনিধিরা জানে না, কী ধরনের করিডোর দেওয়া হবে এবং এর লক্ষ্য কী। আমরা কি নতুন কোনও যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে যাচ্ছি? এগুলো সম্পর্কে তো রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে সরকারের আলাপ-আলোচনা করার দরকার ছিল। কিন্তু দেখি পররাষ্ট্র উপদেষ্টা এক কথা বলেন, প্রেস সচিব আরেক কথা বলেন। জনগণ অন্ধকারে আছে, এটা কী ধরনের সরকার। আমরা গণতান্ত্রিক পরিবেশে অভ্যস্ত। গণতন্ত্রের জন্যই তো আমরা ১৬ বছর সংগ্রামের পর এই মাফিয়া সরকারকে বিদায় করেছি। এখনও কেন আমরা অন্ধকারে থাকবো? সবচেয়ে জনপ্রিয় দল বিএনপি, কিন্তু আমরাই জানি না কিসের জন্য এই করিডোর দেওয়া হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশের প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে ভারত হস্তক্ষেপ করেছে। রামপাল বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে শুরু করে প্রত্যেকটি প্রকল্পে বাংলাদেশের নতজানু সরকার, শেখ হাসিনার সরকার দেশের মানুষের স্বার্থকে জলাঞ্জলি দিয়ে তারা এদেশকে ভারতের একটি কলোনি বানিয়ে দিয়েছিল। দেশের মানুষকে বাধ্য হয়ে দীর্ঘদিন সংগ্রাম করে এই মাফিয়া সরকারকে অপসারণ করা হয়েছে। বিএনপির এই স্থায়ী কমিটির সদস্য বলেন, পানি বাংলাদেশর জন্য ৭-এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশকে সুখবর দিয়েছে আইএমএফ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশের অর্থনীতিতে বড় স্বস্তির বার্তা নিয়ে এসেছে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ)। চলতি অর্থবছরে ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণ প্যাকেজের আওতায় জুন মাসে ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার ছাড় করতে যাচ্ছে আইএমএফ। বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর আহসান এইচ মনসুরের নেতৃত্বে একাধিক বৈঠকের পর এ নিয়ে আইএমএফ-এর সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছানো গেছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় ব্যাংকের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা। মঙ্গলবার (১৩ মে) বাংলাদেশ ব্যাংকের একজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা জানান, বিনিময় হার ব্যবস্থায় বাংলাদেশ ব্যাংক যে 'ক্রলিং পেগ' পদ্ধতি গ্রহণ করেছে, তা নিয়ে শুরুতে আপত্তি থাকলেও শেষ পর্যন্ত আইএমএফ তা মেনে নিয়েছে। ফলে ঋণ প্যাকেজের তৃতীয় কিস্তি হিসেবে জুনে ১ দশমিক ৩ বিলিয়ন ৭-এর পাতায় দেখুন

সারা দেশে এনআইডি সেবা কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার : সারাদেশে জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) সেবা কার্যক্রম সাময়িকভাবে বন্ধ রয়েছে। এনআইডি সার্ভারে প্রবেশের সময় ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ড (ওটিপি) না আসায় এ সমস্যা দেখা দিয়েছে। মঙ্গলবার (১৩ মে) জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগের (এনআইডি) মহাপরিচালক এ এস এম হুমায়ুন কবীর গণমাধ্যমকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, আমাদের সার্ভারে লগইন করার জন্য ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড দেওয়ার পর একটি ওয়ান টাইম পাসওয়ার্ডের (ওটিপি) প্রয়োজন হয়। সে ওটিপি না আসায় কর্মকর্তারা সার্ভার ঢুকতে পারছেন না। এজন্য আপাতত অনলাইন কার্যক্রম বন্ধ আছে। তবে ছবি তোলা বায়োমেট্রিক গ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। ওটিপি সমস্যার সমাধান হলেই সব কার্যক্রম শুরু হবে। এ এস এম হুমায়ুন কবীর বলেন, আমাদের সার্ভার বন্ধ নয়। আমরা এনআইডি কার্যক্রম পরিচালনা করার একটি ওটিপি সার্ভিস কিনেছে সেটি যাদের কাছে থেকে নিয়েছি তাদের সিস্টেমে সমস্যা হয়েছে, ঠিক করার কাজ চলছে। ঠিক হয়ে গেলে সেবা কার্যক্রম চালু হয়ে যাবে।

বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হলো পার্থর স্ত্রীকে, জানা গেল কারণ

স্টাফ রিপোর্টার : বাংলাদেশ জাতীয় পার্টির (বিজেপি) চেয়ারম্যান আন্দালিব রহমান পার্থর স্ত্রী শেখ শাইরা শারমিনকে বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হয়েছে। তাকে থাইল্যান্ডগামী একটি ফ্লাইটে উঠতে দেওয়া হয়নি। মঙ্গলবার (১৩ মে) দুপুরে হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের ইমিগ্রেশন কর্তৃপক্ষ তাকে আটকে দেয়। ইমিগ্রেশন সূত্রে জানা গেছে, শেখ শাইরা শারমিন মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার দিকে থাই এয়ারলাইনসের টিজি৩২২ ফ্লাইটে চেক-ইন করেন। পরে ইমিগ্রেশন থেকে তাকে থামিয়ে দেওয়া হয়। বলা হয়, আপনার বিদেশ যেতে এসবির ক্লিয়ারেন্স লাগবে। সাবেক প্রেসিডেন্ট আবদুল হামিদের নাটকীয়ভাবে দেশ ত্যাগের পর ইমিগ্রেশনের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ এখন এসবির হাতে। এ ব্যাপারে ব্যারিস্টার পার্থ জানান, তার স্ত্রী ও ছোট কন্যা মেডিকেল চেক আপের জন্য ব্যাংকক যাচ্ছিলেন। এসবি ৭-এর পাতায় দেখুন

অটোরিকশার দৌরাত্ম্য

অকার্যকর 'ট্র্যাপার' বাড়ছে ভোগান্তি

স্টাফ রিপোর্টার : রাজধানীর সড়কে দিনদিন বাড়ছে ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা ও প্যাডেলচালিত রিকশার দাপট। এ অবস্থায় রিকশা নিয়ন্ত্রণে নগরের কয়েকটি জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে 'রিকশা ট্র্যাপার' বসায় ঢাকা মহানগর পুলিশ (ডিএমপি)। কিন্তু বাস্তবে এ উদ্যোগ কোনো কাজে আসেনি, বরং নগরবাসীর ভোগান্তি বাড়িয়েছে এটি। রাজধানীর একাধিক জায়গায় সরেজমিনে ঘুরে দেখা গেছে, রিকশাগুলো অনায়াসেই ট্র্যাপার পার হচ্ছে। অথচ ব্যক্তিগত গাড়ি বা প্রাইভেটকারের টায়ার ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অবৈধ অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণে ট্র্যাপারের মতো লোক দেখানো পদক্ষেপ কার্যকর নয়। এজন্য প্রয়োজন নিবন্ধন ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থাপনা। ডিএমপি সূত্রে জানা যায়, গত মার্চ মাসে পরীক্ষামূলকভাবে রাজধানীর তিনটি স্থানে 'রিকশা ট্র্যাপার' বসানো হয়। তখন কাকরাইলে ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের পাশে ব্যাটারি গলি, ভিকারুননিসা নূন স্কুল অ্যান্ড কলেজের ১ নম্বর গেটের সামনে এবং পুরাতন ৭-এর পাতায় দেখুন

পুশইন বন্ধে দিল্লিকে চিঠি দিয়েছে ঢাকা

স্টাফ রিপোর্টার : সীমান্তে ভারতীয় নাগরিকদের পুশইনের ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে দিল্লিকে কূটনৈতিক পত্র দিয়েছে ঢাকা। গত ৯ মে পত্রটি দেওয়া হয় বলে নিশ্চিত করেছে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একটি সূত্র। পত্রে বলা হয়, পুশইনের পদক্ষেপ গভীর উদ্বেগের, যা চূড়ান্তভাবে সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতির ওপর প্রভাব ফেলছে এবং জনমনে নেতিবাচক মনোভাবও তৈরি করছে। পুশইনের পদক্ষেপ ১৯৭৫ সালের যৌথ ভারত-বাংলাদেশ নির্দেশিকা, সমন্বিত সীমান্ত ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (সিবিএমপি) ২০১১ এবং বিজিবি-বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের আলোচনায় দুই পক্ষের পারস্পরিক সম্মত সিদ্ধান্তের পরিপন্থী। চিঠিতে বলা হয়, কোনো ব্যক্তির বাংলাদেশি নাগরিকত্বের বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর বিদ্যমান প্রক্রিয়া মেনে বাংলাদেশ তাদের ফেরত নেবে। ৭-এর পাতায় দেখুন

আরোও কয়েকটি দলের রাজনীতি নিষিদ্ধ চায় জুলাই ঐক্য

স্টাফ রিপোর্টার : আওয়ামী লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ ও নিবন্ধন স্থগিত হওয়ার পর এবার আরোও কয়েকটি দলের রাজনীতি নিষিদ্ধ ও নিবন্ধন বাতিলের দাবি জানিয়েছেন জুলাই ঐক্যের নেতারা। মঙ্গলবার (১৩ মে) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) মধুর ক্যান্টিনের সামনে এক সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি জানান তারা। জুলাই অভ্যুত্থানের স্পিরিট ধারণকারী সামাজিক-রাজনৈতিক সংগঠনের জোট হিসেবে পরিচিত জুলাই ঐক্য। সংবাদ সম্মেলনে তিন দফা দাবি তুলে ধরা হয়। এর মধ্যে রয়েছে- দ্রুততম সময়ের মধ্যে বিচার কার্যক্রম সম্পন্ন করে আওয়ামী লীগকে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে স্থায়ীভাবে নিষিদ্ধ করা। দলটির নিবন্ধন চিরতরে বাতিল করা (মাত্র স্থগিত রাখা যথেষ্ট নয়) এবং আওয়ামী লীগের সব সহযোগী সংগঠনকে (রাজনৈতিক, সামাজিক ও ৭-এর পাতায় দেখুন

মঙ্গলবার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে বকেয়া বেতন সহ সকল পাওনাদি পরিশোধ না করার প্রতিবাদে গণ মিছিল করে টিএনজেড গ্রুপের সকল শ্রমিকরা।

আশিক চৌধুরীর ব্যক্তিগত তথ্য শেয়ার করে বিডার দুঃখ প্রকাশ

স্টাফ রিপোর্টার : নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীর ব্যক্তিগত তথ্য অনিচ্ছাকৃতভাবে প্রকাশের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেছে বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)। গতকাল মঙ্গলবার এক বিবৃতিতে সংস্থাটি এই দুঃখ প্রকাশ করে। বিবৃতিতে বলা হয়, বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা)-এর নির্বাহী চেয়ারম্যান আশিক চৌধুরীর ব্যক্তিগত সফর সংক্রান্ত একটি খবর পোস্ট করার জন্য আমরা আন্তরিকভাবে দুঃখ প্রকাশ করছি। বিডা'র এই অফিশিয়াল পেজটি শুধুমাত্র কর্তৃপক্ষের দাফতরিক কার্যক্রম সম্পর্কিত তথ্য প্রচারের জন্য নির্ধারিত। এতে আরও বলা হয়, পোস্টটি আমাদের টিমের একটি অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির কারণে প্রকাশিত হয়েছিল। ভবিষ্যতে আরও সতর্ক থেকে শুধুমাত্র প্রাসঙ্গিক তথ্যই এই প্ল্যাটফর্মে প্রকাশ করা হবে।

মেঘনা স্টার ক্যাবলস এন্ড ইলেকট্রিক্যাল এপলায়েন্সেস লি: কর্তৃক মিথ্যা ও হয়রানীমূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে প্রতিবাদ ও মানববন্ধন

মেঘনা স্টার ক্যাবলস এন্ড ইলেকট্রিক্যাল এপলায়েন্সেস লি: কর্তৃক মিথ্যা ও হয়রানীমূলক মামলা প্রত্যাহারের দাবিতে সকালে প্রেসক্লাবে প্রতিবাদ সভা ও মানববন্ধন করেছে প্রতিষ্ঠানটির সাবেক কর্মীরা। মানববন্ধনে সাবেক কর্মীরা মেঘনা স্টার ক্যাবলের নানা ধরনের দুর্নীতির কথা তুলে ধরেন। এ সময় তারা জানান, অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি, সাবেক কর্মীদের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন, মিথ্যা, হয়রানিমূলক ও উদ্দেশ্যেপ্রণোদিত মামলা দায়ের করেছে, যা কর্মীদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত সুনামকে ক্ষুণ্ণ করেছে। মানব বন্ধনে সাবেক কর্মীরা জানান মেঘনা স্টার ক্যাবলস এন্ড ইলেকট্রিক্যাল এপলায়েন্স লি: সাবেক কর্মীদের চাকুরিতে যোগদানের সময় প্রত্যেকের কাছে একশত টাকার তিনটি ফাঁকা স্ট্যাম্প ও তারিখ বিহীন ফাঁকা চেক স্বাক্ষর সহ গ্রহন করে এবং বলা হয় এটি না দিলে বেতন ও ভাতাদি প্রদান করা হবে না। এমন অবস্থায় কর্মীরা বাধ্য হয়ে ফাঁকা চেকে ও ফাঁকা স্ট্যাম্পে স্বাক্ষর করেন। ফলে চাকুরি ছাড়ার পরেও সেসব কাগজপত্র অভিযুক্ত প্রতিষ্ঠানটি বুঝিয়ে না দিয়ে সেগুলোকে কেন্দ্র করে প্রতিনিয়ত হয়রানী করছে বলে তারা অভিযোগ করেন। প্রতিষ্ঠানটির মিথ্যা মামলা ও হয়রানীর কারনে সাবেক কর্মীরা আর্থিক সংকট ও মানবেতর জীবনযাপন করছে বলে মানববন্ধনে জানান তারা। আমাদের নামে যে মিথ্যা মামলা হয়েছে তা নিম্নে উল্লেখ করা হল- আসামীঃ ১। মোঃ সাইফুল ইসলাম, ২। মোঃ ফয়সাল আহমেদ (৩৪), ৪। মোঃ আব্দুল করিম সরদার, ৫। মোঃ আবু বককর সিদ্দিক (৩১), ৬। আকতারুজজামান (২৮), ৭। গৌতম মন্ডল, ৮। মোঃ সোলায়মান কবির ফারুক, ৯। কামাল পাশা, ১০। আব্দুল মজিদ, ১১। মোঃ হাসিবুল হাসান, ১২। মোঃ শামসুল কবির। এই সমস্ত মিথ্যা ও হয়রানীমূলক মামলা থেকে দ্রুত প্রত্যাহার ও তাদের সুনাম ও সম্মান ফেরানোর দাবী জানানো হয় মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায়।

এখনও ভয় কাটেনি ভারতের

পাকিস্তান সীমান্তে উড়াচ্ছে না কোনো বিমান

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে টানা দুই সপ্তাহের বেশি উত্তেজনা ও সংঘাত শেষ হয় যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যস্থতায়। গত ১০ মে দুই দেশের মধ্যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। যদিও এরইমধ্যে কয়েকবার সেই যুদ্ধবিরতি ভাঙার অভিযোগ তুলেছে ভারত, কিন্তু বড় ধরনের কোনো গোলাগুলি এখনও চলেনি। তবে, সোমবার ভারতের অভিযোগ, তারা কাশ্মীরের সাম্বা সেক্টরে একটি সন্দেহজনক ড্রোন দেখতে পেয়েছে। এ অবস্থায় পাকিস্তান সীমান্তবর্তী আট শহরে বিমানের ফ্লাইট বাতিল করেছে ভারত। ভারতের দুটি বিমান সংস্থার বরাত দিয়ে মঙ্গলবার (১৩ মে) দুপুরে বিবিসি এ তথ্য জানায়। এতে বলা হয়, ভারতের বড় দুটি বিমান সংস্থা এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিগো উত্তর ও পশ্চিম সীমান্তবর্তী একাধিক শহরে তাদের সব ফ্লাইট বাতিল করে দিয়েছে। এরমধ্যে এয়ার ইন্ডিয়া বলেছে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে যাত্রী সুরক্ষার কথা মাথায় রেখেই জম্মু, লেহ, যোধপুর, অমৃতসর, ভুজ, জামনগর, চণ্ডীগড় ও রাজকোটের বিমানগুলো বাতিল করা হয়েছে। এ ছাড়া ইন্ডিগো জানিয়েছে, জম্মু, অমৃতসর, চন্ডীগড়, লেহ, শ্রীনগর ও রাজকোটের বিমান তারা বাতিল করেছে। উল্লেখ্য, ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষের মধ্যে উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চলের ৩২টি বিমানবন্দর বন্ধ করে দেয় ভারত সরকার। তবে, যুদ্ধবিরতির পর সোমবার ৭-এর পাতায় দেখুন

পুঁজিবাজারে সূচকের পতন, কমেছে লেনদেন

স্টাফ রিপোর্টার : ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ (ডিএসই) ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সপ্তাহের দ্বিতীয় কার্যদিবস মঙ্গলবার (১৩ মে) সূচকের পতনের মধ্যে দিয়ে লেনদেন শেষ হয়েছে। এদিন ডিএসই ও সিএসইতে আগের কার্যদিবসের চেয়ে টাকার পরিমাণে লেনদেন কমেছে। একইসঙ্গে ডিএসই ও সিএসইতে লেনদেনে অংশ নেয়া বেশিরভাগ কোম্পানির শেয়ার এবং মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিটের দাম কমেছে। ডিএসই ও সিএসই সূত্রে জানা গেছে, দিনশেষে ডিএসইর প্রধান সূচক ডিএসইএক্স আগের দিনের চেয়ে ৪৬.৯৭ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৪ হাজার ৮৭৪ পয়েন্টে। ডিএসই শরিয়াহ সূচক ১২.১০ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৬৩ পয়েন্টে এবং ডিএস৩০ সূচক ১৬.৭৬ পয়েন্ট কমে ১ হাজার ৭৯৮ পয়েন্টে দাঁড়িয়েছে। ডিএসইতে মোট ৩৯৮টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৫৪টি কোম্পানির, কমেছে ৩০৯টির ৭-এর পাতায় দেখুন

টানা ৩ দিন দেশের যেসব জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার : টানা কয়েকদিনের অসহনীয় তাপমাত্রা কিছুটা কমেছে। বৃষ্টিও হয়েছে দেশের বিভিন্ন জায়গায়। তবে, আগামী তিনদিন দেশের অধিকাংশ জায়গায় টানা বৃষ্টির পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছে। মঙ্গলবার (১৩ মে) সকালে আবহাওয়ার পূর্বাভাসে এ তথ্য জানানো হয়। এতে বলা হয়, পশ্চিমা লঘুচাপের বর্ধিতাংশ বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল হয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে উত্তর বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। এ অবস্থায় মঙ্গলবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় ময়মনসিংহ, ঢাকা ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। কোথাও কোথাও বিক্ষিপ্তভাবে শিলা বৃষ্টি হতে পারে। বুধবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য বৃদ্ধি পেতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। এ সময়ে ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রাজশাহী, রংপুর, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় বৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘণ্টায় সারাদেশে দিন এবং রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে। তবে, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের দু-এক জায়গায় বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। বর্ধিত পাঁচ দিনের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টিপাতের প্রবণতা বৃদ্ধি পেতে পারে।

স্বামীসহ সাবেক সংসদ সদস্য মীরার বিরুদ্ধে দুদকের ২ মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দা রুবিনা আক্তার মীরা ও তার স্বামী মোশাররফ হোসাইন সরদারের বিরুদ্ধে দুটি মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল মঙ্গলবার মামলা দুটি দায়ের করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন দুদকের উপ-পরিচালক ও জনসংযোগ কর্মকর্তা মো. আকতারুল ইসলাম। আসামিদের বিরুদ্ধে জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন ও অর্থপাচারের অভিযোগ আনা হয়েছে মামলার এজাহারে। আকতারুল ইসলাম জানান, সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দা রুবিনা আক্তার মীরা ক্ষমতার অপব্যবহার করে জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ এক কোটি ৫৭ লাখ ১৮ হাজার ৪৪ টাকার সম্পদ অর্জন করেছেন। এছাড়াও তিনি তার নিজ নামের ১০টি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ২৭৮ কোটি ৫২ লাখ ৫৬ হাজার ৬৩২ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করেছেন। তিনি সম্পত্তির অবৈধ ৭-এর পাতায় দেখুন

দাবদাহে হাঁসফাঁস

তুঙ্গে শরবতের ব্যবসা

স্টাফ রিপোর্টার : টানা দাবদাহে চুয়াডাঙ্গা যেন আগুনে ঝলসে যাচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে গরমে হাঁসফাঁস করা মানুষ তৃষ্ণা মেটাতে ভিড় করছেন ভ্রাম্যমাণ শরবতের দোকানে। এতে রমরমা হয়ে উঠেছে শরবতের ব্যবসা। তবে স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে শরবত পানের ক্ষেত্রে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ বিশেষজ্ঞদের। জানা যায়, দুপুর ৩টায় চুয়াডাঙ্গায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৩৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, বাতাসে আর্দ্রতা ছিল ৪১ শতাংশ। এর আগের দিন রোববার জেলায় সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৪১.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস। চলতি মৌসুমে জেলার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছেছে ৪২ ডিগ্রিতে। এত উচ্চ তাপমাত্রায় জনজীবন প্রায় থমকে গেছে। খেটে খাওয়া মানুষ বিশেষ করে রিকশাচালক, দিনমজুর, ভ্যানচালকেরা পড়েছেন সবচেয়ে বেশি বিপাকে। এই পরিস্থিতিতে সামান্য স্বস্তি পেতে মানুষ ভিড় করছেন লেবুর শরবত, মাঠা, আখের রস ও ফলের জুসের দোকানে। চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় শহরের প্রতিটি মোড়েই গড়ে উঠেছে ভ্রাম্যমাণ শরবতের দোকান। সকাল থেকে রাত অবধি চলছে শরবত বিক্রি। চুয়াডাঙ্গা শহরের বড়বাজার, কোর্ট মোড়, অ্যাকাডেমি মোড়, সরকারি কলেজ গেট, শহীদ হাসান চত্বর এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, শরবতের দোকানে ভিড় লেগেই আছে। দোকানিরা বলছেন, সাধারণ দিনে যেখানে দিনে ২০০-৩০০ গ্লাস শরবত বিক্রি হতো, এখন তা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৬০০ থেকে ৮০০ গ্লাসে। ভ্রাম্যমাণ শরবত বিক্রেতা লাল্টু বলেন, আগে ৭-এর পাতায় দেখুন

সম্পাদক ও প্রকাশক : মোহাম্মদ আলী কর্তৃক গাজী ভবন (৩য় তলা), প্লট : ৩৫, রোড : ২, ব্লক : খ, সেকশন : ৬, মিরপুর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। তুহিন প্রেস, ২১৯/২, ফকিরাপুল (১ম গলি), মতিঝিল, ঢাকা থেকে মুদ্রিত।
ফোন : ০৯৬৩৮-৩৬০৭৪৩, **ই-মেইল :** news.manabikbangladesh@gmail.com, **ওয়েবসাইট :** www.manabikbangladesh.com.

নেত্রকোনা ও ময়মনসিংহে দুটি সার

আওতায় নেত্রকোনা একটি ও ময়মনসিংহে একটি বাফার গুদাম নির্মাণের পূর্ত কাজের ক্রয় প্রস্তাব নিয়ে আসে শিল্প মন্ত্রণালয়। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত উপদেষ্টা পরিষদ কমিটি প্রস্তাবটি পর্যালোচনা করে অনুমোদন দিয়েছে। জানা গেছে, বাফার গুদাম নির্মাণের পূর্ত কাজ ক্রয়ের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র পদ্ধতিতে দরপত্রের সব প্রক্রিয়া শেষে টিইসির সুপারিশে রেসপনসিভ সর্বনিম্ন দরদাতা প্রতিষ্ঠান যৌথভাবে এসআইএল এবং এসসিএলের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সারাদেশে বিশেষ অভিযানে গ্রেপ্তার

দপ্তরে এই এআইজি আরও বলেন, অভিযান চলাকালে একটি এলজি উদ্ধার করা হয়েছে। ইনামুল হক সাগর বলেন, বিশেষ অভিযান চলমান থাকবে এবং গ্রেপ্তারদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন।

হাসিনার বিরুদ্ধে ৬০০ হত্যা মামলা,

মিরপুর থানায় ১৬টি, ধানমন্ডি থানায় ১৬টি, শাহবাগ থানায় ৮টি, ওয়ারী থানায় পাঁচটি, চকবাজার থানায় ৬টি, উত্তরা পশ্চিম থানায় ১২টি ও উত্তরা পূর্ব থানায় ৮টি মামলা হয়েছে। এ ছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগে ২৪টি, রাজশাহী বিভাগে ১২টি, খুলনা বিভাগে ৯টি, ময়মনসিংহে ৮টি, সিলেটে পাঁচটি ও বরিশালে ৬টি মামলা দায়ের হয়। তথ্যমতে, ইউনূস সরকারের আট মাস পেরিয়ে গেলেও ফ্যাসিস্ট শেখ হাসিনার বিরুদ্ধে দায়ের করা এসব হত্যা মামলার কোনোটিরই তদন্ত শেষ করতে পারেনি পুলিশ। যদিও এটিকে তদন্তের ধীরগতি বলতে নারাজ পুলিশ। ডিএমপির মুখপাত্র তালেবুর রহমান জানান, কয়েকটি মামলার কাজ অনেকটা এগিয়েছে। কিছুদিনের মধ্যে আদালতে প্রতিবেদন দেওয়া হবে। আইনজীবী ও মানবাধিকার কর্মী সারা হোসেন মনে করেন, মামলাগুলো দেখভালের জন্য নির্দিষ্ট কাউকে দায়িত্ব দেওয়া উচিত। এর যৌক্তিক সুরাহা হওয়া দরকার। তিনি বলেন, যাচাই-বাছাই প্রক্রিয়া কতদূর এবং মামলাগুলোর শেষ পরিণতি কী হবে- এটা নিয়ে ধারণা পাওয়া গেলে মানুষ তদন্তের বিষয়ে বুঝতে পারবে। সার্বিকভাবে মামলাগুলোর বিষয়ে সরকারের অবস্থান পরিষ্কার করা উচিৎ।

হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মমতাজ

আগে, সোমবার (১২ মে) রাত পৌনে ১২টায় রাজধানীর ধানমন্ডি থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। মামলার সূত্রে জানা যায়, গত বছরের ১৯ জুলাই মিরপুর-১০নম্বর গোলচত্বর এলাকায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অংশ নেন ভুক্তভোগী মো. সাগর। ওইদিন বিকেল সাড়ে ৪টার দিকে আসামিরা আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা ও গুলিবর্ষণ করেন। এ সময় ভুক্তভোগী সাগরের বুকে গুলি লেগে তার শরীরের পেছন দিক দিয়ে বের হয়ে যায়। পরে মিরপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি। এ ঘটনায় গত ২৭ নভেম্বর নিহতের মা মোসা. বিউটি আক্তার বাদী হয়ে মিরপুর মডেল থানায় হত্যা মামলা করেন। এতে শেখ হাসিনাসহ ২৪৩ জনের নাম উল্লেখ করা হয়। এছাড়া মামলায় ২৫০-৪০০ জনকে অজ্ঞাতনামা আসামি করা হয়। মমতাজ বেগম এ মামলার ৪৯ নং এজাহারনামীয় আসামি। ২০০৮ সালে শিল্পী মমতাজ আওয়ামী লীগের মনোনয়নে সংরক্ষিত নারী আসনে সংসদ সদস্য হন। পরবর্তীতে ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচনে নৌকা প্রতীকে নির্বাচন করে মানিকগঞ্জ-২ আসনে থেকে পুনরায় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন তিনি। তবে ২০২৪ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিজ এলাকা মানিকগঞ্জ-২ আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে হেরে যান মমতাজ।

বাজেটে এবার কতটা বাড়বে

শঙ্কা রয়েছে, যদিও সরকার তা নিয়ন্ত্রণের অঙ্গীকার করেছে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) সূত্র বলছে, রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা পূরণে আগামী বাজেটে শুল্ক, মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট), এবং উৎসে কর (এআইটি) বাড়ানো হচ্ছে। সরকারের এ ধরনের পদক্ষেপের সরাসরি প্রভাব পড়বে সাধারণ ভোক্তার ব্যয়ভারে। বিশেষ করে খাদ্যদ্রব্য, ওষুধ, চিকিৎসা উপকরণ ও উৎপাদনের কাঁচামালের ওপর কর আরোপ বা হার বাড়ানোর পরিকল্পনা থাকায় পণ্যের দাম বাড়ার একটা বাস্তব সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। এর ফলে ভোজ্যতেল, চিনি, চাল, ডাল, ওষুধসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বাড়ার শঙ্কা তৈরি হয়েছে। এতে একদিকে সরকার রাজস্ব আদায়ে স্বস্তি পেলেও অপরদিকে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার ব্যয় বেড়ে যাওয়ার শঙ্কা দেখা দিয়েছে। জানা গেছে, নতুন বাজেটের আকার ধরা হচ্ছে ৭ লাখ ৯০ হাজার কোটি টাকা, যা চলতি বছরের সংশোধিত বাজেটের চেয়ে প্রায় ৭ হাজার কোটি কম। বাজেট ঘোষণা হবে আগামী ২ জুন। আইএমএফ ইতোমধ্যে আগামী অর্থবছরের (২০২৫-২৬) জন্য রাজস্ব বাজেট প্রণয়নে গাইডলাইন দিয়েছে। শর্ত অনুযায়ী, কর-জিডিপি অনুপাত বাড়াতে হবে ০.৭ শতাংশ। নতুন কোনও খাতে কর অব্যাহতি দেওয়া যাবে না, বরং বর্তমানে কার্যকর অব্যাহতির সুবিধাগুলো প্রত্যাহার করতে হবে। আইএমএফের শর্ত: রাজস্ব আদায়ের চাপ সরকার আইএমএফের শর্ত অনুযায়ী করজিডিপি অনুপাত বাড়াতে চাইছে। এজন্য কর অব্যাহতি হ্রাস, করহার বাড়ানো এবং করজাল সম্প্রসারণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ২০২২ সালে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল (আইএমএফ) থেকে নেওয়া ৪.৭ বিলিয়ন ডলারের ঋণ কর্মসূচির আওতায় রাজস্ব আদায়ের হার জিডিপির অনুপাতে বাড়ানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বাংলাদেশ সরকার। এই প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে কর অব্যাহতি কমানো, করের হার বাড়ানো এবং করজালের বিস্তারড় এই তিন কৌশল গ্রহণ করা হচ্ছে। একজন সিনিয়র রাজস্ব কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'রাজস্ব ঘাটতি পূরণে উৎপাদন ও আমদানি পর্যায়ে ২ থেকে ৫ শতাংশ হারে অতিরিক্ত কর আরোপ করার চিন্তাভাবনা হচ্ছে।' অর্থাৎ, এর প্রভাব সরাসরি পৌঁছে যাবে বাজারে বিক্রি হওয়া প্রতিটি পণ্যে। এনবিআর কর্মকর্তারা জানান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) প্রায় ২০০টি করমুক্ত আমদানিকারক পণ্যে ২ শতাংশ হারে অগ্রিম আয়কর (এআইটি) আরোপের পরিকল্পনা করছে। এনবিআরের দাবি, এই কর আরোপের মাধ্যমে কর পরিপালন বাড়বে এবং অতিরিক্ত ২ হাজার কোটি টাকার রাজস্ব আয় হবে। তবে অর্থনীতিবিদরা বলছেন, আমদানিতে এআইটি মূলত পণ্যের মূল্যে প্রতিফলিত হয়ে ভোক্তার ঘাড়েই এসে পড়ে। এই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়িত হলে বিপুল সংখ্যক খাদ্যপণ্য, শিল্পের কাঁচামাল ও চিকিৎসা সরঞ্জামের ওপর তাৎপর্যপূর্ণ প্রভাব পড়বে বলে আশঙ্কা করছেন ব্যবসায়ী ও ভোক্তারাও।

এনবিআর বলছে, শুল্ক ছাড় ধাপে ধাপে প্রত্যাহার এবং করনীতিতে শৃঙ্খলা আনতেই এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রস্তাবিত কর থেকে বছরে প্রায় ২ হাজার কোটি টাকার অতিরিক্ত রাজস্ব আদায়ের আশা করছে সংস্থাটি। খাদ্য, কাঁচামাল ও চিকিৎসা-সামগ্রী বেশি ঝুঁকিতে যেসব পণ্যে নতুন করে এআইটি আরোপের পরিকল্পনা করা হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছেড় দৈনন্দিন ব্যবহৃত আলু, পেঁয়াজ, ডাল, ছোলা, সয়াবিন, ভুট্টা, সার, চিনি, অপরিশোধিত তেল এবং চিকিৎসা যন্ত্রপাতি। এছাড়াও পোশাক শিল্পে ব্যবহৃত তুলা ও মানবসৃষ্ট তন্তু, কম্পিউটার প্রিন্টার, রাউটার, মডেম, বিমানের ইঞ্জিন ও বাসসহ শিল্প যন্ত্রপাতিও রয়েছে তালিকায়। বিশেষ করে যেসব পণ্যে আগে কর অব্যাহতি ছিল, সেগুলোর ওপরও ভ্যাট ও শুল্ক বসানো হলে তা সরাসরি ভোক্তার খরচ বাড়াবে। এছাড়া বিদ্যুৎ ও গ্যাস খাতেও দাম বাড়ানোর সিদ্ধান্ত থাকলে তা প্রোডাকশন কস্ট ও পরিবহন ব্যয় বাড়িয়ে সামগ্রিক মূল্যস্ফীতিতে ভূমিকা রাখতে পারে। ব্যবসায়ীদের উদ্বেগ শুল্ক ছাড়ের সংস্কার নিয়ে আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের (আইএমএফ) চাপের কথা স্বীকার করে এনবিআরের একজন কর্মকর্তা বলেন, '২০০টির মতো পণ্যে এখন কোনও এআইটি নেই। সবগুলোতেই কর আরোপের পরিকল্পনা করা হয়েছে, শুধুমাত্র এক-দুটি পণ্য বাদ দিতে হতে পারে।' তবে শিল্প উদ্যোক্তারা বলছেন, প্রতিযোগী দেশগুলো যেখানে শিল্পে সহায়ক নীতি নিচ্ছে, সেখানে বাংলাদেশের এই কঠোর পদক্ষেপ প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে দেবে। একটি শিল্প গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক নাম প্রকাশ না করে বলেন, 'আমাদের ৩০০ কোটি টাকার আমদানিতে যদি ২ শতাংশ অগ্রিম আয়কর বসে, তাহলে বছরে অন্তত ৬ কোটি টাকা অতিরিক্ত দিতে হবে। এই খরচ মেটাতে আমরা বাধ্য হবো তা পণ্যের দামে অন্তর্ভুক্ত করতে।' আমদানিকারকরা বলছেন, অগ্রিম কর কেটে রাখার কারণে বাজারে নগদ প্রবাহে চাপ পড়ে। সেই চাপ সরাসরি পণ্যের দামে প্রতিফলিত হয়। এই কর ফেরত পাওয়ার প্রক্রিয়াও জটিল এবং সময়সাপেক্ষ হওয়ায় অনেক কোম্পানি তা দাবি করে না। আমদানিকারকদের অনেকে জানান, অগ্রিম কর ফেরত পাওয়া যায় না, বা ফেরত পেতে অনেক সময় লাগে, ফলে এই টাকাটা কার্যত তাদের ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল থেকে কাটা পড়ে। রাজস্ব ঘাটতির চিত্র চলতি (২০২৪-২৫) অর্থবছরে এনবিআরের রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছিল ৪ লাখ ৮০ হাজার কোটি টাকা। ছয় মাস না যেতেই ঘাটতি ছাড়ায় ৫০ হাজার কোটি টাকা, ফলে লক্ষ্যমাত্রা কমিয়ে আনা হয় ৪ লাখ ৬৩ হাজার ৫০০ কোটি টাকায়। তবু মার্চ পর্যন্ত (৯ মাসে) ঘাটতির অঙ্ক দাঁড়ায় ৬৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি। বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা, এভাবে চললে ২০২৪-২৫ অর্থবছর শেষে রাজস্ব ঘাটতি ১ লাখ ৫ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে যেতে পারে। রাজস্ব আদায় বনাম জনজীবনের ভারসাম্য সরকারের সামষ্টিক অর্থনীতির বাস্তবতায় রাজস্ব আদায় বাড়ানো প্রয়োজন। তবে এই কর কাঠামো এমনভাবে সাজানো জরুরি, যাতে ভোক্তা পর্যায়ে চাপ না পড়ে। বিশেষ করে খাদ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা ও শিশু পণ্যের ওপর কর বাড়ানোর যে পরিকল্পনা, তা পুনর্বিবেচনা করা জরুরি বলে মনে করেন অর্থনীতিবিদরা। বেসরকারি গবেষণা প্রতিষ্ঠান সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগের (সিপিডি) সম্মানীয় ফেলো ড. মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, 'বাংলাদেশে অগ্রিম কর খুব কম ক্ষেত্রেই আমদানিকারকের পর্যায়ে থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তা ভোক্তার ওপর গিয়ে পড়ে। বিশেষ করে খাদ্যপণ্য ও শিল্প কাঁচামালে কর আরোপের আগে সরকারকে ভাবতে হবে এর সামগ্রিক অর্থনৈতিক প্রভাব।' সিপিডির নির্বাহী পরিচালক ড. ফাহমিদা খাতুন বলেন, 'এনবিআর যদি আয়কর ও শুল্ক বাড়িয়ে ঘাটতি পুষিয়ে নিতে চায়, তবে তা জনগণের ওপর চরম চাপ তৈরি করবে। মূল্যস্ফীতির সময় এসব পদক্ষেপ হিতে বিপরীত হতে পারে।' তিনি আরও বলেন, 'এই মুহূর্তে রাজস্ব আদায়ে দক্ষতা বাড়ানো, অনলাইন রিটার্ন বাধ্যতামূলক করা ও করজাল সম্প্রসারণের দিকে নজর দিতে হবে, ভ্যাট বাড়িয়ে নয়।' ভোক্তা অধিকার সংগঠনের আশঙ্কা কনজ্যুমারস অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশের (ক্যাব) সহ-সভাপতি এস এম নাজের হোসাইন বলেন, 'চিনি, তেল, চাল, ডালড় এসব পণ্যে কর বসানো মানে মানুষকে না খেয়ে রাখার আয়োজন করা। সরকার রাজস্ব আদায়ের নামে মানুষের জীবনযাত্রাকে দুর্বিষহ করে তুলছে।' তিনি বলেন, 'এখনও বাজারে ডিম, পেঁয়াজ, চাল, ডালড় সবই আগুন দাম। এর মধ্যে নতুন করে কর বসানো হলে স্বল্প আয়ের মানুষের দুর্ভোগ চরমে পৌঁছাবে।'

যেভাবে মনপুরার ৫০ টাকার ডাব

করেছেন। ৫০ থেকে ৬০ টাকা করে তাকে পাইকাররা দিয়েছে। এতে প্রায় ১ লাখ ৩০ হাজার টাকার মতো পেয়েছেন। দক্ষিণ সাকুচিয়া ইউনিয়নের কোড়ালিয়া গ্রামের কৃষক মো. ইসমাইল হোসেন জানান, প্রতি বছরই তিনি গাছের ডাব বিক্রি ভালো টাকা আয় করেন থাকেন। ডাব বিক্রির টাকা দিয়ে তিনি আরও কিছু নারিকেল গাছের চারা লাগিয়েছেন। কিছু টাকা দিয়ে সংসার পরিচালনা করেন আর কিছু টাকা দিয়ে তিনি গরু কিনেছেন। তিনি আরও জানান, ডাবের ব্যাপারীরা আমাদের কাছে এসে প্রথমে ৩০ টাকা থেকে দাম বলতে থাকে। পরে বাড়তে বাড়তে সর্বোচ্চ ৫৫ টাকার বেশি পাই না। দিয়ে দিই, কারণ গাছ থেকে ডাব কাটার কোনো টেনশন নেই। ওরাই লোকজন নিয়ে এসে ডাব পেড়ে নেয়। বাজারের তুলনায় কম টাকা পেলেও কিছু করার নেই। একই ইউনিয়নের বাংলাবাজার গ্রামের কৃষক মো. জামাল হোসেন জানান, আমাদের থেকে সর্বোচ্চ ৬০ টাকা দামে ডাব কেনে ব্যাপারীরা। অথচ ওই ডাব বাজারে বিক্রি হয় ১৫০ থেকে ২০০ টাকায়। মনপুরা ইউনিয়নের তুলাতুলি গ্রামের কৃষক মো. শাহে আলম জানান, মনপুরার ব্যাপারীরা সিন্ডিকেট করে আমাদের থেকে কম দামে ডাব ক্রয় করে ঢাকার পাইকারি বাজারে বেশি দামে বিক্রি করে। আমরা যদি ঢাকায় নিয়ে বিক্রি করতে পারি তাহলে অনেক বেশি লাভবান হতে পারবো। কিন্তু একসঙ্গে বেশি ডাব বিক্রির উপযোগী হয় না। তাছাড়া বেশি পরিমাণ না নিয়ে গেলে ঢাকায় খরচ দিয়ে পোষাবে না। তাই ওদের কাছে বিক্রি করে থাকি। মনপুরার ডাবের পাইকারি ব্যাপারী মো. জাহাঙ্গীর জানান, তিনি প্রায় ১০ বছর ধরে মনপুরা থেকে ডাব কিনে ঢাকায় পাইকারি আড়তে বিক্রির করে আসছেন। প্রতি বছর চৈত্র মাস থেকে শুরু করে কার্তিক মাস পর্যন্ত মনপুরার বিভিন্ন ইউনিয়নের গ্রামে গিয়ে ডাব ক্রয় করে থাকেন। মনপুরা উপজেলায় বর্তমানে তার মতো প্রায় ৬০ থেকে ৭০ জনের অধিক পাইকার আছেন। কেউ দৈনিক ডাব ক্রয় করেন, কেউ সপ্তাহে, আবার কেউ মাসে ক্রয় করেন। মো. ইমন হোসেন জানান, তারা ডাব গাছের মালিকদের কাছ থেকে ৫০ টাকায় ডাব কিনে লোকজন দিয়ে গাছ থেকে পাড়ান। এরপর অটোরিকশা ও ভ্যান নিয়ে লঞ্চঘাটে নিয়ে যান। পরে লঞ্চ ও স্টিমারে করে ঢাকা সদর ঘাটের পাশের পাইকারি আড়তে পাঠান। ওই পর্যন্ত পাঠাতে শ্রমিক, অটোরিকশা, ভ্যান, লঞ্চ বা স্টিমার ভাড়া মিলে ১৪ থেকে ১৮ টাকার মতো খরচ পড়ে যায় প্রতি পিস ডাবে। অর্থাৎ কৃষক থেকে ৫০ টাকা কিনলেও সেটি প্রায় ৬৫ থেকে ৭০ টাকা পড়ে যায়। পরে পাইকারি আড়তে আমরা ৮০ থেকে সর্বোচ্চ ১০০ টাকায় বিক্রি করতে পারি। তবে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয় খুচরা বিক্রেতারা। খুচরা বিক্রেতারা সর্বোচ্চ ৫ টাকা বেশি দাম দিয়ে ক্রয় করে বাজারে ১৫০ থেকে ২০০ টাকায় বিক্রি করে থাকে। ভোলা জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মো. খায়রুল ইসলাম মল্লিক জানান, জেলার সাত উপজেলার কৃষকরা নারিকেল গাছ লাগানোর দিকে ঝুঁকছে। আমরা তাদের উৎসাহ দিয়ে যাচ্ছি। এছাড়াও গত অর্থ বছরে আমরা প্রণোদনা কর্মসূচির আওতায় ৬ হাজার নারিকেল গাছের চারা দিয়েছি। এবছরও দেবো। তিনি আরও জানান, বর্তমানে জেলার সাত উপজেলায় ১৫ লাখ ৮০ হাজার ৮০০ নারিকেল গাছ রয়েছে। গত অর্থ বছরে ১১ কোটি ৬ লাখ ৫৬ হাজার নারিকেল উৎপাদিত হয়। এরমধ্যে সবচেয়ে বেশি মনপুরা ও চরফ্যাশন উপজেলায়।

জনবল সংকটে বঞ্চিত হচ্ছেন

তথ্য, নিত্যপণ্যের খুচরা বাজারদর, দাম বেশি নিলে অভিযোগ জানানো এবং টিসিবির পণ্য বিক্রি সম্পর্কে তথ্য, সামাজিক সমস্যা ও যে কোনো সরকারি সেবার বিষয়ে অভিযোগ জানানো, নারীর প্রতি সহিংসতা, যৌন হয়রানি সংক্রান্ত সহায়তা বা অনলাইন জিডি সংক্রান্ত তথ্য ও সহযোগিতা, পরিবেশ ও বন সংরক্ষণ এবং দূষণের বিষয়ে অভিযোগ দাখিল বা তথ্য, ডিজিটাল কমার্স ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠান নিবন্ধন ও ডিবিআইডির সেবা, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত তথ্য ও ডাক্তারের পরামর্শ, ভূমি সংক্রান্ত তথ্য ও সেবা, সাইবার নিরাপত্তা সংক্রান্ত সহায়তা, নারী ও শিশু নির্যাতন বিষয়ক সহায়তা দেওয়া হয় ৩৩৩ হেল্পলাইনের মাধ্যমে। এটুআইয়ের ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট (৩৩৩) দিদার-ই-কিবরিয়া বলেন, '৩৩৩ হচ্ছে একটা জাতীয় কল সেন্টার, এটা সরকারের সব দপ্তরের তথ্য সেবা অভিযোগ নিয়ে কাজ করে। তথ্য ও সেবা দেওয়াই হচ্ছে মূল কাজ। ছয় মাস ধরে আমরা এ কল সেন্টারটি ২৬ জন দিয়ে চালাচ্ছি। এর আগে এ সংখ্যা ছিল ৬০ জন। নতুন সরকার আসার পর আমাদের বাজেট কমে গেছে, তারা আমাদের ২৬ জন রাখার অনুমতি দিয়েছে।' ৩৩৩ নম্বরে এখন প্রতিদিন ৩০ থেকে ৩৫ হাজার কল আসে জানিয়ে তিনি বলেন, 'এর মধ্যে আমরা একটা ভয়েস বট বসিয়েছি, সে প্রতিদিন পাঁচ হাজার কলের সাড়া দেয়। সে নাগরিককে ৫-৬টি সেবা নিয়ে তথ্য দেয়। এনআইডি, ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, ভূমিসহ কয়েকটি দপ্তর আলাদা করে কল সেন্টার করলেও ৩৩৩ এ এসব সেবার বিষয়ে ফোন আসে।' 'আমরা তাদের সেবা দেই, কল সেন্টারে যুক্ত করে দেই। প্রতিদিন এখান থেকে এক হাজার কল ভূমির কল সেন্টারে চলে যায়। নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের হেল্পলাইন ১০৯-তেও যায় প্রায় এক হাজার কল। সাইবার সিকিউরিটির কল সেন্টারের ৪-৫শ কল যায় প্রতিদিন। সব মিলিয়ে আমরা ১৫ হাজারের মতো কল রেসপন্স করতে পারি।' দিদার-ই-কিবরিয়া বলেন, 'কল সেন্টারে যে ২৬ জন প্রতিনিধি রয়েছেন তাদের কাছে ১০ হাজারের মতো কল আসে। এর মধ্যে তারা গড়ে সাড়ে চার থেকে পাঁচ হাজারের মতো কল রেসপন্স করতে পারছেন। বাকি কলগুলো পরিত্যক্ত হচ্ছে।' 'আমরা একটি কল ওয়েটিংয়ের সর্বোচ্চ সময় দিয়েছি পাঁচ মিনিট। এ সময়ের মধ্যে প্রতিনিধি ফোন না ধরলে ফোনটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে কেটে যাবে। কল সেন্টারের লোকবল ৬০ জন থেকে কমে ২৬ জন হওয়ায় অপেক্ষাজনিত কল পরিত্যক্ত হওয়ার হার অনেক বেড়েছে। গত তিন মাসের হিসাব অনুযায়ী অপেক্ষাজনিত কারণে ৪০ শতাংশ কল পরিত্যক্ত হয়েছে। অর্থাৎ নাগরিকরা কল করে পাঁচ মিনিট অপেক্ষার পর আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে পারছে না। যখন জনবল ৬০ জন ছিল, তখন কল পরিত্যক্ত হতো পাঁচ শতাংশ।' ন্যাশনাল কনসালট্যান্ট দিদার বলেন, 'হেল্পলাইনে আসা কলের একটা অংশ ব্লাইন্ড। তারা এসে কোনো বাটনে চাপে না, ৩৩৩ এ কল দিয়ে কিছু শুনে বের হয়ে যায়। ঢুকলো কিন্তু সার্ভিস নিলো না। লোকবল বাড়ানো খুবই জরুরি। তাহলে সেবাটা আমরা যথাযথভাবে দিতে পারবো। কল করে যদি অভিযোগ জানাতে বা তথ্য না পায় তাহলে আর মানুষ কল করবে না। এটি থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে।' কল সেন্টারের জনবল আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে নেওয়া হয় জানিয়ে তিনি বলেন, 'এবার বাজেট যাতে বাড়ানো হয়, আমরা সেই প্রস্তাব দিচ্ছি।' এটুআই প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক মো. রশিদুল মান্নাফ কবীর বলেন, 'এটা (জনবল সংকট) নিয়ে আমরা কাজ করছি।' নানা অর্জনে এগিয়েছে ৩৩৩ এটুআই সংশ্লিষ্টরা জানান, এ পর্যন্ত কল সেন্টারে মোট ১০ কোটি ৯ লাখ বেশি কল গ্রহণ করা হয়েছে। ৩৩ লাখের বেশি নারী ও ৭ লাখ ২২ হাজারের বেশি প্রতিবন্ধী ব্যক্তি কল করেছেন। করোনা মহামারি ও বন্যার সময়ে ৩৩৩-এর বড় ভূমিকা দেখা গেছে। ২০২০-২১ সালে ১৬ লাখের বেশি মানুষকে এ হেল্পলাইনের মাধ্যমে খাদ্য ও ওষুধ সহায়তা দেওয়া হয়েছে। গত বছর বন্যার সময় পাঁচ হাজারের বেশি পরিবারকে জরুরি সহায়তা দেওয়া হয়েছে। 'উবার মডেল'র মতো স্থানীয় উদ্যোক্তাদের মাধ্যমে মাঠপর্যায়ে তথ্য পাঠানো ও সমন্বয়ের মাধ্যমে এ সহায়তা পৌঁছানো হয়েছে। বাল্যবিয়ে সংক্রান্ত ১২ হাজার ৮৭৭টির বেশি কল এসেছে। অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ১০ হাজার ৫৮২টির বেশি বাল্যবিয়ে বন্ধ করা সম্ভব হয়েছে।

বাংলাদেশ-জাপান পররাষ্ট্রসচিব

যোগ দেওয়ার পাশাপাশি দেশটির প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার বৈঠকের কথা রয়েছে। তবে এর আগে আগামী ১৫ মে যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, সেখানে দুই দেশের পররাষ্ট্রসচিবদের অংশ নেওয়ার কথা ছিল। বৈঠকে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক ইস্যুতে এ অঞ্চলে জাপানের সহযোগী ও প্রতিযোগী দেশগুলোর পরিস্থিতি, রাশিয়া-ইউক্রেন, ফিলিস্তিন-ইসরায়েল, নিরস্ত্রীকরণ ও আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সহযোগিতা এবং জাতিসংঘের বিভিন্ন ফোরামে সমর্থনের মতো বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল। একইসঙ্গে সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ ও জাপানের মধ্যকার যে চুক্তিগুলো হয়েছিল, সেগুলোর হালনাগাদ নিয়েও বৈঠকে আলোচনা হওয়ার কথা ছিল।

নগদে প্রশাসক নিয়োগ নিয়ে রিট

'নগদে' প্রশাসক নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নগদের স্বতন্ত্র পরিচালক মো. শাফায়েত আলম গত বছরের ২ সেপ্টেম্বর রিট করেন। চূড়ান্ত শুনানি শেষে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট রিটটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে তা খারিজ করে রায় (রুল ডিসচার্জ) দেন। নগদ বাংলাদেশ ডাক বিভাগের এজেন্ট উল্লেখ করে ঘোষিত রায়ে আদালত বলেন, আইন বাস্তবায়ন করেই বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশাসক নিয়োগ দিয়েছে।

হাইকোর্টের ওই রায় স্থগিত চেয়ে শাফায়েত আলম আপিল বিভাগে আবেদন করেন, যা আপিল বিভাগের চেম্বার আদালতে ৭ মে ওঠে। সেদিন শুনানি নিয়ে আপিল বিভাগের চেম্বার বিচারপতি মো. রেজাউল হক ওই আদেশ দেন। এ আদেশের অনুলিপি সোমবার (১২ মে) হাতে পাওয়ার কথা জানান রিট আবেদনকারীপক্ষের অন্যতম আইনজীবী জামিলুর রহমান। গণমাধ্যমকে তিনি বলেন, হাইকোর্টের রায় আট সপ্তাহের জন্য স্থগিত করা হয়েছে। ফলে এই সময়ে প্রশাসক কার্যক্রম চালাতে পারবেন না। প্রসঙ্গত, গত বছরের ২১ আগস্ট বাংলাদেশ ব্যাংক নগদে প্রশাসক নিয়োগ বিষয়ে অভ্যন্তরীণ আদেশ জারি করে। প্রশাসক নিয়োগের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে নগদের স্বতন্ত্র পরিচালক মো. শাফায়েত আলমের করা রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে গত বছরের ১৭ সেপ্টেম্বর হাইকোর্ট 'নগদে' প্রশাসক নিয়োগ প্রশ্নে রুল দেন।

২০০৪ সালের পরিশোধ ও নিষ্পত্তাব্যবস্থা আইনের ৩১(১) ও (২) ধারা প্রতিপালন না করে 'নগদে' প্রশাসক নিয়োগের গত ২১ আগস্টের মেমো (আদেশ) কেন আইনগত কর্তৃত্ববহির্ভূত ঘোষণা করা হবে না, রুলে তা জানতে চাওয়া হয়। রুল বিচারাধীন থাকা অবস্থায় প্রশাসকের নীতিগত কার্যক্রম পরিচালনা নিয়ে নিষেধাজ্ঞা চেয়ে রিট আবেদনকারী সম্পূরক আবেদন করেন। এর শুনানি নিয়ে গত বছরের ১৮ ডিসেম্বর হাইকোর্ট প্রশাসকের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কার্যক্রম পরিচালনায় পক্ষগুলোকে অন্তর্বর্তী সময়ের জন্য স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে নির্দেশ দেন। পরে মেয়াদ বাড়ানো হয়। চূড়ান্ত শুনানি শেষে রিটটি গ্রহণযোগ্য নয় বলে রুল ডিসচার্জ (খারিজ) করে গত ১৬ ফেব্রুয়ারি হাইকোর্ট রায় দেন।

এনবিআর কেন বিভক্ত হয়েছে, ব্যাখ্যা

১৬ দশমিক ৬ শতাংশ এবং মালয়েশিয়ায় ১১ দশমিক ৬ শতাংশ। জনগণের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা অর্জন করতে হলে বাংলাদেশকে তার কর-জিডিপি অনুপাত কমপক্ষে ১০ শতাংশে উন্নীত করতে হবে। ব্যাখ্যায় বলা হয়, এই লক্ষ্যে এনবিআরের পুনর্গঠন জরুরি। ক্রমবর্ধমান ঐকমত্য রয়েছে যে- কোনো একক প্রতিষ্ঠান কর নীতি তৈরি এবং এটি প্রয়োগ উভয়ের জন্য দায়বদ্ধ হওয়া উচিত নয়- এই জাতীয় ব্যবস্থা আগ্রহের দ্বন্দ্বের জন্ম দেয় এবং অদক্ষতাকে উৎসাহ দেয়। বছরের পর বছর ধরেই বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করে আসছেন যে, নীতিমালাগুলো প্রায়ই ন্যায্যতা, প্রবৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার চেয়ে রাজস্ব আদায়কে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। অন্তর্বর্তী সরকারের ব্যাখ্যায় বলা হয়, দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা বেশ কিছু ইস্যু এনবিআরকে জর্জরিত করেছে।

স্বার্থের সংঘাত: নীতি নির্ধারণী ও প্রয়োগ উভয়ই এক ছাদের নিচে থাকার ফলে কর নীতির সঙ্গে আপস করা এবং ব্যাপক অনিয়মের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থায় কর আদায়ের দায়িত্বে থাকা কর্মকর্তারা কোনো জবাবদিহি কাঠামোর আওতায় পড়ে না এবং তারা প্রায়ই জনস্বার্থের সঙ্গে আপস করে কর খেলাপিদের কাছ থেকে অর্থ আদায়ে দরকষাকষি করতে সক্ষম হন। অনেক ক্ষেত্রেই কর ফাঁকিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে তাদের সহায়তা করতে নারাজ কর আদায়কারীরা। কর আদায়কারীদের কর্মক্ষমতা নিরপেক্ষভাবে পরিমাপ করার জন্য কোনো সিস্টেম এবং প্রক্রিয়া নেই এবং তাদের ক্যারিয়ারের অগ্রগতি পরিমাপযোগ্য পারফরম্যান্স সূচকগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়নি।

অদক্ষ রাজস্ব আদায়: দ্বৈত ম্যান্ডেট নীতি প্রণয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি উভয় ক্ষেত্রেই ফোকাস হ্রাস করেছে। ফলে করের আওতা সংকীর্ণ হয়ে পড়েছে এবং রাজস্ব আদায় সম্ভাবনার তুলনায় অনেক পিছিয়ে পড়েছে।

দুর্বল প্রশাসন: এনবিআর অসামঞ্জস্যপূর্ণ প্রয়োগ, দুর্বল বিনিয়োগ সহজীকরণ এবং পদ্ধতিগত সুশাসন সমস্যায় ভুগছে, যা বিনিয়োগকারীদের আস্থা নষ্ট করেছে এবং আইনের শাসনকে দুর্বল করেছে।

আমলাতান্ত্রিক জটিলতা: বিদ্যমান কাঠামো- যেখানে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রধানও এনবিআরের নেতৃত্ব দেন- বিভ্রান্তি এবং অদক্ষতা তৈরি করেছে, কার্যকর কর নীতি নকশা এবং বিতরণকে বাধাগ্রস্ত করছে।

হতাশা এবং অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা: সংস্কার প্রক্রিয়াটি অভিজ্ঞ কর ও শুল্ক কর্মকর্তাদের মধ্যে উদ্বেগ সৃষ্টি করেছে, যাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে তারা একপাশে থাকতে পারেন বা উপেক্ষা করা হতে পারে।

পুনর্গঠন কীভাবে সাহায্য করবে: নতুন কাঠামোটি একটি পরিষ্কার, আরও জবাবদিহিমূলক কাঠামোর মাধ্যমে এই দীর্ঘস্থায়ী সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

দায়িত্বের সুস্পষ্ট বিভাজন: রাজস্ব নীতি বিভাগ কর আইনের খসড়া তৈরি, হার নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক কর চুক্তি পরিচালনার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ প্রয়োগ, নিরীক্ষা এবং সম্মতি তত্ত্বাবধান করবে। এই বিভাজন নিশ্চিত করে যে, করের বাধ্যবাধকতা নির্ধারণকারী কর্মকর্তারা তাদের সংগ্রহকারীদের মতো নয়, যে কোনো ধরণের ষড়যন্ত্রের সুযোগ দূর করে।

দক্ষতা ও সুশাসনের উন্নতি: প্রতিটি বিভাগকে তার মূল ম্যান্ডেটের দিকে মনোনিবেশ করার সুযোগ দিয়ে সংস্কারটি বিশেষীকরণ বাড়াবে, স্বার্থের দ্বন্দ্ব হ্রাস করবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক অখণ্ডতা উন্নত করবে।

সম্প্রসারিত করের ভিত্তি এবং শক্তিশালী প্রত্যক্ষ কর: এই সংস্কারের ফলে কর জাল আরও প্রশস্ত হবে, পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরশীলতা কমবে এবং উপযুক্ত ভূমিকায় দক্ষ পেশাদারদের নিয়োগ দিয়ে প্রত্যক্ষ কর সংগ্রহ জোরদার হবে বলে আশা করা হচ্ছে।

উন্নততর, আরও উন্নয়নমুখী নীতি: একটি ডেডিকেটেড পলিসি ইউনিট কেবল স্বল্পমেয়াদী রাজস্ব লক্ষ্য দ্বারা চালিত প্রতিক্রিয়াশীল নীতিগুলোর পরিবর্তে প্রমাণভিত্তিক, দূরদর্শী কর কৌশলগুলো তৈরি করতে পারে।

বিনিয়োগকারীদের আস্থা বৃদ্ধি: স্বচ্ছ, অনুমানযোগ্য নীতি এবং একটি পেশাদার কর প্রশাসন বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে এবং বেসরকারি খাত থেকে অভিযোগ হ্রাস করবে বলে আশা করা হচ্ছে। চূড়ান্তভাবে, এই পুনর্গঠন কেবল একটি আমলাতান্ত্রিক রদবদল নয়- এটি একটি ন্যায্য, আরও সক্ষম কর ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। বাংলাদেশের সব নাগরিকের চাহিদা পূরণ ও আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে শক্তিশালী নীতি প্রণয়ন ও স্বচ্ছ কর প্রশাসন অত্যাবশ্যকীয় হবে। প্রসঙ্গত, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) বিলুপ্ত করে রাজস্ব খাতকে দুটি পৃথক বিভাগে ভাগ করে অধ্যাদেশ জারি করেছে সরকার। গত সোমবার রাতে রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিনের অনুমোদনের পর 'রাজস্ব নীতি ও রাজস্ব ব্যবস্থাপনা অধ্যাদেশ, ২০২৫' জারি করা হয়। এরফলে 'এনবিআর' নামে প্রতিষ্ঠানটি বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

২ জনের যাবজ্জীবন, ৯ জনের ১০

আইনে দুটি মামলা করেন। সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে ২০১৪ সালের ২৩ জুন বিচারিক আদালত হত্যা মামলার রায় ঘোষণা করেন। এরপর ডেথ রেফারেন্স এবং আসামিদের জেল আপিল ও ফৌজদারি আপিলের শুনানির জন্য মামলাটি হাইকোর্টে আসে।

মিশরের সঙ্গে ভিসা অব্যাহতি চুক্তি

ভিসা প্রদানের বিষয়টিও বিবেচনা করা হচ্ছে। রাষ্ট্রদূত এ বিষয়ে মিশরের পক্ষ থেকে সর্বাত্মক সহযোগিতার আশ্বাস দেন। বৈঠকে দুই দেশের মধ্যে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ইস্যু, পুলিশের প্রশিক্ষণ, অবৈধ অভিবাসন ও মানবপাচার প্রতিরোধ, আন্তঃদেশীয় সন্ত্রাস দমন, গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়, পারস্পরিক আইনি সহায়তা, সীমান্ত নিরাপত্তা বিষয়ে অভিজ্ঞতা বিনিময়সহ পারস্পরিক স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়। বৈঠকের শুরুতে রাষ্ট্রদূতকে স্বাগত জানিয়ে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, মিশর বাংলাদেশের ঘনিষ্ঠ বন্ধুপ্রতিম দেশ। দেশটি প্রাচীন সভ্যতা ও ইসলামি ইতিহাস-ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, আন্তঃদেশীয় অপরাধ নেটওয়ার্ক দমনের বিষয়টি পারস্পরিক নিরাপত্তা সহযোগিতার ক্ষেত্রে প্রতিফলিত হতে হবে। নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সহযোগিতা ছাড়াও দুই দেশের মধ্যে অবৈধ অভিবাসন ও মানবপাচার প্রতিরোধ এবং পারস্পরিক আইনি সহায়তা বিষয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হতে পারে। বাংলাদেশের বর্তমানে সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা হুমকি সম্পর্কে রাষ্ট্রদূত জানতে চাইলে উপদেষ্টা বলেন, বর্তমানে বাংলাদেশে বড় ধরনের কোনো নিরাপত্তা হুমকি নেই। তবে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা বাংলাদেশের নিরাপত্তার ক্ষেত্রে একটি অন্যতম প্রতিবন্ধকতা ও নিরাপত্তা উদ্বেগ। কিছু রোহিঙ্গা সীমান্তে নিরাপত্তা সমস্যা সৃষ্টি করছে। উপদেষ্টা এ সময় মিশরকে রোহিঙ্গাদের পুনর্বাসনে আর্থিক সহায়তা ও রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবাসনে নৈতিক সহায়তার আহ্বান জানান। সীমান্ত ব্যবস্থাপনা ও নিরাপত্তা বিষয়ে মিশর বাংলাদেশকে সহযোগিতা করতে পারে উল্লেখ করে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টা বলেন, মিশরের সঙ্গে ইসরায়েলের দীর্ঘ সীমান্ত রয়েছে, যা বিশ্বের অন্যতম বিরোধপূর্ণ সীমান্ত। তথাপি মিশরের সীমান্তরক্ষী বাহিনী এটি অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ব্যবস্থাপনা করে আসছে। তিনি বলেন, এ বিষয়ে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে কর্মশালা ও প্রশিক্ষণ আয়োজনের মাধ্যমে পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এটি করা গেলে বিজিবি মিয়ানমার সীমান্তে আরও দক্ষতা ও নিপুণতার সঙ্গে দায়িত্ব পালনে সক্ষম হবে মর্মে আমি মনে করি। এ সময় উপদেষ্টাকে ধন্যবাদ জানিয়ে রাষ্ট্রদূত বলেন, গত ৫০ বছর ধরে বাংলাদেশ ও মিশরের মধ্যে চমৎকার দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্ক পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও আস্থার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। রাষ্ট্রদূত বলেন, আফ্রিকা মহাদেশের সবচেয়ে সেরা পুলিশ প্রশিক্ষণ একাডেমি মিশরে অবস্থিত। মিশর বাংলাদেশকে পুলিশের প্রশিক্ষণ ও সামর্থ্য বৃদ্ধিতে সহযোগিতা করতে পারে। তাছাড়া মিশর বাংলাদেশের নিরাপত্তা খাতে সহযোগিতা করতে আগ্রহী।

বৈঠকে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব নাসিমুল গনি, জননিরাপত্তা বিভাগের যুগ্মসচিব (রাজনৈতিক-১) মু. জসীম উদ্দিন খান, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আফ্রিকা অনুবিভাগের মহাপরিচালক বি এম জামাল হোসেনসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

ঋণ নিয়ে, টাকা ছাপিয়ে বাজেট

সেটা মোটামুটি এখন সাকসেসফুল। গতকাল একটি অধ্যাদেশ হয়েছে, যেটার মাধ্যমে ৫৩ বছরের এনবিআর ভেঙে গেলো। বলা হচ্ছে কাস্টম ট্যাক্স ক্যাডারের যারা কর্মকর্তারা তারা লম্বা সময় ধরে আন্দোলন করছিলেন, তাদের মতামত উপেক্ষা করেই এ অধ্যাদেশ করা হলো। বিষয়টি সে রকম? সাংবাদিকদের এমন প্রশ্নে অর্থ উপদেষ্টা বলেন, অধ্যাদেশটা ভালো করে পড়ে দেখেন, তাদের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত আছে। পলিসি একটা ডিভিশন হবে, এটা অত্যন্ত ছোট একটা ডিভিশন। অতএব এনবিআরের দুশ্চিন্তা করার কোনো কারণ নেই। এনবিআর থাকবে, এনবিআর যেভাবে আছে কতগুলো টার্মস অব রেফারেন্স হিসেবে। তিনি বলেন, এটা ইন্টারন্যাশনাল প্র্যাকটিস পলিসি ডিভিশন আর ইমপ্লিমেশন ডিভিশন এক থাকে না। সব দেশেই আলাদা থাকে। কারণ পলিসি ডিভিশনটা প্রফেশনাল লোক দিয়ে কাজ করতে হয়ে। অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, দেশের জিডিপি এগুলো সম্পর্কে ধারণা থাকতে হয়। আর এনবিআর করবে এটা ইমপ্লিমেন্ট। এখন এনবিআর যদি পলিসিও করে, মানে যাদের কাজ কেবল আদায় করা এটা একটা কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট থাকে। আমি পলিসি করলাম, আমি আবার লোক দিয়ে আদায় করলাম। অত্যন্ত চিন্তা করে এটা করা হয়েছে। ওদের সঙ্গে যে আলাপ করিনি তা না, আমার যদি মনে করেন এনবিআরের হাজার হাজার লোকের সঙ্গে আলাপ করতে হবে, তা না। যারা মেম্বার, সদস্য ডেফিনেটলি তাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে। ওদিকে আবার প্রশাসনের লোকের কিছু মন্তব্য আছে, তাদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে।

এনবিআর বিলুপ্তির কারণ জানাল

একক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব নেওয়া উচিত নয়ড় এই ধরনের ব্যবস্থা স্বার্থের দ্বন্দ্ব তৈরি করে এবং অদক্ষতা বৃদ্ধি করে। বছরের পর বছর ধরে, বাংলাদেশের ব্যবসায়ীরা অভিযোগ করে আসছেন যে নীতিমালাগুলো প্রায়শই ন্যায্যতা, প্রবৃদ্ধি এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার চেয়ে রাজস্ব সংগ্রহকে অগ্রাধিকার দেয়। এই পুনর্গঠন কেবল একটি আমলাতান্ত্রিক রদবদল নয়। এটি একটি ন্যায্য, আরও সক্ষম কর ব্যবস্থা গড়ে তোলার দিকে একটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ। বাংলাদেশের সব নাগরিকের চাহিদা পূরণ এবং তাদের আশা বাস্তবায়নের জন্য নীতি নির্ধারণ এবং পরিচ্ছন্ন কর প্রশাসন শক্তিশালী করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

দীর্ঘদিন ধরে চলমান বেশ কিছু সমস্যা এনবিআরকে জর্জরিত করেছে, সেগুলো হলো-

নীতি নির্ধারণ এবং প্রয়োগ উভয়কেই এক ছাদের নিচে রাখার ফলে কর নীতির সঙ্গে আপস এবং ব্যাপক অনিয়মের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান ব্যবস্থায়, কর আদায়ের জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তারা কোনো জবাবদিহিতা কাঠামোর আওতায় নেই এবং প্রায়শই জনস্বার্থের সঙ্গে আপস করে কর খেলাপিদের কাছ থেকে অর্থ প্রদানের জন্য আলোচনা করতে সক্ষম হন। অনেক ক্ষেত্রে, কর আদায়কারীরা কর ফাঁকি দাতাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে এবং ব্যক্তিগত স্বার্থে তাদের তা করতে সহায়তা করতে অনিচ্ছুক। কর আদায়কারীদের কর্মক্ষমতা বস্তুনিষ্ঠভাবে পরিমাপ করার জন্য কোনো ব্যবস্থা এবং প্রক্রিয়া নেই। তাদের কর্মজীবনের অগ্রগতি পরিমাপযোগ্য কর্মক্ষমতা সূচকের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি। অদক্ষ রাজস্ব সংগ্রহ : দ্বৈত আদেশ নীতি প্রণয়ন এবং প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি উভয়ের উপরই মনোযোগ কমিয়ে দিয়েছে। ফলস্বরূপ, করের জাল সংকীর্ণ রয়ে গেছে। রাজস্ব আদায় সম্ভাবনার তুলনায় অনেক পিছিয়ে রয়েছে। দুর্বল শাসনব্যবস্থা : এনবিআর অসংগত প্রয়োগ, দুর্বল বিনিয়োগ সুবিধা এবং পদ্ধতিগত শাসন সংক্রান্ত সমস্যায় ভুগছে। যার সবকটিই বিনিয়োগকারীদের আস্থা হ্রাস করেছে। আইনের শাসনকে দুর্বল করে দিয়েছে। আমলাতান্ত্রিক ওভারল্যাপ : বিদ্যমান কাঠামোড়যেখানে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগের প্রধানও এনবিআরের নেতৃত্ব দেন- বিভ্রান্তি এবং অদক্ষতা তৈরি করেছে, কার্যকর কর নীতি নকশা এবং প্রদানকে ব্যাহত করেছে। নৈতিকতা হ্রাস এবং অভ্যন্তরীণ উত্তেজনা : সংস্কার প্রক্রিয়া অভিজ্ঞ কর ও শুল্ক কর্মকর্তাদের মধ্যে উদ্বেগের সৃষ্টি করেছে। যাদের মধ্যে কেউ কেউ মনে করেন যে, তাদের পাশে রাখা হতে পারে বা উপেক্ষা করা হতে পারে। পুনর্গঠন কীভাবে সাহায্য করবে? : নতুন কাঠামোটি একটি পরিষ্কার, আরও জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে এই দীর্ঘস্থায়ী এ সমস্যাগুলো মোকাবিলা করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে। যেমনড় দায়িত্বের স্পষ্ট পৃথকীকরণ : রাজস্ব নীতি বিভাগ কর আইন প্রণয়ন, হার নির্ধারণ এবং আন্তর্জাতিক কর চুক্তি পরিচালনার জন্য দায়ী থাকবে। রাজস্ব ব্যবস্থাপনা বিভাগ প্রয়োগ, নিরীক্ষা এবং সম্মতি তত্ত্বাবধান করবে। এই পৃথকীকরণ নিশ্চিত করে যে, কর নীতি প্রণয়নকারী কর্মকর্তারা কর আদায়কারীদের মতো নন, যা যেকোনো ধরনের যোগসাজশের সুযোগ দূর করে। উন্নত দক্ষতা এবং শাসনব্যবস্থা : প্রতিটি বিভাগকে তার মূল আদেশের ওপর মনোনিবেশ করার অনুমতি দিয়ে সংস্কারটি বিশেষীকরণ বৃদ্ধি করবে, স্বার্থের দ্বন্দ্ব হ্রাস করবে এবং প্রাতিষ্ঠানিক অখণ্ডতা উন্নত করবে। সম্প্রসারিত কর ভিত্তি এবং শক্তিশালী প্রত্যক্ষ কর ব্যবস্থা : এ সংস্কার করের জাল সম্প্রসারণ করবে। পরোক্ষ করের ওপর নির্ভরতা হ্রাস করবে এবং দক্ষ পেশাদারদের উপযুক্ত ভূমিকায় নিয়োগ করে প্রত্যক্ষ কর আদায়কে শক্তিশালী করবে বলে আশা করা হচ্ছে। উন্নত, আরও উন্নয়নমুখী নীতি : একটি নিবেদিতপ্রাণ নীতি ইউনিট কেবলমাত্র স্বল্পমেয়াদি রাজস্ব লক্ষ্য দ্বারা পরিচালিত প্রতিক্রিয়াশীল নীতির পরিবর্তে প্রমাণ-ভিত্তিক, ভবিষ্যতমুখী কর কৌশল তৈরি করতে পারে। বৃহত্তর বিনিয়োগকারীদের আস্থা : স্বচ্ছ, পূর্বাভাসযোগ্য নীতি এবং একটি পেশাদার কর প্রশাসন বিনিয়োগ আকর্ষণ করবে এবং বেসরকারি খাত থেকে অভিযোগ কমাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

হাইকোর্টের রায়ে রাজনৈতিক দলের

আবেদন গ্রহণ করেন আপিল বিভাগ। আদালতে আবেদনের শুনানিতে ছিলেন আইনজীবী মোহাম্মদ শিশির মনির। পরে আইনজীবী জানান, 'ডিসমিস ফর ডিফল্ট' হিসেবে খারিজ হওয়া আপিলটি পুনরুজ্জীবিত (রিস্টোর) করতে আবেদন করেছিলাম। পরে গত ২২ অক্টোবর সে আবেদনের শুনানি নিয়ে রাজনৈতিক দল হিসেবে জামায়াতে ইসলামীর বাতিল হওয়া নিবন্ধন ফিরে পেতে খারিজ হওয়া আপিল পুনরুজ্জীবিত করার আদেশ দেন সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ। এর ফলে নিবন্ধন ও দলীয় প্রতীক দাঁড়িপাল্লা ফিরে পেতে জামায়াতের আইনি লড়াইয়ের পথ নতুন করে উন্মোচিত হলো বলে জানিয়েছিলেন আইনজীবীরা। প্রধান বিচারপতি ড. সৈয়দ রেফাত আহমেদের নেতৃত্বাধীন চার বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন।

বেপজা অর্থনৈতিক অঞ্চলে

পোশাকের বাইরে নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সৌর প্যানেলের জন্য কাঁচামাল উৎপাদনের মতো খাতে বৈচিত্র্য আনার জন্য চীনা বিনিয়োগ সমৃদ্ধ হবে বলের আশা করছেন জিয়াউর রহমান। গত বছরের আগস্টে গণঅভ্যুত্থান এবং ক্ষমতার পরিবর্তনের পর বাংলাদেশের বর্তমান আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করে বেপজা প্রধান বলেন, সরকারের কঠোর পদক্ষেপ ও উদ্যোগের কারণে পরিস্থিতি এখন সন্তোষজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে এবং বিভিন্ন দেশের বিনিয়োগকারীরা এখন এখানে বিনিয়োগ করতে আসছেন। তিনি আরো বলেন, চীন এবং কোরিয়ার অনেক বিনিয়োগকারী ইতোমধ্যেই ইপিজেডে বিনিয়োগ করেছেন। আমরা এখন ইউরোপীয় দেশগুলো এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকেও বিনিয়োগ খুঁজছি। দেশের ভাবমূর্তি উন্নত হওয়ার কারণে ইউরোপীয় এবং অন্যান্য দেশগুলোও এখানে তাদের বিনিয়োগ বৃদ্ধি করবে বলে আমি মনে করি । রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চলের মতো শিল্প অঞ্চল তৈরি, উন্নয়ন, পরিচালনা এবং ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি বাংলাদেশে বিনিয়োগ প্রচারের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত একটি সরকারি সংস্থা বেপজা। গত চার দশক ধরে বেপজা তার নয়টি অঞ্চলে ৩৮টি দেশের বিনিয়োগ আকর্ষণের একটি উল্লেখযোগ্য রেকর্ড স্থাপন করেছে। যা ধারাবাহিকভাবে দেশের বার্ষিক রপ্তানির ১৮-২০ শতাংশ উৎপাদন করে। নয়টি অঞ্চল হল চট্টগ্রাম ইপিজেড, ঢাকা ইপিজেড, মংলা ইপিজেড, উত্তরা ইপিজেড, ঈশ্বরদী ইপিজেড, কুমিল্লা ইপিজেড, আদমজী ইপিজেড, কর্ণফুলী ইপিজেড এবং বেপজা ইজিজেড। মাস্টার প্ল্যান অনুসারে এনএসইজেডে বেপজার এই অর্থনৈতিক অঞ্চলটি ১ হাজার ১৩৮ দশমিক ৫৫ একর জমিতে প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ৫৩৯টি শিল্প প্লট রয়েছে।

সড়ক ও জনপথের প্রকল্প পরিচালকের বিরুদ্ধে দুদকের মামলা

স্টাফ রিপোর্টার : সড়ক ও জনপথ বিভাগের কক্সবাজার জোনের মাতারবাড়ি আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কোল ফায়ার্ড পাওয়ার প্রজেক্টের প্রকল্প পরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলমের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গতকাল মঙ্গলবার দুদকের সহকারী পরিচালক এস এম রাশেদুল হাসান বাদী হয়ে সমন্বিত জেলা কার্যালয়, ঢাকা-১ এ মামলাটি দায়ের করেন। মামলার এজাহারে বলা হয়, সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রকল্প পরিচালক মো. জাহাঙ্গীর আলমের বাড়ি ফেনী সদর উপজেলার জাহানপুর গ্রামে। তিনি অসাধু উপায়ে জ্ঞাত আয়ের সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ ২৭ কোটি ৭ লাখ ১১ হাজার ৪৫৪ টাকার সম্পদ অর্জন করেন। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ৯৪টি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ১২৭ কোটি ৩৫ লাখ ১৩ হাজার ২২৬ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করে সম্পদের অবৈধ উৎস গোপন বা আড়ালের চেষ্টা করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। এসব অভিযোগে তার বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করা হয়েছে।

সিলেটে ৪ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত

স্টাফ রিপোর্টার : সিলেটে আবারও ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ছে। ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে চার জনের শরীরে ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। এ ছাড়াও বর্তমানে বিভিন্ন হাসপাতালে ছয় জন চিকিৎসাধীন। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে স্বাস্থ্য অধিদফতরের সিলেট বিভাগীয় কার্যালয় থেকে পাঠানো এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, সর্বশেষ ২৪ ঘণ্টায় সিলেট বিভাগে চার জনের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে। এ ছাড়া বর্তমানে হবিগঞ্জের লাখায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চার জন, জালালাবাদ রাগীব রাবেয়া মেডিকেল হাসপাতালে একজন এবং সিলেটের নর্থ-ইস্ট মেডিকেল হাসপাতালে একজন চিকিৎসাধীন রয়েছেন। প্রতিবেদনে আরও উল্লেখ করা হয়, সিলেট বিভাগে চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে গতকাল মঙ্গলবার পর্যন্ত ১৪ জন ডেঙ্গু রোগী শনাক্ত হয়েছে। এর মধ্যে সিলেটে পাঁচ জন, সুনামগঞ্জে একজন, মৌলভীবাজারে তিন জন এবং হবিগঞ্জে পাঁচ জনের ডেঙ্গু শনাক্ত হয়েছে।

এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে ধর্ষণের মামলায় সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু

স্টাফ রিপোর্টার : সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রবাসে স্বামীকে আটকে রেখে গৃহবধূকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, চাঁদাবাজি ও ছিনতাইয়ের দুটি মামলার বিচার কার্যক্রম অবশেষে শুরু হয়েছে। সিলেট বিভাগীয় দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে এ মামলার সাক্ষ্যগ্রহণ শুরু হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে সব আসামির উপস্থিতিতে সুনামগঞ্জের হৃদয় পারভেজ নামে এক সাক্ষীর সাক্ষ্যগ্রহণ শেষে বিচারক স্বপন কুমার দাস পরবর্তী সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য আগামী ১৯ মে দিন ধার্য করেন। এর আগে উচ্চ আদালতের আদেশের পর মামলার নথিপত্র দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে আসার পর গতকাল মঙ্গলবার আদালতে শুনানি অনুষ্ঠিত হয়। এসব তথ্য নিশ্চিত করেন সিলেট দ্রুত বিচার ট্রাইবুন্যালের পাবলিক প্রসিকিউটর (পিপি) আবুল হোসেন। তিনি জানান, সব আসামির উপস্থিতি হৃদয় নামের একজনের সাক্ষ্যগ্রহণ করেছেন আদালত। জানা গেছে, এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে সংঘবদ্ধ ধর্ষণ, চাঁদাবাজি ও ছিনতাইয়ের মামলার নথিপত্র রোববার দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের কর্মকর্তা গ্রহণ করেন। এর আগে গত ১৭ মার্চ সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে স্থানান্তরে হাইকোর্টের আদেশ বহাল রেখেছেন আপিল বিভাগ। দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে মামলা বদলি করতে হাইকোর্টের নির্দেশের বিরুদ্ধে আবেদন প্রত্যাহার করে নিয়েছে রাষ্ট্রপক্ষ। ফলে সিলেটের এমসি কলেজ ছাত্রাবাসে ২০২০ সালে এক তরুণীকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের মামলায় দুই অভিযোগের বিচার চলবে দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে। হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় গত ১৭ মার্চ সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি মো. আশফাকুল ইসলামের নেতৃত্বাধীন আপিল বিভাগ খারিজ করে এ আদেশ দেন। আদালত সূত্র জানায়, ২০২৩ সালের জুন মাসে তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে দুই মামলা দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালের বদলি করতে হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে লিভ টু আপিল দায়ের করা হয়। ওই সময় অ্যাটর্নি জেনারেলের অফিস থেকে আসামিদের রক্ষায় এমন পদক্ষেপ গ্রহণের অভিযোগ উঠলে সরকারের আইন মন্ত্রণালয় কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় বছরের পর বছর পেরিয়ে গেলেও কার্যত বিচারের কোনো অগ্রগতি হয়নি।

তুঙ্গে শরবতের ব্যবসা

দিনে দেড়-দুইশ গ্লাস বিক্রি করতাম। এখন ৮০০ গ্লাসেও চাহিদা মেটে না। লেবু, ট্যাং, বিট লবণ মিশিয়ে একেকটা শরবত বিক্রি করছি ১০ থেকে ২০ টাকায়। জিরানোর সময়ও পাচ্ছি না। বিভিন্ন আইটেমের শরবত বিক্রেতা ইমরান শেখ বলেন, প্রতিদিন শুধু শরবতই বিক্রি করছি ৮-১০ হাজার টাকার। ১০ টাকা থেকে শুরু করে ৬০ টাকা প্রতি গ্লাস শরবত বিক্রি করছি। শহরের মাঠা বিক্রেতা রায়হান মোল্লা জানান, গত সপ্তাহেও যেখানে দিনে ৩০ লিটার মাঠা বিক্রি করতাম, এখন বিক্রি হচ্ছে ৮০-৯০ লিটার। আয়ও বেড়ে গেছে তিনগুণ। আখের রস বিক্রেতারাও একই অভিজ্ঞতা জানাচ্ছেন। বিভিন্ন ধরনের ফলের রসও বিক্রি হচ্ছে ১০ থেকে ৩০ টাকার মধ্যে। এদিকে শরবতের ক্রেতারা জানাচ্ছেন, গরমে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছে, রাস্তায় বের হলেই ঘাম ঝরছে। তাই তৃষ্ণা মেটাতে শরবতই ভরসা।

সরকারি কলেজের শিক্ষার্থী তাহসিন আহমেদ বলেন, কলেজ শেষে শরীর একেবারে শুকিয়ে যায়। লেবুর শরবত শরীরে এক ধরনের প্রশান্তি এনে দেয়। ভ্যানচালক লিয়াকত আলী বলেন, এই গরমে ভ্যান চালানো কঠিন। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়। ঠান্ডা শরবত খেলে প্রাণ ফিরে পাই। চুয়াডাঙ্গা আবহাওয়া অফিস সূত্র জানিয়েছে, চলমান তাপপ্রবাহ আরও কয়েকদিন অব্যাহত থাকতে পারে। তবে আজ ১৩ মের পর থেকে যেকোনো দিন বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক ডা. আওলিয়ার রহমান বলেন, তাপপ্রবাহে হিট স্ট্রোকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। বেশি করে পানি ও ফলমূল খাওয়ার পাশাপাশি ছায়াযুক্ত স্থানে থাকা, ঢিলেঢালা সুতির পোশাক পরা এবং বাইরে বের হলে ছাতা বা টুপি ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এছাড়া ঠান্ডা শরবত খাওয়ার সময় নিয়ম মেনে খাওয়া উচিত। না হলে হঠাৎ ঠান্ডা পানীয়তে আরও শারীরিক সমস্যা দেখা দিতে পারে। চুয়াডাঙ্গার ভারপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন ডা. আওয়ালিয়ার রহমান বলেন, গ্রীষ্মকালে রাস্তাঘাটে বিক্রি হওয়া নানা ধরনের শরবত তৃষ্ণা মেটালেও এসব শরবতের মান নিয়ে প্রশ্ন থেকেই যায়। খোলা পরিবেশে তৈরি ও সংরক্ষিত হওয়ায় এতে সহজেই ধুলাবালি, ব্যাকটেরিয়া এবং অন্যান্য রোগজীবাণু মিশে যেতে পারে। অনেক সময় ব্যবহৃত পানি বিশুদ্ধ না হওয়ায় টাইফয়েড, হেপাটাইটিস-এ, আমাশয়সহ পেটের নানা রোগের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তাই এই শরবত পানে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। পরিষ্কার ও বিশুদ্ধ পানি দিয়ে শরবত পান করা সবচেয়ে নিরাপদ। জেলা জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোহাম্মদ মামুনুল হাসান বলেন, শরবতের দোকানগুলো আমাদের নিয়মিত তদারকির আওতায় রয়েছে। ভোক্তার স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিতে আমাদের অভিযান চলছে। কোথাও অনিয়ম পাওয়া গেলে প্রয়োজনীয় আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

পাকিস্তান সীমান্তে উড়াচ্ছে

থেকে ওইসব বিমানবন্দর আবার চালু করে দেওয়া হয়েছিল।

পুঁজিবাজারে সূচকের পতন, কমেছে

এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৫টির। এদিন ডিএসইতে মোট ৩৪৩ কোটি ৯৩ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৩৬৪ কোটি ৯ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট। অন্যদিকে, চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জে (সিএসই) সিএসসিএক্স সূচক আগের দিনের চেয়ে ১৯.৭৭ পয়েন্ট কমে অবস্থান করছে ৮ হাজার ৩৬১ পয়েন্টে। সার্বিক সূচক সিএএসপিআই ৩৬.৯৩ পয়েন্ট কমে ১৩ হাজার ৬৮৬ পয়েন্টে, শরিয়াহ সূচক ৩.৮৯ পয়েন্ট কমে ৮৭৯ পয়েন্টে এবং সিএসই ৩০ সূচক ২৯.০৭ পয়েন্ট কমেছে ১১ হাজার ৬০৭ পয়েন্টে অবস্থান করছে। সিএসইতে মোট ২০১টি কোম্পানির শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। এর মধ্যে শেয়ার ও ইউনিটের দাম বেড়েছে ৫৫টি কোম্পানির, কমেছে ১১৩টির এবং অপরিবর্তিত আছে ৩৩টির। সিএসইতে ৭ কোটি ৬৭ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট লেনদেন হয়েছে। আগের কার্যদিবসে লেনদেন হয়েছিল ৭ কোটি ২৯ লাখ টাকার শেয়ার ও ইউনিট।

স্বামীসহ সাবেক সংসদ সদস্য মীরার

উৎস গোপন বা আড়াল করার উদ্দেশ্যে এসব অর্থ রূপান্তর, স্থানান্তর ও হস্তান্তর করে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, দুর্নীতি দমন কমিশন আইন ও দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। তার বিরুদ্ধে মামলাটি দায়ের করেন দুদকের উপ-পরিচালক রেজাউল করিম। অপরদিকে, সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দা রুবিনা আক্তার মীরার স্বামী মো. মোশাররফ হোসাইন সরদার স্ত্রীর সহায়তায় ও তার ক্ষমতার অপব্যবহার করে এক কোটি ২৬ লাখ ৪৮ হাজার ৫০৮ টাকার জ্ঞাত আয়বহির্ভূত সম্পদ অর্জন করেছেন। এছাড়াও তার নিজ নামের তিনটি ব্যাংক হিসাবের মাধ্যমে ৩৬ কোটি ৭৪ লাখ ৩৬ হাজার ৭৭২ টাকার সন্দেহজনক লেনদেন করে সম্পদের অবৈধ উৎসের তথ্য গোপনের চেষ্টা করে শাস্তিযোগ্য অপরাধ করেছেন। এসব অভিযোগে মো. মোশাররফ হোসাইন সরদার ও তার স্ত্রী সাবেক সংসদ সদস্য সৈয়দা রুবিনা আক্তার মীরাকে আসামি করে আরেকটি মামলা দায়ের করেছেন দুদকের সহকারী পরিচালক মো. আনোয়ার হোসেন।

সবাই মিলে রাষ্ট্র কাঠামো পুনর্গঠন

মণ্ডলীর সদস্য অধ্যাপিকা এ এন রাশেদা, কাজী সাজ্জাদ জহির চন্দন, অনিরুদ্ধ দাশ অঞ্জন এবং সহকারী সাধারণ সম্পাদক মিহির ঘোষসহ ১১ সদস্যের প্রতিনিধিদল অংশগ্রহণ করেন। রাষ্ট্র সংস্কারের লক্ষ্যে অন্তর্বর্তী সরকার যে ১১টি কমিশন গঠন করেছে, তার মধ্যে সংবিধান সংস্কার কমিশন, জনপ্রশাসন সংস্কার কমিশন, নির্বাচন ব্যবস্থা সংস্কার কমিশন, বিচার বিভাগ সংস্কার কমিশন ও দুর্নীতি দমন কমিশন সংস্কার কমিশনের গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশগুলো নিয়ে রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সংলাপ করছে ঐকমত্য কমিশন। গত ২৩ মার্চ সিপিবি ঐকমত্য কমিশনে সংস্কার বিষয়ক তাদের প্রস্তাবনা জমা দেয়। সেই প্রেক্ষিতে দলটির সঙ্গে আজ আলোচনায় বসে কমিশন? এরইমধ্যে সিপিবিসহ ৩২টি রাজনৈতিক দল কমিশনের সঙ্গে প্রথম পর্যায়ের আলোচনায় অংশ নিয়েছে।

আরোও কয়েকটি দলের রাজনীতি

সাংস্কৃতিক) নিষিদ্ধ ঘোষণা করা। আ.লীগের কার্যক্রম নিষিদ্ধ এবং স্থগিত করায় সরকারকে স্বাগত জানিয়ে সংবাদ সম্মেলনে জুলাই ঐক্য প্ল্যাটফর্মের অন্যতম সংগঠক মুসাদ্দিক আলী ইবনে মুহাম্মদ বলেন, ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগের সব কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে গেজেট প্রকাশ এবং নির্বাচন কমিশন থেকে দলটির নিবন্ধন স্থগিত করার মাধ্যমে অন্তর্বর্তী সরকার আমাদের দাবি পূরণে একটি প্রাথমিক পদক্ষেপ নিয়েছে। স্পষ্ট করে বলতে চাই, ছাত্র-জনতার মূল দাবি ছিল আ.লীগকে দল হিসেবে চূড়ান্তভাবে নিষিদ্ধ করা এবং তাদের নিবন্ধন সম্পূর্ণ বাতিল করা। সাময়িক স্থগিতাদেশ সেই দাবির পূর্ণ প্রতিফলন নয় বলে আমরা মনে করি। এ সময় তারা আ.লীগের সহযোগী সংগঠন জাতীয় পার্টিসহ ১৪ দলের রাজনীতি নিষিদ্ধ ও নিবন্ধন বাতিলের দাবি জানিয়ে তিনি বলেন, ১৪ দল এবং জাতীয় পার্টি বিগত সাড়ে ১৫ বছরের আওয়ামী লীগের দুঃশাসনের মূল সহযাত্রী হিসেবে কাজ করেছে। এই রাজনৈতিক শক্তিগুলোও দায়মুক্তি পেতে পারে না। আমরা এসব দলের নিবন্ধন বাতিল ও নিষিদ্ধকরণ এবং বিচারের আওতায় আনার আহ্বান জানাই। সংবাদ সম্মেলনে কঠোর কর্মসূচির হুমকি দিয়ে মুসাদ্দিক বলেন, অন্তর্বর্তী সরকারের দেওয়া ওয়াদার ভিত্তিতে জুলাই বিপ্লবের ঘোষণাপত্র ৩০ কর্মদিবসের মধ্যে দিতে হবে। না হলে ছাত্র-জনতাকে সঙ্গে নিয়ে কঠোর কর্মসূচির মাধ্যমে সব দাবি আদায়ে এগিয়ে যাবে জুলাই ঐক্য।

পুশইন বন্ধে দিল্লিকে চিঠি দিয়েছে

এর ব্যত্যয় হলে দুই দেশের বোঝাপড়ার মধ্যে বিঘ্ন সৃষ্টি করবে। বলপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের বাংলাদেশের পরিবর্তে তাদের আদি নিবাস মিয়ানমারেই ভারতের ফেরত পাঠানো উচিত। কোনোভাবে ভারতীয় নাগরিকদের জোর করে বাংলাদেশে পুশইন করাটা উচিত হবে না। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তে শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে এ ধরনের পুশইন অগ্রহণযোগ্য এবং তা পরিহার করা উচিত বলেও চিঠিতে উল্লেখ করা হয়। এর আগে, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা ও প্রধান উপদেষ্টার রোহিঙ্গাবিষয়ক হাই রিপ্রেজেন্টেটিভ খলিলুর রহমান জানান, ভারত থেকে এভাবে পুশইন করা সঠিক প্রক্রিয়া নয়। সে দেশে কোনো বাংলাদেশি থাকলে তাদের ফরমাল চ্যানেলে পাঠাতে হবে। গত ৭ মে খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা ও পানছড়ি সীমান্ত দিয়ে ৬৬ জন ভারতীয় নাগরিক এবং কুড়িগ্রাম সীমান্ত দিয়ে আরও ৩৬ জন রোহিঙ্গাকে পুশইন করা হয়। ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ) ৯ মে ভোরে সাতক্ষীরার শ্যামনগর উপজেলার পশ্চিম সুন্দরবনের মান্দারবাড়িয়া চরে ৭৮ জনকে রেখে যায়।

অকার্যকর ‘ট্র্যাপার’ বাড়ছে ভোগান্তি

রমনা থানার সামনের সড়কে ‘রিকশা ট্র্যাপার’ বসানো হয়। পরে আরও কয়েকটি এলাকায় এটি বসানো হয়। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, রাজধানীতে বর্তমানে পাঁচ লাখেরও বেশি অটোরিকশা চলাচল করছে। প্যাডেল রিকশাসহ এ সংখ্যা প্রায় ১০ লাখ। ঢাকায় গত কয়েক বছরে ব্যাটারিচালিত রিকশার সংখ্যা বেড়েছে। আগে বেশির ভাগ রিকশাই অলিগলিতে চলত। তবে গত বছরের শেষের দিক থেকে এসব রিকশা মূল সড়কে উঠে এসেছে। ফলে রাজধানীর সড়কে ‘রিকশার বিস্ফোরণ’ হয়েছেভ এমন মন্তব্যও করেছেন কেউ কেউ। এসব রিকশার কারণে একদিকে যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে, অন্যদিকে ব্যক্তিগত যানবাহন ও গণপরিবহন চলাচলে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। আরও জানা যায়, অটোরিকশা শুধু রাজধানীর সড়কগুলোর জন্য বিষফোঁড়া হয়ে দাঁড়ায়নি, জাতীয় স্বার্থকেও ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে। কারণ, লাখ লাখ রিকশার ব্যাটারি চার্জ করতে গ্রাহক পর্যায়ের বিদ্যুৎ ব্যবহার হচ্ছে। এতে চাহিদার সময় বিদ্যুতের ওপর চাপ বাড়ছে, যা বিভিন্ন সময় লোডশেডিংয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে। রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় সরেজমিনে দেখা যায়, বেপরোয়াভাবে চলাচল করছে রিকশা-অটোরিকশা। মূল সড়কে যত্রতত্র দাঁড়িয়ে যাত্রী ওঠা-নামা করছে। এসব রিকশা নিয়ন্ত্রণে হিমশিম খেতে হচ্ছে ট্রাফিক পুলিশকেও। ফলে ব্যাহত হচ্ছে সড়কের শৃঙ্খলা, বাড়ছে যানজট। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ব্যাটারিচালিত অটোরিকশা অবৈধ। সুতরাং এগুলো রাজধানীতে কেন চলবে, এটাই সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। তাহলে এ ট্র্যাপার বসিয়ে অবৈধ রিকশাগুলোকে কি বৈধতা দিচ্ছে প্রশাসন? লাখ লাখ অটোরিকশা ঢাকা শহরে, এগুলোর চলাচল কি এ ট্র্যাপার দিয়ে আটকানো যাবে? এসব পদক্ষেপ মূলত লোক দেখানো, এতে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হচ্ছে। তারা আরও বলছেন, একদিকে এসব ট্র্যাপারের কোনো কার্যকারিতা নেই, অন্যদিকে প্রাইভেটকারসহ বিভিন্ন যানবাহন ট্র্যাপারের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ব্যক্তিগত যানবাহন যে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তার দায় কে নেবে? ট্র্যাপারের মাধ্যমে রাজধানীতে ব্যাঙের ছাতার মতো ছড়িয়ে পড়া অটোরিকশা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব। এটির পেছনে প্রশাসনের অযথা অর্থ নষ্ট হচ্ছে এবং কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। অনেকাংশে এ ট্র্যাপার বসানোর ফলে রাজধানীর বিভিন্ন সড়কে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে। একটি রিকশা বা অন্য কোনো যানবাহন ট্র্যাপারে আটকে গেলে সেখানে ২০ থেকে ২৫ মিনিটের যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। এ যানজট ওই নির্দিষ্ট রাস্তা থেকে অন্য রাস্তায়ও ছড়িয়ে পড়ছে। তাহলে এটা দিয়ে লাভ হলো কী? ‘সড়কে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে রিকশার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়’ বলে মত দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। তারা বলছেন, এগুলোকে রেজিস্ট্রেশন দিয়ে একটা ব্যবস্থাপনার মধ্যে আনতে হবে। এরপর আইন ভঙ্গ করলে ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে অটোরিকশার উৎপাত কমানো সম্ভব। এ বিষয়ে বুয়েটের যন্ত্রকৌশল বিভাগের অধ্যাপক ড. মো. এহসান বলেন, ‘ট্র্যাপারের কারণে অন্য যানবাহনের চলাচলে ব্যাঘাত ঘটছে। এটি দিয়ে অটোরিকশার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়। অটোরিকশাগুলোকে নিবন্ধনের আওতায় আনতে হবে। এভাবে আস্তে আস্তে একটা সিস্টেম তৈরি করে নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করতে হবে। শুধু ট্র্যাপার দিয়ে হবে না।’ গত শুক্রবার (২ মে) রাজধানীর কাকরাইল ইনস্টিটিউশন অব ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্সের পাশে ব্যাটারি গলিতে গিয়ে দেখা যায়, অধিকাংশ রিকশা স্বাচ্ছন্দ্যে যাত্রী নিয়ে ট্র্যাপার পার হয়ে যাচ্ছে। এক্ষেত্রে তাদের তেমন কোনো সমস্যা হচ্ছে না। তবে মাঝেমধ্যে দু-একটি রিকশা ট্র্যাপারে আটকে যাচ্ছে এবং টায়ার পাংচার হয়ে যাচ্ছে। এতে ওই রাস্তায় সৃষ্টি হচ্ছে স্বল্প ও দীর্ঘ সময়ের যানজট, বাড়ছে মানুষের ভোগান্তি। আরও দেখা যায়, রিকশাগুলো কোনো না কোনোভাবে পার হলেও মাঝেমধ্যে ট্র্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে প্রাইভেটকারের টায়ার। এতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানান প্রাইভেটকারের চালকেরা। এমনই এক চালক আলামিন মিয়া। বলেন, ‘আমার গাড়ির চাকা এখন নষ্ট হলো, এর দায় কে নেবে? আমি মালিককে কি জবাব দেব? রাস্তায় এসব লোহার রড বসিয়ে কি কোনো লাভ হবে? ঢাকা শহরের রাস্তা দখল করে নিয়েছে অটোরিকশা। তাদের জন্য রাস্তায় গাড়ি চালানো দায় হয়ে পড়েছে। এসব লোক দেখানো ব্যবস্থা (ট্র্যাপার) তো কোনো কাজে আসছে না, উল্টো আমরা গাড়িচালকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি। রাজধানীর রমনা এলাকায় বসানো কয়েকটি ট্র্যাপারও রিকশাচালকদের পার হয়ে যেতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে চালকদের কিছুটা কষ্ট হলেও রিকশা আটকানো যাচ্ছে না। এ বিষয়ে রমনা এলাকার রিকশাচালক মহিবুল মিয়া বলেন, ‘আমরা পেটের দায়ে রিকশা চালাই। এখন রাস্তার অনেক জায়গায় লোহার খাঁচা বসাইছে। মাঝেমধ্যে টায়ার পাংচার হইয়া যায় ঠিকই কিন্তু কী করব, যাত্রী নিয়ে তো যাইতেই হয়। তবে এই লোহার খাঁচাতে আমাদের তেমন সমস্যা হয় না।’ এদিকে, বিভিন্ন জায়গায় বসানো ‘অকার্যকর’ ট্র্যাপার নিয়ে ট্রাফিক পুলিশের মাঠ পর্যায়ের সদস্যরা ক্ষুব্ধ। তারা বলছেন, ট্র্যাপার কোনো কাজেই আসছে না। ঢাকা শহরে লাখ লাখ রিকশা, মূল সড়কের ৫০ শতাংশ জায়গা রিকশাচালকরা দখল করে রাখে। এসব ট্র্যাপার দিয়ে এ সমস্যা কোনোভাবেই সমাধান করা যাবে না। এগুলোর কারণে মাঠপর্যায়ে কাজ করতে আরও সমস্যা হচ্ছে। এ বিষয়ে নাম প্রকাশ না করার শর্তে ডিএমপির ট্রাফিক বিভাগের মাঠপর্যায়ের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘ট্র্যাপার একটি অহেতুক জিনিস, এটার কোনো কার্যকারিতা নেই। এটির কারণে রাস্তায় আরও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে। যে উদ্দেশ্যে এগুলো বসানো হচ্ছে, সে উদ্দেশ্য এর মাধ্যমে কখনোই পূরণ করা সম্ভব নয়। অটোরিকশা অবৈধ। এগুলো যাতে রাস্তায় চলতে না পারে সেজন্য শুধু ট্রাফিক বিভাগকে নয়, সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। তা না হলে ঢাকার রাস্তায় ট্রাফিক ব্যবস্থার অবনতি দিনদিন বাড়বে।’ তবে ট্র্যাপার বসানো এবং এর কার্যকারিতা নিয়ে মাঠপর্যায়ের ট্রাফিক বিভাগের কর্মকর্তারা আনুষ্ঠানিকভাবে বক্তব্য দিতে রাজি হননি। তারা বিষয়টি নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলার অনুরোধ জানান। তবে বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, ট্র্যাপার নিয়ে ক্ষুব্ধ মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তারা আশাবাদী নন। তারা এর কোনো কার্যকারিতা দেখতে পারছেন না। এ বিষয়ে কথা বলতে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ট্রাফিক) মো. সরওয়ারের সঙ্গে মোবাইল ফোনে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হয়। কিন্তু তিনি কল রিসিভ করেননি। পরে তাকে খুদে বার্তা পাঠিয়ে তথ্য জানতে চাওয়া হয়। দুদিনেও তিনি কোনও জবাব দেননি।

বিমানবন্দরে আটকে দেওয়া হলো

তাদের সিদ্ধান্ত জানানোর পর তারা বাড়িতে চলে এসেছে। তাদের সঙ্গে কোনো খারাপ ব্যবহার করা হয়নি। যথাযথ অনুমতি নিয়েই আমার পরিবারের সদস্যরা ব্যাংকক যাবে। উল্লেখ্য, শেখ শাইরা শারমিন শেখ মুজিবুর রহমানের ভাতিজা শেখ হেলাল উদ্দীনের মেয়ে এবং সাবেক সংসদ সদস্য (এমপি) শেখ তন্ময়ের বোন। শেখ হেলাল অনেক আগেই দেশ ছেড়েছেন।

বাংলাদেশকে সুখবর দিয়েছে

ডলার ছাড় হচ্ছে। এ বিষয়ে আজ বুধবার (১৪ মে) বাংলাদেশ ব্যাংকের সদর দপ্তরে একটি আনুষ্ঠানিক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছে। সেখানেই আইএমএফ-এর সঙ্গে ঋণ ছাড় সংক্রান্ত চূড়ান্ত সমঝোতার ঘোষণা আসবে বলে জানা গেছে। প্রবাসে অবস্থানরত গভর্নর আহসান এইচ মনসুর দুবাই থেকে ভার্চুয়ালি ওই সংবাদ সম্মেলনে যুক্ত হবেন বলে কেন্দ্রীয় ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে। বিশ্লেষকরা মনে করছেন, এ ঋণ ছাড় বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। পাশাপাশি বিনিয়োগকারী ও আন্তর্জাতিক উন্নয়ন অংশীদারদের আস্থাও বাড়াবে। উল্লেখ্য, ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে আইএমএফ বাংলাদেশের জন্য তিন বছরের ঋণ কর্মসূচি অনুমোদন করে। যার আওতায় এখন পর্যন্ত দুটি কিস্তি ছাড় হয়েছে। আসন্ন এই তৃতীয় কিস্তির মাধ্যমে মোট ছাড়কৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৩ দশমিক ৩ বিলিয়ন ডলার।

অন্তর্বর্তী সরকার মানেই দুর্বল, এদের

গুরুত্বপূর্ণ। ৫৪টা নদী ভারত হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। প্রত্যেকটার ওপরে অগণিত বাঁধ দেওয়া হয়েছে। যার ফলে আমাদের পানির নাব্যতা কমে গিয়েছে। পানি ছাড়া বাংলাদেশের নদীমাতৃক দেশের কৃষককূলের যে করুণ অবস্থা, তা বলাই বাহুল্য। বাংলাদেশ অন্যান্য আগ্রাসনের মতো পানি আগ্রাসনের শিকার। একথাটি আমরা গত ১৬ বছর ধরে শুনি নাই যে, বাংলাদেশ পানি আগ্রাসনের শিকার। না শোনার কারণ হলো, যারা এই আগ্রাসনের হোতা, তারা এমন একটি সরকার এখানে বসিয়ে রেখেছিল, যারা বাংলাদেশের স্বার্থের কথা চিন্তা না করে প্রতিবেশীর স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। বৈঠকে আরও বক্তব্য রাখেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব অ্যাডভোকেট রুহুল কবির রিজভীসহ আরও অনেকে।

যুক্তরাষ্ট্র থেকে পণ্য আমদানি

থেকে পণ্য আমদানি বাড়ানোর মাধ্যমে বাণিজ্য ঘাটতি হ্রাস ও কৌশলগত বার্তা দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে। শুল্কমুক্ত পণ্যের তালিকায় আরও ১০০ পণ্য বর্তমানে বাংলাদেশ ১৯০টি পণ্যে শূন্য শুল্ক কার্যকর রেখেছে। নতুন করে আরও ১০০ পণ্যকে শুল্কমুক্ত তালিকায় যুক্ত করতে কাজ করছে এনবিআর। যা কার্যকর হলে আমদানি খাতে যুক্তরাষ্ট্রের অংশ উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়বে। তবে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার (ডব্লিউটিও) মোস্ট ফেভারড নেশন (এমএফএন) নীতিমালার আওতায় এসব শুল্ক ছাড় অন্য সদস্য দেশগুলোর জন্যও প্রযোজ্য হবে। সরকারের কর্মকর্তারা বলছেন, এটি কেবল বাণিজ্য ঘাটতি কমানোর কৌশল নয়, বরং আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অর্থনীতির বাস্তবতা বিবেচনায় একটি সময়োপযোগী পদক্ষেপ। এতে করে রফতানিতে শুল্ক ছাড়ের সম্ভাবনা যেমন বাড়বে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক আরও দৃঢ় হবে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য আলোচনা চূড়ান্ত পর্যায়ে গত ৭ মে যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্য প্রতিনিধি (ইউএসটিআর) জেমিসন গ্রেয়ার অন্তর্বর্তী সরকারের বাণিজ্য উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীনের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে দ্বিপক্ষীয় বাণিজ্য আলোচনার প্রস্তাব দেন। জেমিসন গ্রেয়ার চিঠিতে বাংলাদেশকে শ্রম অধিকার রক্ষা ও ডিজিটাল বাণিজ্যের ওপর অযাচিত বিধিনিষেধ না দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি জানান, ‘আমার টিম শুল্ক ও অশুল্ক বাধা হ্রাস, কৃষি ও শিল্প খাত উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বাংলাদেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করতে প্রস্তুত।’ তিনি বলেন, ‘বাংলাদেশের পক্ষ থেকে লিখিত প্রস্তাব পেলে আনুষ্ঠানিকভাবে আলোচনা শুরু করা যাবে।’ এর আগে, ৭ এপ্রিল শেখ বশিরউদ্দীন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য ঘাটতি কমাতে উদ্যোগ নেওয়ার আগ্রহ জানিয়ে একটি চিঠি পাঠান। জেনারেল মোটরস ও বোয়িংকে অগ্রাধিকার সরকার চায়, দক্ষিণ কোরিয়া বা ভারতের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্র থেকে সরাসরি পণ্য আমদানির হার বাড়াতে। উদাহরণস্বরূপ, জেনারেল মোটরস-এর গাড়ি এবং বোয়িং-এর তৈরি উড়োজাহাজ আমদানিতে যুক্তরাষ্ট্রকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে। এলএনজি ও অন্যান্য প্রযুক্তিপণ্য সরাসরি যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনার উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। অশুল্ক বাধা দূরীকরণে প্রতিশ্রুতি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে অশুল্ক বাধা কমানো এবং মার্কিন বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ তৈরির দিকেও নজর দিচ্ছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ যুক্তরাষ্ট্রের তিনটি কোম্পানির বকেয়া পরিশোধ করেছে এবং ওরাকলের পাওনা মেটাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। পাশাপাশি, অশুল্ক বাধা যেমনড় নকল সফটওয়্যার ব্যবহার, বিনিয়োগ বিধিনিষেধ, মান নির্ধারণ জটিলতা ইত্যাদি দূরীকরণেও সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ বলেও জানানো হয়েছে।

মিথ্যা গল্পে প্রতিবাদ জানালেন তাজামুল, হান্নান ও খোকন

স্টাফ রিপোর্টার : নেত্রকোনার কলমাকান্দায় কুমিল্লা লাকসামের সাবেক উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান মহাব্বত আলীর নামে আলোচিত অবৈধ সম্পদ কেলেঙ্কারিতে নিজেদের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগকে ভিত্তিহীন ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত বলে দাবি করেছেন রংছাতি ইউনিয়ন বিএনপির সাধারণ সম্পাদক তাজামুল ইসলাম সরকার (দলিল লেখক), ইউনিয়ন যুবদলের যুগ্ম আহ্বায়ক খোকন মিয়া ও আব্দুল হান্নান। গত সোমবার দুপুরে কলমাকান্দা প্রেসক্লাবে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা বলেন, একটি চক্র মনগড়া ও সাজানো গল্প বানিয়ে আমাদের জড়িয়ে একটি রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। এতে আমাদের সম্মান, সামাজিক অবস্থান ও রাজনীতিক পরিচয়কে প্রশ্নবিদ্ধ করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে। সম্প্রতি স্থানীয় ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দাবি করা হয়, সাবেক মন্ত্রী তাজুল ইসলামের শ্যালক মহাব্বত আলী কলমাকান্দার পাতলাবন, রংছাতি ও খারনই এলাকায় নামে-বেনামে প্রায় ৫০ কোটি টাকার সম্পদ গড়েছেন এবং তাকে বিদেশে পালিয়ে যেতে সহায়তা করেছেন স্থানীয় কয়েকজন প্রভাবশালী ব্যক্তি। সেই তালিকায় উঠে এসেছে তাজামুল, হান্নান ও খোকনের নাম। সংবাদ সম্মেলনে তাজামুল বলেন, আমি একজন দলিল লেখক। পেশাগত দায়িত্ব হিসেবে তিনটি জমির দলিল লিখেছি মাত্র। এর বাইরে মহাব্বতের সঙ্গে আমার আর কোনও আর্থিক বা রাজনৈতিক সংশ্লিষ্টতা নেই। অভিযোগ অস্বীকার করে আব্দুল হান্নান বলেন, আমাকে চোরাকারবারি বলা হয়েছে-এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা ও মানহানিকর। এর পেছনে স্থানীয় একটি চক্রের ষড়যন্ত্র রয়েছে, যারা আমাদের রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করতে চায়। খোকন মিয়াও অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, আমাকে একান্ত সহকারী বলা হয়েছে, অথচ আমি তার সঙ্গে কোনো ব্যবসা বা সম্পদের লেনদেনে যুক্ত নই। এসব অপপ্রচার আমাদের পরিবার ও রাজনৈতিক জীবনে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে। তারা বলেন, প্রকৃতপক্ষে মহাব্বতের অবৈধ সম্পদের তদন্ত হোক-এটা তার ব্যাপার। তবে এই ইস্যুকে ঘিরে নির্দোষ ও নিরীহ মানুষদের জড়ানো এবং সামাজিকভাবে হেয় করা অত্যন্ত নিন্দনীয়। তারা সাংবাদিকদের কাছে দাবি জানান, যথাযথ তথ্য যাচাই না করে এ ধরনের বিভ্রান্তিকর খবর প্রচার না করার অনুরোধ করছি। আমরা মানহানিকর প্রচারের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ গ্রহণ করবো। এসময় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, সাবেক রংছাতি ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি হাজী ডা. আব্দুল মজিদ ও যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মো. নাজমুল ইসলাম এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মো. শফিকুল ইসলাম, শিক্ষক মো. রুহুল আমিন প্রমূখ।

শেরপুরে অধ্যক্ষ নিয়োগে ‘পঞ্চাশ লাখ টাকা লেনদেন’

স্টাফ রিপোর্টার : বগুড়ার শেরপুর উপজেলার অন্যতম বিদ্যাপীঠ টাউনক্লাব পাবলিক লাইব্রেরি মহিলা ডিগ্রি কলেজে অধ্যক্ষ নিয়োগকে ঘিরে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ উঠেছে। নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে প্রায় অর্ধ কোটি টাকার বিনিময়ে চাকরি দেওয়ার অভিযোগ আনেন কলেজের গভর্নিং বডির দুই সদস্য। তাঁরা বিষয়টি লিখিত আকারে গত ৭ মে জেলা প্রশাসক, মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের দপ্তরে দাখিল করেন। অভিযোগকারীরা হলেন, কলেজের গভর্নিং বডির বিদ্যোৎসাহী সদস্য পিয়ার হোসেন পিয়ার এবং দাতা সদস্য জাহিদুর রহমান টুলু। জানা গেছে, কলেজ কর্তৃপক্ষ গত ১০ মার্চ দৈনিক যুগান্তর ও করতোয়া পত্রিকায় অধ্যক্ষ পদের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। আবেদন করেন ১৩ জন। এরপর ৩ মে অনুষ্ঠিত হয় লিখিত পরীক্ষা, সেখানে অংশ নেন ১০ জন প্রার্থী। উত্তীর্ণ চারজনের মধ্যে সিরাজগঞ্জের সায়দাবাদের যমুনা ডিগ্রি কলেজের উপাধ্যক্ষ মো. জাকির হোসেনকে চূড়ান্তভাবে সুপারিশ করে নিয়োগ কমিটি। তবে সেই দিনই শুরু হয় গুঞ্জন। নিয়মিত সময়ের দুই ঘণ্টা পর পরীক্ষা শুরু, সংবাদকর্মীদের তথ্য নিতে কলেজে ঢুকতে না দেওয়ার ঘটনা এবং পরীক্ষার স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন ওঠে। লিখিত অভিযোগে দাবি করা হয়, নিয়োগ নির্বাচনী কমিটি গঠন ও সিদ্ধান্তের পেছনে ছিল রাজনৈতিক প্রভাব ও আর্থিক লেনদেনের ছায়া। অভিযোগে গভর্নিং বডির দুই সদস্য দাবি করেন, কলেজের সভাপতি ও বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কেএম মাহবুবার রহমান হারেজ এবং ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান প্রার্থী মো. জাকির হোসেনের কাছ থেকে প্রায় ৫০ লাখ টাকা গ্রহণ করে তাকে নিয়োগে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। এছাড়া অভিযোগকারীদের মতে, গভর্নিং বডির প্রকৃত সদস্যদের বাদ দিয়ে ঘনিষ্ঠদের নিয়ে গোপনে কমিটি গঠন করা হয়, যাতে আপত্তিকর ও অনিয়মতান্ত্রিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সহজ হয়। চূড়ান্তভাবে সুপারিশপ্রাপ্ত প্রার্থী মো. জাকির হোসেনের বিরুদ্ধেও রয়েছে বিতর্ক। তার বর্তমান কর্মস্থল যমুনা ডিগ্রি কলেজে ফান্ড তছরুপ, দলীয় প্রভাব খাটিয়ে অধ্যক্ষ পদ বাগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা এবং নৈতিকতা প্রশ্নবিদ্ধ কাজের অভিযোগ গণমাধ্যমে উঠে এসেছে। গভর্নিং বডির সদস্য পিয়ার হোসেন পিয়ার ও জাহিদুর রহমান টুলু বলেন, “এই কলেজটি এলাকায় নারী শিক্ষার জন্য একটি অগ্রণী প্রতিষ্ঠান। অধ্যক্ষ নিয়োগ নিয়ে এত বড় অনিয়ম হলে শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ ঝুঁকিতে পড়বে। তাই আমরা বর্তমান সভাপতি ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষকে অপসারণ করে পুনরায় স্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় নিয়োগ চাচ্ছি।” অন্যদিকে, অভিযুক্ত ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ হাবিবুর রহমান বলেন, “লিখিত অভিযোগের বিষয়ে আমি কিছু জানি না। নিয়োগ বোর্ডের পাঁচ সদস্য স্বচ্ছতার ভিত্তিতে পরীক্ষা সম্পন্ন করেছেন। এখানে আমার ব্যক্তিগত দায় নেই।” কলেজের সভাপতি কেএম মাহবুবার রহমান হারেজ অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন, “নিয়োগ সম্পূর্ণ নিয়ম অনুসারে হয়েছে। আর্থিক লেনদেনের অভিযোগ ভিত্তিহীন।” এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি ও নিয়োগ বোর্ডের সদস্য সহকারী কমিশনার (শিক্ষান-বিশ) ফয়সাল মাহমুদের মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি এ বিষয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

চিরিরবন্দরে দূর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক সভা

স্টাফ রিপোর্টার : দিনাজপুর চিরিরবন্দরে দূর্ঘটনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার বেলা ১১ টায় উপজেলার ফতেজংপুর মহাবিদ্যালয়ের সভাকক্ষে দশমাইল হাইওয়ে থানা পুলিশের আয়োজনে প্রধান অতিথি হিসেবে রাখেন হাইওয়ে পুলিশ রংপুর রিজিয়ন এর পুলিশ সুপার মোহাম্মদ তারিকুল ইসলাম। দশমাইল হাইওয়ে থানার অফিসার ইনচার্জ(ওসি) মোঃ ওমর ফারুকের সভাপতিত্বে অধ্যক্ষ গহর আলম, সাংবাদিকসহ স্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ও দশমাইল হাইওয়ে থানার অফিসার ও ফোর্সবৃন্দ সভায় উপস্থিত ছিলেন।

গফরগাঁওয়ে কৃষক মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা

স্টাফ রিপোর্টার : ময়মনসিংহের গফরগাঁওয়ে ২০২৪-২৫ অর্থ বছরের তেলজাতীয় ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্পের আওতায় ‘‘তেল নিষ্কাশন যন্ত্রের ব্যবহার প্রদর্শন’’ বিষয়ে কৃষকদের নিয়ে কৃষক মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার সকালে উপজেলার গফরগাঁও ইউনিয়নের ঘাগড়া গ্রামে কৃষক মাঠ দিবস ও কারিগরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। গফরগাঁও উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত এ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন ময়মনসিংহ (খামারবাড়ি) কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ ড. মোছাঃ নাছরিন আক্তার বানু। গফরগাঁও উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা কৃষিবিদ শাকুরা নাম্মীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন ময়মনসিংহ জেলা বীজ প্রত্যয়ন অফিসার রহিমা খাতুন। এসময় মনিটরিং অফিসার খাইরুল আমিন শোয়াব, উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাবৃন্দ, ঘাগড়া ব্লকের উপসহকারী কৃষি কর্মকর্তা শারমিন সুলতানা, স্থানীয় শতাধিক কৃষক-কৃষাণি ও গণমাধ্যমকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

কয়রায় পার্টনার প্রকল্পের উত্তম কৃষি চর্চা সার্টিফিকেশন প্রশিক্ষন

স্টাফ রিপোর্টার : খুলনার কয়রায় কৃষকদের দক্ষতা ও উৎপাদনের গুনগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পার্টনার প্রকল্পের আওতায় কৃষক পর্যায়ে দিন ব্যাপী উত্তম কৃষি চর্চা জিএপি সার্টিফিকেশস প্রশিক্ষন অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল ১০ টায় উপজেলা পরিষদ হলরুমে উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের আয়োজনে এ কৃষি প্রশিক্ষন অনুষ্ঠিত হয়। উপজেলা কৃষি অফিসার সঞ্জয় কুমার সরকারের সভাপতিত্বে প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা করেন, কৃষি অধিদপ্তর খুলনার অতিরিক্ত উপ-পরিচালক এস, এম, মিজান মাহমুদ। বিশেষ অতিথির বক্তৃতা করেন খুলনার অতিরিক্ত উপ-পরিচালক (উদ্ভিদ সংরক্ষন) সুবীর কুমার বিশ্বাস। এতে আরও বক্তৃতা করেন উপজেলা অতিরিক্ত কৃষি অফিসার তুরুন কুমার রায়, সহকারী কৃষি সম্প্রসারন অফিসার মোঃ গোলাম নবী, উপ সহকারী কৃষি অফিসার অনুতব সরকার, মাহমুদুল হাসাস, আল মাহফুজ, মিরাজ হোসেন, কৃষক মিজানুর রহমান, মহিদ হাসান, প্রমুখ। দিনব্যাপী এই প্রশিক্ষন অনুষ্ঠানে কীটনাশক ও সার ব্যবহারে নিরাপদ মানদণ্ড, পানি, মাটি ও পরিবেশবান্ধব কৃষি কৌশল ফসলের সঠিক সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও বাজারজাতকরণ শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা রক্ষা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী চাষাবাদের নীতিমালা বিষয়ে ২৫ জন কৃষকদের প্রশিক্ষন দিয়ে সার্টিফিকেট প্রদান করা হয়।

মানব পাচার প্রতিরোধে সবাইকে কাজ করতে হবে: সোনিয়া লায়লা

স্টাফ রিপোর্টার : মানব পাচার প্রতিরোধে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার সমন্বিত উদ্যোগই পারে এই ঘৃন্য অপরাধ রোধ করতে। এমন মন্তব্য করেন- কেরালকাতা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান (ভারপ্রাপ্ত) সোনিয়া লায়লা। কলারোয়া উপজেলার ৮নং কেরালকাতা ইউনিয়ন পরিষদের হলরুমে গতকাল মঙ্গলবার তারিখ সকাল সাড়ে ১০টার দিকে বেসরকারি এনজিও সংস্থা ব্র্যাকের উদ্যোগে মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির ওই সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় বক্তব্য দেন ও উপস্থিত ছিলেন-কেরালকাতা ইউনিয়ন পরিষদের সচিব শফিজুল ইসলাম, ইউপি সদস্য কহিনুর বেগম, মনোয়ারা বেগম, মুজিবর রহমান, মেশারফ হোসেন, মোস্তফা জামান, ইউনিয়ন পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক নুর হোসেন, শিক্ষক আজিজুর রহমান, উদ্যোক্তা সারমিন আক্তার, ছাত্রপ্রতিনিধি ফরাদ হোসেন, সমাজসেবক আজগার আলী, মাসুম বিল্লাহ, সাংবাদিক জুলফিকার আলী, সাতক্ষীরা ব্র্যাকের ফিল্ড অর্গানাইজার হাসান আল মামুন ও মিল্টন হুসাইন। মানব পাচার প্রতিরোধ সভায় প্রধান অতিথি ইউপি চেয়ারম্যান (ভাররপ্রাপ্ত)সোনিয়া লায়লা সম্মিলিত প্রচেষ্টার বিষয়ে জোর দিয়ে আরও বলেন যে, মানব পাচার আইনি অধিকারের বিষয়ে আমাদের আরও সজাগ থাকতে হবে, যাতে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তিরা ন্যায়বিচার পায়।

কুষ্টিয়ায় বিএনপির উপর হামলা সংঘর্ষে উত্তাল শংকরদিয়া

স্টাফ রিপোর্টার : কুষ্টিয়া সদর উপজেলার গোস্বামী দুর্গাপুর ইউনিয়নের শংকরদিয়া গ্রামে বিএনপির অভ্যন্তরীণ কোন্দল ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নিয়েছে। গত রোববার বিকেলে ইউনিয়ন বিএনপির প্যানেলের আয়োজিত সমাবেশকে কেন্দ্র করে এ সংঘর্ষ ঘটে। এতে গুরুতর আহত হন বিএনপির সাবেক সভাপতি ও সাবেক ইউপি চেয়ারম্যান ডা. আলফাজ উদ্দিন। পরবর্তীতে পাল্টা হামলায় পুড়ে যায় একটি গুদাম ও কয়েকটি বসতবাড়ি। বর্তমানে পুরো ইউনিয়নে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে। দুই পক্ষের সংঘর্ষ: কে কার পক্ষে? স্থানীয় সূত্র ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিকেলে শংকরদিয়া হাই স্কুল মাঠে একযোগে সমাবেশ আহ্বান করে বিএনপির দুটি পক্ষ। এক প্যানেলের নেতৃত্বে ছিলেন সাবেক চেয়ারম্যান আলফাজ উদ্দিন ও আহাদ আলী, যারা কুষ্টিয়া-৩ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য অধ্যক্ষ সোহরাব হোসেনের অনুসারী। অপর পক্ষের নেতৃত্বে ছিলেন বর্তমান ইউপি সদস্য মাহবুল আলম, ডা. খবির উদ্দিন ও ডা. রাজ্জাক, যারা বর্তমানে জেলা বিএনপির সদস্য সচিব জাকির হোসেন সরকারের অনুসারী। বিকেল পাঁচটার দিকে মাহবুল-খবির প্যানেল মাঠে সমাবেশ শুরু করলে হঠাৎ আলফাজ প্যানেলের কর্মীরা সংগঠিত হয়ে বাজারের ভেতর দিয়ে মাঠে প্রবেশ করে হামলা চালায়। এতে আলফাজ উদ্দিন গুরুতর আহত হন। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। প্রতিশোধ পরায়ণ হামলা ও অগ্নিসংযোগ: ঘটনার কিছু সময় পর পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। আলফাজ প্যানেলের অনুসারীরা প্রতিপক্ষ মাহবুল প্যানেলের গুদামঘর ও বসতবাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। আগুন নেভাতে গিয়ে আলমডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া সদর ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা বাধার সম্মুখীন হন। অভিযোগ রয়েছে-আলফাজ প্যানেলের কর্মীরা ফায়ার সার্ভিসের পাইপ কেটে দেয়, যাতে আগুন নেভানো সম্ভব না হয়। বিএনপি কার্যালয়ে হামলা ও প্রতিবাদ সমাবেশ: ঘটনার পরদিন গত সোমবার বিকেলে শংকরদিয়া বাজারে ইউনিয়ন বিএনপির কার্যালয়ের সামনে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সমাবেশে নেতারা অভিযোগ করেন, স্থানীয় আওয়ামী লীগপন্থী ও বর্তমানে বিএনপিতে ঢুকে পড়া ‘নব্য নেতা’রা দেশীয় অস্ত্র নিয়ে অতর্কিতে কার্যালয়ে হামলা চালান। তাদের দাবি, শংকরদিয়া গ্রামের ইউপি সদস্য ও মৎস্যজীবী লীগ নেতা মাহবুল মেম্বার, আসাননগর গ্রামের ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা হারুন, মাসুদ রানা ও যুবলীগ নেতা ‘ছোট লাল্টু’সহ আরও কয়েকজন হামলায় অংশ নেন। তাদের হাতে ধারালো অস্ত্র ছিল। আলফাজ উদ্দিনকে কুপিয়ে গুরুতর জখম করা হয়। এ সময় শহীদ রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, খালেদা জিয়া ও তারেক রহমানের ছবি ভাংচুর করা হয়। অফিসের চেয়ার, টিনের বেড়াও কুপিয়ে তছনছ করা হয়। বিএনপির অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের অভিযোগ: বিএনপি নেতারা দাবি করেন, ‘নব্য বিএনপি’ নামধারী একাংশ মূলত আওয়ামী লীগের লোক, যারা সুবিধা নিতে বিএনপিতে যোগ দিয়েছে। হামলাকারীদের কয়েকটি ছবি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যেখানে মাহাবুর মেম্বারকে শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আতাউর রহমান আতার সঙ্গে এবং নৌকা প্রতীকে প্রচার চালাতে দেখা গেছে। কেন্দ্রীয় ও জেলা নেতাদের প্রতিক্রিয়া: কুষ্টিয়া সদর উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব জাহিদুল ইসলাম বিপ্লব বলেন, “আলফাজ ডাক্তার বিএনপির দুর্দিনে সব আন্দোলনে ছিলেন সামনে। এ ধরনের হামলা মেনে নেওয়া যায় না। আমরা আইনি পদক্ষেপ নিচ্ছি।” কুষ্টিয়া জেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক, কেন্দ্রীয় বিএনপির স্থানীয় সরকার বিষয়ক সম্পাদক ও বীর মুক্তিযোদ্ধা অধ্যক্ষ সোহরাব হোসেন বলেন, “দলের মধ্যে ‘মাই ম্যান’ তৈরি করতে গিয়ে আওয়ামী দোসরদের বিএনপিতে ঢুকানো হচ্ছে-এটি অত্যন্ত ভয়াবহ প্রবণতা। এ ঘটনায় যারা জড়িত, আমরা তাদের বিরুদ্ধে কঠোর আইনগত ব্যবস্থা নেব।” প্রশাসনের বক্তব্য ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা: ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) শেখ মেহেদী হাসান বলেন, “প্রাথমিক তদন্তে দেখা যাচ্ছে, রাজনৈতিক আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে এ সহিংসতা ঘটেছে। সংঘর্ষে কয়েকজন আহত হয়েছেন এবং অগ্নিকাণ্ডে একটি গুদাম ও একটি বসতবাড়ি পুড়ে গেছে। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। এলাকায় অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।” এলাকার পরিস্থিতি ও জনমত: শংকরদিয়া ও গোস্বামী দুর্গাপুর ইউনিয়নের সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। এলাকাবাসীর শঙ্কা, এই সহিংসতা আবারও বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে রূপ নিতে পারে। প্রশাসনের প্রতি রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে স্থানীয়রা।

টাঙ্গাইলে ঈদুল আযহা উদযাপনে প্রস্তুতি সভা

স্টাফ রিপোর্টার : পবিত্র ঈদুল আযহা উদযাপন উপলক্ষে টাঙ্গাইলে প্রস্তুতিমূলক জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত ওই সভায় সভাপতিত্ব করেন, জেলা প্রশাসক শরীফা হক। ওই সভায় অন্যদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপন করেন, টাঙ্গাইলের স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক ও টাঙ্গাইল পৌরসভার প্রশাসক মো. শিহাব রায়হান, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) মো. আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা পরিষদের নির্বাহী কর্মকর্তা শামছুন নাহার স্বপ্না, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ট্রাফিক) রাকিবুল হাসান রাসেল, ডেপুটি সিভিল সার্জন ডা. মুহম্মদ আজিজুল হক, টাঙ্গাইল সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাহিদা আক্তার প্রমুখ। সভায় পবিত্র ঈদুল আযহা’র প্রধান জামাত সকাল আটটায় স্থানীয় কেন্দ্রীয় ঈদগাহ মাঠে অনুষ্ঠিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। প্রকৃতিগত পরিবেশ তথা আবহাওয়ার কারণে বৈরী পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে ঈদুল আযহা’র প্রধান জামাত শহরের মারকাজ মসজিদে অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়া ঈদুল আযহা’র আগে কোরবানির পশুর হাট কেন্দ্রিক যানযট নিরসনকল্পে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। সভায় সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা ও জেলা সদরের নানা শ্রেণি-পেশার গণমানুষের প্রতিনিধিরা অংশ নেয়।

গৌরনদীর দুইটি ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে তালা

স্টাফ রিপোর্টার : জেলার গৌরনদী উপজেলার দুইটি ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেওয়ার হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার সকাল সাড়ে দশটার দিকে উপজেলার সরিকল ইউনিয়ন পরিষদ ও খাঞ্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে তালা ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে খাঞ্জাপুর ইউনিয়ন পরিষদের সচিব নাসির হোসেন বলেন, সকালে উপজেলায় মিটিংয়ে ছিলাম। দুপুরে পরিষদে এসে দেখি আমার কক্ষ, চেয়ারম্যানের কক্ষ ও পরিষদের দোতলায় ওঠার দরজায় কে বা কাহারা তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। পরে বিষয়টি উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে অবহিত করা হয়েছে। বিকেল চারটায় এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ওই পরিষদে তালা ঝুলছে। সরিকল ইউনিয়ন পরিষদের সচিব মোফাজ্জেল হোসেন বলেন, পরিষদের কক্ষে তালা ঝুলানোর খবর পেয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লোক পাঠিয়ে তালা খুলিয়েছেন। তবে কারা পরিষদে তালা লাগিয়েছে তা তিনি জানতে পারেননি। ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের অপসারনের দাবিতে গৌরনদীতে বিএনপি ও তার অঙ্গ সহযোগী সংগঠনের একাংশের নেতাকর্মীরা ওই দুই ইউনিয়ন পরিষদ ভবনে তালা ঝুলিয়ে দিয়েছে। এ ব্যাপারে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রিফাত আরা মৌরি বলেন, খবরপেয়ে ইউপি সচিবকে তালা ভেঙ্গে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের অবহিত করা হয়েছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

বরিশালে তিন দিনব্যাপী কৃষি মেলার উদ্বোধণ

স্টাফ রিপোর্টার : তিন দিনব্যাপী কৃষি মেলার উদ্বোধণ উপলক্ষে জেলার গৌরনদীতে গতকাল মঙ্গলবার সকাল দশটার দিকে র?্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। কন্দাল ফসল উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় উপজেলা কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তরের আয়োজনে ফিতা কেটে মেলার উদ্বোধণ করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক রিফাত আরা মৌরী। এর আগে উপজেলা চত্বর থেকে র?্যালি বের হয়ে বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিন করা হয়। র?্যালি শেষে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মো. সেকেন্দার শেখের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও পৌর প্রশাসক রিফাত আরা মৌরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) মো. রাজিব হোসেন, উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা জাহানারা পারভীন প্রমুখ। সবশেষে অতিথিরা মেলায় অংশগ্রহণ করা আটটি ষ্টল পরিদর্শন করেছেন।

বিস্ফোরক মামলায় নিষিদ্ধ সংগঠন আ. লীগের গ্রেফতার ২

স্টাফ রিপোর্টার : সেনবাগ থানার পুলিশ গতকাল মঙ্গলবার রাত পৌন তিনটার দিকে পৃথক অভিযান চালিয়ে নিষিদ্ধ সংগঠন আওয়ামীণীগেরওয়ার্ড সভাপতি বেলাল হোসেন প্রকাশ ডিস বেলাল (৬০) ও আজিজুল হক ইমন (২২) নামের ২জনকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত বেলাল হোসেন উপজেলা ৭নং মোহাম্মদপুর ইউপির দক্ষিন মোহাম্মদপুর ৬নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং ওই গ্রামের খালাসী বাড়ির মোহাম্মদ আলীর ছেলে ও আজিজুল হক প্রকাশ ইমন একই গ্রামের জহিরুল হক দুলালের ছেলে। সেনবাগ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) এসএম মিজানুর রহমান জানান, বেলালের বিরুদ্ধে সেনবাগ থানায় বিস্ফোরক আইনে মামলা নং ৬ তারিখ ৯/৪/২০২৫ এবং ইমন ১৯০৮ সালের বিস্ফোরক উপাদানাবলি আইনের ৩/৪ সন্দিগ্ধ আসামী। গ্রেফতারকৃত আসামিদেরকে গতকাল মঙ্গলবার দুপুরে নোয়াখালীর বিচারিক আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।

সেনবাগে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান, জরিমানা

স্টাফ রিপোর্টার : সেনবাগের ছাতারপাইয়া ইউনিয়নে অবৈধ ভাবে ফসলী জমিনের মাটি কাটার অপরাধে মোঃ ফরহাদ হোসেন (৩৫) নামের এক মাটি ব্যবসায়ীকে এক লক্ষ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। দুপুরে সেনবাগ উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম অভিযান চালিয়ে কৃষি জমিন থেকে অবৈধ ভাবে মাটি কাটার অপরাধে ফরহাদের এক লাখ টাকা জরিমানা করে। ফরহাদ উপজেলার বিরাহীম গ্রামের ওয়াজি উল্লার ছেলে। ভ্রাম্যমান আদালত সুত্রে জানাগেছে, ছাতারপাইয়া ইউপির বিভিন্ন গ্রামে কৃষি জমিনে টপসয়েল সহ অবৈধ ভাবে জমিন গর্ত করার অভিযোগের প্রক্ষিতে ভ্রাম্যামান আদালত (মোবাইল কোর্ট) পরিচালনা করে বালু মহাল ও মাটি ব্যবস্থাপনা আইন ২০১০ এর ৭(১) ধারা ১৫ লঙ্ঘনে অপরাধে ছাতারপাইযার বিরাহিমপুর গ্রামের ওয়াজি উল্লাহ ছেলে মো: ফরহাদ (৩৫) এক লক্ষ টাকা জরিমানা করা হয়। এধরণের অভিযান অভ্যহত থাকবে বলেও নিশ্চিত করেন ভ্রাম্যমান আদালতের এক্সিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মোহাম্মদ জাহিদুল ইসলাম।

সম্পাদকীয়

রপ্তানি নির্ভরতা: এক পণ্যের ঘূর্ণিপাকে ঝুঁকিতে অর্থনীতি

বাংলাদেশের রপ্তানি খাত দীর্ঘদিন ধরে একটি নির্দিষ্ট পণ্যের–তৈরি পোশাক–উপর নির্ভর করে টিকে আছে। অথচ বিশ্ববাজারের গতিশীলতায় বৈচিত্র্য ও উদ্ভাবন ছাড়া টিকে থাকা প্রায় অসম্ভব। সরকারের নানা পরিকল্পনা ও উদ্যোগ সত্ত্বেও রপ্তানি বহুমুখীকরণ দৃশ্যমানভাবে সফল হয়নি। তৈরি পোশাক খাত এখনও দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি জোগান দেয়। এই নির্ভরতা যেমন সফলতার গল্প বলে, তেমনি বড় ঝুঁকিরও আভাস দেয়। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যের ওপর শুল্কহার বাড়িয়ে ২৬ শতাংশ করেছে। এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের রপ্তানি বাজারে স্পষ্ট আঘাত হেনেছে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের অন্যতম প্রধান গন্তব্য বাজার। এভাবে হঠাৎ শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অর্থনীতিতে তাৎক্ষণিক চাপ তৈরি করে, যা বহুমুখীকরণের অভাবে আরও তীব্র হয়ে ওঠে। রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরোর (ইপিবি) সর্বশেষ তথ্য মতে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের প্রথম ৯ মাসে ৩ হাজার ৭১৯ কোটি ডলারের রপ্তানির মধ্যে প্রায় ৩ হাজার ২৫ কোটি ডলার এসেছে শুধু তৈরি পোশাক খাত থেকে। দ্বিতীয় সর্বোচ্চ রপ্তানি পণ্য চামড়া ও চামড়াজাত পণ্যের রপ্তানির পরিমাণ মাত্র ৮৫ কোটি ডলার, যা পোশাক পণ্যের তুলনায় ২ হাজার ৯৪০ কোটি ডলার কম। এমনকি কৃষিপণ্য, সম্ভাবনাময় খাত হিসেবেও পরিচিত, মার্চ মাসে এর রপ্তানি কমেছে ২৫ দশমিক ৭২ শতাংশ। বাজার বৈচিত্র্যহীনতার পাশাপাশি উদ্ভাবন, প্রযুক্তি খাতের সীমাবদ্ধতা, কর নীতির জটিলতা এবং প্রশাসনিক দুর্বলতা রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনতে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ব্যবসায়ীদের জন্য সহজতর কর কাঠামো, দ্রুত শুল্ক প্রত্যাহার, বিদেশি মেলায় অংশগ্রহণে সহায়তা, নতুন পণ্যের গবেষণা ও উন্নয়নে অনুদানসহ বাস্তবসম্মত নীতিমালা দরকার। বিশ্ববাজারে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে শুধু পোশাক নয়, কৃষিপণ্য, হালকা প্রকৌশল, তথ্যপ্রযুক্তি, ওষুধ, প্লাস্টিকসহ সম্ভাবনাময় খাতগুলোকে এগিয়ে আনতে হবে। আমাদের রপ্তানিতে বৈচিত্র্য আনা এখন আর কেবল অর্থনৈতিক প্রয়োজন নয়, বরং জাতীয় নিরাপত্তার বিষয় হয়ে উঠেছে। বিশ্ববাজারের অনিশ্চয়তায় এক পণ্যের ওপর নির্ভরতা আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত হতে পারে। এখনই সময় দৃঢ় নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়ার–নয়তো বহির্বিশ্বের সামান্য টানাপোড়েনেই আমাদের অর্থনীতি বড় ধরনের ঝাঁকুনি খেতে পারে।

তৈরি পোশাক খাত এখনও দেশের মোট রপ্তানি আয়ের ৮০ শতাংশের বেশি জোগান দেয়। এই নির্ভরতা যেমন সফলতার গল্প বলে, তেমনি বড় ঝুঁকিরও আভাস দেয়। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশি পণ্যের ওপর শুল্কহার বাড়িয়ে ২৬ শতাংশ করেছে। এই সিদ্ধান্ত বাংলাদেশের রপ্তানি বাজারে স্পষ্ট আঘাত হেনেছে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র আমাদের অন্যতম প্রধান গন্তব্য বাজার। এভাবে হঠাৎ শুল্ক বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত অর্থনীতিতে তাৎক্ষণিক চাপ তৈরি করে, যা

বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় ব্যর্থতা: পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য হুমকির মুখে

বাংলাদেশের নগর ও মহানগরগুলোতে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ভয়াবহ দুরবস্থার চিত্র ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, গাজীপুর, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ফেনীসহ দেশের প্রায় প্রতিটি শহর এখন যেন একেকটি খোলা ভাগাড়ে পরিণত হয়েছে। যেখানে-সেখানে ময়লা-আবর্জনার স্তূপ, দুর্গন্ধ, ধুলাবালি ও বিষাক্ত বর্জ্যের অনিয়ন্ত্রিত নিষ্কাশন এক চরম বিপর্যয়ের বার্তা দিচ্ছে। এটা কোনো নতুন সমস্যা নয়, তবে এটি যে এখন জাতীয় সংকটে রূপ নিয়েছে, তা আর অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রতিদিন বাড়ছে বর্জ্যের পরিমাণ, কিন্তু সেই অনুপাতে গড়ে উঠছে না আধুনিক বা বিজ্ঞানভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। বরং দৃশ্যমান হচ্ছে পরিকল্পনার অভাব, দুর্বল মনিটরিং, এবং দায় এড়িয়ে চলার সংস্কৃতি। ঢাকায় খোলা জায়গায় ময়লা ফেলা, পোড়ানো, এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণ পরিবেশকে বিষিয়ে তুলছে। উন্নয়নকাজে খোঁড়াখুঁড়ি ও ধুলাবালি পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলেছে। এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (আইকিউ এয়ার)-এর তথ্যে দেখা যায়, বছরজুড়ে ঢাকার বায়ুমান থাকে 'অস্বাস্থ্যকর' থেকে 'খুবই অস্বাস্থ্যকর' স্তরে। এসবের অন্যতম কারণই হলো বর্জ্য পোড়ানো এবং অপরিকল্পিতভাবে ফেলা বর্জ্য। শুধু ঢাকা নয়, চট্টগ্রাম, খুলনা, বরিশাল, গাজীপুর এমনকি পর্যটননগরী কক্সবাজার পর্যন্ত–সবখানে একই চিত্র। প্রতিটি শহরে বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ ব্যবস্থার দুর্বলতা চরম ভোগান্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন মহাসড়কের পাশে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সামনে, এমনকি আবাসিক এলাকাগুলোতেও ময়লার স্তূপ পড়ে থাকে দিনের পর দিন। ফলে দুর্গন্ধ, মশার উপদ্রব, পানি ও বায়ু দূষণ, এবং নানা রোগব্যাধির বিস্তার ঘটছে। হাসপাতাল, কসাইখানা বা কারখানার বিষাক্ত বর্জ্যগুলো যথাযথভাবে নিষ্কাশনের ব্যবস্থা না থাকায় জনস্বাস্থ্য পড়ছে মারাত্মক ঝুঁকিতে। এ পরিস্থিতির জন্য একদিকে যেমন স্থানীয় প্রশাসনের পরিকল্পনা ও ব্যবস্থাপনার ঘাটতি দায়ী, অন্যদিকে নাগরিক সচেতনতার অভাবকেও অস্বীকার করা যায় না। সিটি করপোরেশন ও পৌরসভাগুলোর মধ্যে সমন্বয়ের অভাব, সঠিক ডাম্পিং স্টেশনের ঘাটতি, এবং আধুনিক প্রযুক্তি না থাকা সমস্যাকে আরও গভীরতর করেছে।
এই সংকট থেকে উত্তরণে প্রথমেই প্রয়োজন বিজ্ঞানভিত্তিক একটি জাতীয় নীতিমালা গ্রহণ করতে হবে, যেখানে নগর পরিকল্পনার সঙ্গে পরিবেশ সংরক্ষণের বিষয়টি সমন্বিত থাকবে। প্রতিটি নগর ও পৌরসভায় নির্দিষ্ট ডাম্পিং স্টেশন, আধুনিক বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ কেন্দ্র এবং আবর্জনা সংগ্রহের নির্ধারিত সময় ও রুট নির্ধারণ করে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। একইসঙ্গে নাগরিকদের সচেতন করতে স্কুল, কলেজ, গণমাধ্যম ও সামাজিক প্ল্যাটফর্মে নিয়মিত প্রচার চালানো দরকার। জনসংখ্যা ঘনত্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য আলাদা অর্থ বরাদ্দ, প্রশিক্ষিত জনবল নিয়োগ এবং প্রযুক্তিনির্ভর পরিকল্পনার বাস্তবায়ন এখন সময়ের দাবি। নগরের উন্নয়ন যদি পরিবেশকে ধ্বংস করে হয়, তবে তা উন্নয়ন নয়, বরং আত্মঘাতী অগ্রাসন। পরিবেশ রক্ষা এবং জনস্বাস্থ্য নিরাপদ রাখার স্বার্থে অবিলম্বে কার্যকর, টেকসই এবং সমন্বিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে–এটাই সময়ের দাবি।

এটা কোনো নতুন সমস্যা নয়, তবে এটি যে এখন জাতীয় সংকটে রূপ নিয়েছে, তা আর অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রতিদিন বাড়ছে বর্জ্যের পরিমাণ, কিন্তু সেই অনুপাতে গড়ে উঠছে না আধুনিক বা বিজ্ঞানভিত্তিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা। বরং দৃশ্যমান হচ্ছে পরিকল্পনার অভাব, দুর্বল মনিটরিং, এবং দায় এড়িয়ে চলার সংস্কৃতি। ঢাকায় খোলা জায়গায় ময়লা ফেলা, পোড়ানো, এবং অপরিকল্পিত নগরায়ণ পরিবেশকে বিষিয়ে তুলছে। উন্নয়নকাজে খোঁড়াখুঁড়ি ও ধুলাবালি পরিস্থিতিকে আরও

পরিযায়ী পাখি আমাদের পরিবেশের জন্য অপরিহার্য

প্রকাশ ঘোষ বিধান

নদীমাতৃক আমাদের বাংলাদেশ নানা সৌন্দর্যের লীলাভূমি। পরিযায়ী পাখির কলতান, ডানা ঝাপটানি ও পাখা মেলে উড়ে বেড়ানো প্রকৃতি সৌন্দর্যে যোগ হয় এক নতুন মাত্রা। প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্যের ঋতু শীতকাল। শীত কালকে আরও অপরূপ করে তুলে পরিযায়ী পাখির আগমন। প্রতি বছর শীতে দূরদূরান্ত থেকে শীতের পাখিরা আসে আমাদের দেশে। ভ্রমণপিপাসু মানুষ পাখি দেখতে ভিড় করে বিভিন্ন জলাশয়ে। পাখিদের কলকাকলী প্রকৃতির শোভা বাড়িয়ে দেয় বহু গুণে। শীত আসলেই আমাদের দেশের জলাশয়, হাওড়, বিল ও পুকুর রং-বেরঙের পাখিতে ভরে যায়। এসব পাখি আমাদের দেশের স্থায়ী বাসিন্দা নয় বরং শীতপ্রধান দেশ থেকে শীত থেকে বাঁচতে এখানে আসে। এদেরকে অতিথি পাখি বলা হলেও মূলত এরা পরিযায়ী পাখি। পাখির আবাসস্থলকে নিরাপদ রাখা ও বিচরণস্থল সংরক্ষণের আহ্বান জানিয়ে প্রতিবছর সারা বিশ্বে পরিযায়ী পাখি দিবসটি পালন করা হয়। বছরে দুইবার মে ও অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় শনিবার বিশ্ব পরিযায়ী পাখি দিবস পালিত হয়। পাখি সম্পর্কে বিশ্বজুড়ে সচেতনতা বাড়াতে ২০০৬ সাল থেকে দিবসটি পালন শুরু হয়েছে। পৃথিবীর প্রায় ১০ হাজার প্রজাতির পাখির মধ্যে ১৮৫৫ প্রজাতি পরিযায়ী। বহু প্রজাতির পানিকাটা, জলচর, শিকারি ও ভূচর পাখিরা বছরের নির্দিষ্ট সময়ে পরিযাণ করে। পাখি পরিযানের অন্যতম দু'টি কারণ হচ্ছে খাদ্যের সহজলভ্যতা আর বংশবৃদ্ধি। আবাসিক ও পরিযায়ী মিলে আমাদের দেশে পাখি প্রায় ৬৫০ প্রজাতির। এরই মধ্যে ৩৬০ প্রজাতি আবাসিক। বাকি ৩০০ প্রজাতি পরিযায়ী। সব পরিযায়ী পাখি শীতের সময় আসে না। ৩০০ প্রজাতির মধ্যে ২৯০টি শীত মৌসুমে আসে ও ১০টি প্রজাতি থেকে যায়। পরিযায়ী পাখি আমাদের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। পরিযায়ী পাখিদের আগমন আমাদের প্রকৃতিতে আনন্দের আমেজ এনে দেয়। এদের আগমনে আমাদের প্রকৃতি সৌন্দর্যে ভরে উঠে। এরা যে শুধু প্রকৃতির সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে তা নয়। এরা বিভিন্ন কীটপতঙ্গ খেয়ে আমাদের ফসলকে রক্ষা করে। পরিযায়ী পাখি আমাদের পরিবেশের ভারসাম্যও রক্ষা করে। পরিযায়ী পাখিদের যাতায়াতের পথকে উড়ালপথ বলে। সিনাই হয়ে আসা-যাওয়ার পথটি ছাড়াও ইউরোপের সিসিলি ও স্পেন হয়ে দুটি, মধ্য আমেরিকা ও ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জ হয়ে দুটি এবং পূর্ব এশিয়ার প্রান্ত ধরে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ পথ আছে। এছাড়াও পৃথিবীতে পরিযায়ী পাখিদের গমনাগমনের ভিন্ন পথ আছে। প্রায় সব উৎস থেকে আসা পাখিরা এ পথের ওপর দিয়ে গিয়ে আফ্রিকায় ছড়িয়ে যায় এবং ফিরতি পথে এ পথ দিয়েই তাদের আগের স্থলে ফিরে যায়। বংশপরম্পরায় এরা কাজটি করে আসছে এবং প্রতি বছর হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে যাতায়াত করলেও একই স্থানে তারা ফিরে আসে। শীতকালে সুদূর সাইবেরিয়া, মঙ্গোলিয়া ও চীন থেকে হাজার হাজার অতিথি পাখি বাংলাদেশে আসে। হাজার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে আমাদের দেশের হাওর, বিল, জলাশয়ে এরা আশ্রয় নেয়। এই পাখিরা আমাদের দেশের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আন্তর্জাতিকভাবে জলচর পাখির জন্য বাংলাদেশের সীমানায় স্বীকৃত ২৮টি জায়গা রয়েছে। এগুলো হলো বরিশাল বিভাগের চর বারি, চর বাঙ্গের, কালকিনির চর, চর শাহজালাল, টাগরার চর, ডবা চর, গাগোরিয়া চর, চর গাজীপুর, কালুপুর চর, চর মনপুরা, পাতার চর ও উড়ির চর। চট্টগ্রাম বিভাগের চর বারী, বাটা চর, গাউসিয়ার চর, মৌলভীর চর, মুহুরী ড্যাম, মুক্তারিয়া চর, ঢাল চর, নিঝুম দ্বীপ, পতেঙ্গা সৈকত, সোনাদিয়া ও মহেশখালী দ্বীপ। সিলেট বিভাগের আইলার বিল, ছাতিধরা বিল, হাইল হাওর বাইক্কা, হাকালুকি হাওর, পানা বিল, রোয়া বিল, শনির বিল ও টাঙ্গুয়ার হাওর। শীত এলেই আমাদের দেশের প্রায় প্রতিটি জেলায় শীতের এই পরিযায়ী পাখিদের বিচরণ দেখতে পাওয়া যায়। প্রতি বছর শীতের শুরুতেই ওরা আসে ঝাঁকে ঝাঁকে। এসব জলাশয়সহ বিভিন্ন হাওর, বাঁওড়, বিল ও পুকুরের পাড়ে চোখে পড়ে নানা রং-বেরঙের নাম জানা ও অজানা পাখির। বাংলাদেশের হাওর এলাকা ও বিস্তৃত সুন্দরবন এলাকা পরিযায়ী পাখিদের অন্যতম আকর্ষণ। নানা রং আর আকৃতির পরিযায়ী পাখির কূজনে মুখরিত হয় জলাশয়, বিল-ঝিল, নদীপাড়ের বন-বাদাড়ে। বাংলাদেশের বেশ কিছু জায়গায় তাদের বেশী আনাগোনা দেখা যায়। এর মধ্যে উলে-খ্যযোগ্য হলো জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস, মিরপুর চিড়িয়াখানা, মিরপুর ক্যান্টনমেন্টের পাশের লেক, মহেশখালী দ্বীপ, পঞ্চগড়ের ভিতরগড়, চরভাটা, শিবালয়, হালহাওর, হাকালুকি হাওর, কুয়াকাটা, ঘাটিভাঙ্গা, কলাদিয়া, চরণদ্বীপ, নিঝুম দ্বীপ, চর ওসমান, শাহীবানীচর, সন্দ্বীপ, চরমনতাজ, নেত্রকোনার কলমকান্দার হাওর, কিশোরগঞ্জ হাওর, সুনামগঞ্জ হাওরহাতিয়া দ্বীপ, চরপিয়া, ডালচর যামিরচর, মৌলভীবাজার, টাঙ্গুয়ার হাওর, চর কুকড়ি মুকড়ি, গলাচিপা, খেপুপাড়া, জোনাকচর, বুড়িগঙ্গা নদী, শাহপরীর দ্বীপ, মনপুরা, সোনারচর, চরনিজাম, চরমানিক, চরদিয়াল, আগুনমুখা প্রভৃতি। তবে বাংলাদেশের দিকে এ উড়ালপথে জনবসতি বেশি হওয়ায় এবং মানুষের অত্যাচারে পরিযায়ী পাখিদের আগমন কমতে বসেছে। কিছু অসাধু মানুষের জন্য পরিযায়ী পাখির সংখ্যা দিন দিন কমছে। এসব পাখি বেআইনিভাবে শিকার হচ্ছে। তারা শুধুমাত্র খাবার জন্য পরিযায়ী পাখিদের শিকার বানাচ্ছে। পাখি শিকারের জন্য বিভিন্ন ধরনের ফাঁদ, জাল ও বন্দুক ব্যবহার করা হচ্ছে। পরিযায়ী পাখি শিকারের ফলে এদের সংখ্যা দিন দিন কমে যাচ্ছে। এছাড়াও, পরিবেশ দূষণ, জলাভূমি ও বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণেও পাখিদের অস্তিত্ব হুমকির মুখে পড়েছে। পরিযায়ী পাখি আমাদের পরিবেশের বন্ধু। এ পাখিগুলোকে অচেনা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে আমাদের বন্ধুসুলভ আচরণ করা দরকার। এই পাখিগুলো রক্ষা করা আমাদের দায়িত্ব। বন্যপ্রাণী (সংরক্ষণ ও নিরাপত্তা) আইন, ২০১২ অনুযায়ী পরিযায়ী পাখি হত্যার দায়ে একজন অপরাধীকে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড অথবা সর্বোচ্চ ১ লাখ টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে। একইভাবে কোনো ব্যক্তি যদি পরিযায়ী পাখির মাংস, দেহের অংশ সংগ্রহ করেন, দখলে রাখেন কিংবা ক্রয়-বিক্রয় করেন বা পরিবহণ করেন, সেক্ষেত্রে তার সর্বোচ্চ ছয় মাসের কারাদণ্ড এবং সর্বোচ্চ ৩০ হাজার টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হওয়ার আইন প্রচলিত রয়েছে।পরিযায়ী পাখি নিধন এবং বাজারে বিক্রি নিষিদ্ধ জেনেও আইনের ফাঁক গলিয়ে এক শ্রেণির পেশাদার এবং শৌখিন শিকারি কাজগুলো করে চলেছে।
পরিবেশের ভারসাম্য ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় পরিযায়ী পাখির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যও পাখিদের বাঁচিয়ে রাখা প্রয়োজন। পাখি হলো প্রকৃতির কীটনাশক। পাখির সংখ্যা কমে গেলে কীটপতঙ্গের আক্রমণে অসম্ভব হয়ে পড়বে ফসল ফলানো। তখন নির্ভর করতেই হবে কীটনাশকের ওপর। অতিরিক্ত কীটনাশক পরিবেশের জন্য খুবই ক্ষতিকর। যে দেশে পাখি যত বেশি, সে দেশের পরিবেশ ততো সুস্থ ও সুন্দর। কাজেই পাখি ঘাটতি অবশ্যই উদ্বেগের ব্যাপার। পাখি নিসর্গকে সুন্দর করে, চোখকে প্রশান্তি দেয়, সৌন্দর্য চেতনাকে আলোড়িত করে। পাখিরা আসুক, ওদের কলকাকলিতে ভরে উঠুক আমাদের চারপাশ। পাখিরা আমাদের পরিবেশের জন্য অপরিহার্য। তারা আমাদের পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। তাই আমাদের উচিত পাখি রক্ষার জন্য সচেতন হওয়া। পাখি শিকার বন্ধে আমাদের সবাইকে একসাথে কাজ করতে হবে। পরিযায়ী পাখিদের রক্ষায় সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ নিয়েছে। পাখি শিকারের বিরুদ্ধে আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও, বিভিন্ন সংগঠন অতিথি পাখি রক্ষায় কাজ করছে। এই পদক্ষেপ গুলো যথেষ্ট নয়। আমরা পরিযায়ী পাখিদের উৎপাত ও শিকার করব না। তাদের প্রতি সদয় হয়ে আমারা মানবিক আচরণ করি। পাখি রক্ষার জন্য আমাদের জনমত গড়ে তুলতে হবে। পরিযায়ী পাখির প্রতি মানুষের ভালোবাসা জাগিয়ে তুলতে হবে। পরিযায়ী পাখির গুরুত্ব সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে বুঝাতে হবে। তাহলে আমরা নির্মল পরিবেশে সুস্থভাবে বসবাস করতে পারব।

লেখক: প্রকাশ ঘোষ বিধান; সাংবাদিক ও কলামিস্ট

বিধ্বস্ত মানবতা কেন এই নৃশংসতা?

ইয়াহিয়া নয়ন

সমাজে প্রতিদিনই মারাত্মক সব সহিংসতা ঘটছে। মাত্রাগত ও প্রকৃতিগত দিক থেকেও মানুষের নৃশংসতা ও সামাজিক সহিংসতার রূপ আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে আরও ভয়ংকর হয়ে উঠছে। এমন পরিস্থিতিই যে নির্মম বাস্তবতা তা সংবাদমাধ্যম ও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশিত ঘটনাগুলোর শিরোনাম-ছবি দেখলেই বোঝা যায়। প্রকাশ্য দিবালোকে রাজপথে কুপিয়ে হত্যা, ঘুমের মধ্যে শিশুহত্যা, সন্তানের হাতে মা-বাবা খুন কিংবা জন্মদাত্রী মায়ের হাতে সন্তান খুন কিছুই আর অবিশ্বাস্য মনে হয় না এখন! স্ত্রী খুন করছে স্বামীকে, স্বামী পুড়িয়ে মারছে স্ত্রীকে, ভাই খুন করছে ভাইকে। খুনের পর লাশ রাখা হচ্ছে শয়নকক্ষে, রাস্তায়, বালুর ভেতর, বস্তার ভেতর, কাদার ভেতর, পানির ট্যাঙ্কে, ড্রেনে কিংবা ডাস্টবিনে। প্রতিনিয়ত এ ধরনের খুনের ঘটনা ঘটছে। আর ঘটনাপ্রবাহে একসময় জানা যাচ্ছে, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দ্বন্দ্ব কিংবা সম্পত্তির বিরোধ এমন বেশিরভাগ হত্যার কারণ। কিন্তু সমাজ কেন এতটা সহিংস হয়ে উঠছে, মানুষ কেন এতটা নৃশংস হয়ে উঠছে তার উত্তর কি আমরা অনুসন্ধান করছি? নানা পারিপার্শ্বিকতায় বর্তমানে সমাজ ও পরিবারে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে। মানুষের ধৈর্য কমে গেছে। মানবিক মূল্যবোধ কমে গেছে। অন্যদিকে বেড়েছে লোভ আর হিংসা। এসব কারণে একশ্রেণির মানুষ অনেক কিছুই সহজে মেনে নিতে পারেন না। ফলে ঘটছে হত্যার মতো নৃশংস সব ঘটনা। উদ্বেগজনক হারে দেশে আকস্মিকভাবে বেড়েছে অপরাধমূলক ঘটনা। লোভ-লালসা, নারী ও সম্পত্তি নিয়ে বিরোধসহ বিভিন্ন নৃশংস ঘটনা ঘটেই চলেছে। আকস্মিকভাবে পারিবারিক ও সামাজিক হত্যাকাণ্ড বেড়ে যাওয়ার পেছনে বেশ কিছু কারণও রয়েছে বলে মনে করছেন অপরাধ বিশ্লেষকরা। এসব হত্যাকাণ্ড আগেও ঘটেছে, এখনো ঘটছে, ভবিষ্যতেও ঘটবে। তবে উদ্বেগজনক হারে বেড়ে যাওয়াটা সমাজের জন্য ভালো কোনো বার্তা নয়। মানতেই হবে, আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক অবস্থায় ফেরেনি। কুমিল্লা শহরে দিনের বেলা তিন শতাধিক কিশোর গ্যাংয়ের সশস্ত্র মহড়াই তার একটা প্রমাণ। তা ছাড়া অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও চোখে পড়ছে না। সবকিছু মিলিয়ে মানুষের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা বাড়ছে। এসব অপরাধ বাড়ছে পারিবারিক কলহের জেরে। সন্তান খুন করছে জন্মদাতা বাবাকে। স্বামীর হাতে স্ত্রী খুন হচ্ছে অথবা স্ত্রীর হাতে স্বামী। চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে সারা দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ২ হাজার ৮৭০টি। এদের মধ্যে জানুয়ারি মাসে ১ হাজার ৪৪০টি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটেছে ১ হাজার ৪৩০টি। চলতি মার্চ মাসে সারা দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে গেছে। সারা দেশে নারী বিশেষ করে শিশু ধর্ষণের ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে। দুই মাসে ৩০০-এর বেশি পারিবারিক বিরোধে খুন হয়েছেন, নারী-শিশু নির্যাতন, হত্যা, ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে ২৮৭০টি। এছাড়া চলতি বছরের জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারি মাসে সারা দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ২ হাজার ৮৭০টি। এদের মধ্যে জানুয়ারি মাসে ১ হাজার ৪৪০টি এবং ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটেছে ১ হাজার ৪৩০টি। চলতি মার্চ মাসে সারা দেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা বেড়ে গেছে। সারা দেশে নারী বিশেষ করে শিশু ধর্ষণের ঘটনা আশঙ্কাজনকভাবে বেড়ে গেছে।ফেব্রুয়ারিতে ধর্ষণের শিকার ৫৭ জনের মধ্যে ১৬ জন শিশু, ১৭ জন কিশোরী রয়েছে। অন্যদিকে সংঘবদ্ধ ধর্ষণের শিকার হয়েছে তিন জন কিশোরী ও ১৪ জন নারী, ধর্ষণের পর হত্যার শিকার হয়েছেন দুই জন নারী। এ ছাড়া ধর্ষণের চেষ্টা ১৯টি, যৌন হয়রানি ২৬টি, শারীরিক নির্যাতনের ৩৬টি ঘটনা ঘটেছে এই মাসে। এর বাইরে গত কয়েক দিনে এ ধরনের বেশ কিছু পারিবারিক নৃশংস হত্যাকাণ্ড ঘটেছে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায়। আইনশৃঙ্খলার দুর্বলতা বা দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির অভাব এসব ঘটনা বৃদ্ধির জন্য কোনোভাবে দায়ী কি না, জানতে চাইলে সাবেক আইজিপি মোহাম্মদ নুরুল হুদা মিডিয়াকে বলেছেন, এর কিছুটা প্রভাব হয়ত পড়ে। কিন্তু সেটিই প্রধান বা অন্যতম কারণ নয়। এর সঙ্গে পারিবারিক ও সামাজিক ব্যবস্থা, বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনার অভাব, পারিবারিক শিক্ষার অভাব, সাংসারিক অভাব-অনটনসহ নানা ধরনের বিষয় থেকে চিন্তাভাবনার পরিবর্তন ঘটে থাকে। সেখান থেকেই হিংস্রতা-নৃশংসতা বেশি ঘটে। হঠাৎ করেই মানুষের মনোজগতের পরিবর্তন ঘটেছে। আর এই পরিবর্তন বেশির ভাগই নেতিবাচক। কামনা-বাসনা, চাহিদা অতিমাত্রায় পোষণ করছে মানুষ। এর সবকিছুই যে পূর্ণ হবে তা নয়। এর কোনোটির ব্যত্যয় দেখা দিলে ভয়ানক কোনো ঘটনা ঘটিয়ে ফেলছে তারা। ইন্টারনেটভিত্তিক গেম আসক্তিতেও ভুগছে অনেকে। এটি মানুষকে অপরাধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। গত ২২ মার্চ রাতে চুয়াডাঙ্গায় নামাজরত বাবাকে কুপিয়ে হত্যা করে ছেলে। কারণ, গেমে আসক্ত ছেলের হাত থেকে মোবাইল ফোন কেড়ে নিয়েছে। এ জাতীয় বেশ কিছু ঘটনা সম্প্রতি সমাজ ও পরিবারে উদ্বেগ বাড়িয়েছে বলে জানিয়েছেন বিশ্লেষকরা।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের সহযোগী অধ্যাপক ড. তৌহিদুল হক এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, নানা পারিপার্শ্বিকতায় বর্তমানে সমাজ ও পরিবারে এক ধরনের অস্থিরতা বিরাজ করছে। মানুষের ধৈর্য কমে গেছে। মানবিক মূল্যবোধ কমে গেছে। অন্যদিকে বেড়েছে লোভ আর হিংসা। এসব কারণে একশ্রেণির মানুষ অনেক কিছুই সহজে মেনে নিতে পারেন না। ফলে ঘটছে হত্যার মতো নৃশংস সব ঘটনা। এ জাতীয় ঘটনা শুধু আইন বা আইনশৃঙ্খলা বাহিনী দিয়ে ঠেকানো সম্ভব নয়। এর জন্য সামাজিক, পারিবারিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের সঠিক চর্চাও খুব জরুরি। এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে পরিবার ও সমাজের দায় রয়েছে। ধর্মীয় নৈতিকতার শিক্ষা, সামাজিক ও পারিবারিক শিক্ষার চর্চা বাড়াতে হবে। সন্তানদের মানসিক বিকাশে কাউন্সেলিং করা জরুরি, যা উন্নত দেশগুলোতে হয়ে থাকে। সন্তানদের খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পারিবারিক বন্ধন মজবুত করতে পারস্পরিক সম্মানবোধ থাকতে হবে। সেই সঙ্গে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাও থাকতে হবে। পারিবারিক ও সামাজিক এমন নৃশংস অপরাধের বিরুদ্ধে সামাজিক সচেতনতা বাড়াতে পদক্ষেপ নিতে হবে। এ বিষয়গুলো নিশ্চিত করা গেলে নৃশংসতা অনেকটাই কমে আসবে। সর্বোপরি নৈতিক মূল্যবোধের চর্চা বাড়িয়ে এসব অপরাধের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে। সামাজিক অপরাধপ্রবণতা রুখতে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক প্রতিরোধও দরকার। এই ক্ষেত্রে সামাজিক অস্থিরতা ও অসহিষ্ণুতার কারণ অনুসন্ধান এবং তা দূরীকরণে পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। দরকার পারিবারিক, সামাজিক ক্ষেত্রে মানবিক মূল্যবোধের চর্চা। সুস্থ মানস গঠনে সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত করার ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। প্রযুক্তিগত উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানবিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে সবাইকে আরো মনোযোগী হতে হবে। লেখক : সাংবাদিক।

ছিন্নপত্রে বাংলাদেশের প্রকৃতি ও রবীন্দ্র চেতনা

শেখর ভট্টাচার্য

রবীন্দ্রনাথের সরল উপলব্ধি, অভিব্যক্তি, অন্তর্গত ভাবসম্পদ এবং রবীন্দ্র শিল্প-সত্তা অনুভবের সবচেয়ে উপযুক্ত সৃষ্টি সম্ভার হলো ছিন্নপত্র। ছিন্নপত্রের চিঠিগুলো একান্ত ব্যক্তিগত কিন্তু এগুলো ব্যক্তিগত ভাবনাকে ছাপিয়ে হয়ে উঠেছে রবীন্দ্র-শিল্পীসত্তার এক অনন্য উৎসারণ। রবীন্দ্রনাথের অন্তর থেকে উৎসারিত বাণীসমূহকে অনুধাবন করলে মনে হয় বাংলাদেশের নিভৃত পল্লীতে বসে তিনি বিশ্ব দর্শন করলেন। বাংলার প্রকৃতি তার কাছে পাঠশালা, তিনি তার ধ্যান-মগ্ন শিক্ষার্থী। প্রকৃতি ও মানুষের দিকে অবলোকন করে তিনি প্রতিদিন যেন পাঠোদ্ধার করছেন। পত্রসাহিত্য রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্মের অন্যতম শাখা। তার পত্রসাহিত্য তার গল্প -উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক, কবিতা, গানের চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তার পত্রসাহিত্যের অন্যতম হচ্ছে 'ছিন্নপত্র'। ছিন্নপত্রের চিঠিগুলো বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে রবীন্দ্রনাথ প্রায় ২২টি জায়গা থেকে চিঠিগুলো লিখেছিলেন। জায়গাগুলোর মধ্যে অন্যতম বাংলাদেশের শিলাইদহ, সাজাদপুর, পতিসর, কালিগ্রাম গোয়ালন্দ, বোয়ালিয়া, নাটোর, কুষ্টিয়া, ইছামতি, দিঘাপতিয়া, পাবনা, ইত্যাদি। সবচেয়ে বেশি চিঠি লিখেছিলেন শিলাইদহ থেকে ৫৬ খানা, সাজাদপুর থেকে ২৬ খানা, পতিসর থেকে ১৩ খানা। আর সবচেয়ে বেশি চিঠি লিখেছিলেন ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে। ছিন্নপত্র রবীন্দ্রনাথের বাংলাদেশের নদীমাতৃক নিসর্গের অতি অন্তরঙ্গ এক পত্রকাব্য। রবীন্দ্রনাথ ছিন্নপত্রের প্রতিটি ছত্রে ছত্রে পদ্মাতীরের সুখ সৌভাগ্য, আনন্দ চিত্র কাব্যিক ভাষায় তার আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরাকে লিখেছেন। আগেই বলেছি ব্যক্তিগত চিঠি হয়েও 'ছিন্নপত্র' রবীন্দ্র-শিল্পীসত্তার অপূর্ব এক অবয়ব, যা রবীন্দ্র সাহিত্যের অন্য মাধ্যমে দেখতে পাওয়া সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথ এখানে কথক, আর প্রাপক তার ভ্রাতুষ্পুত্রী ইন্দিরা। ইন্দিরার মাধ্যমে বিশ্বজনেরা পেয়ে যায় বাংলার প্রকৃতির ভেতর লুকিয়ে থাকা সৌন্দর্যের এক অমিত ভা-ার। সৌন্দর্যের মধ্যে লেখক, দার্শনিকেরা সত্য অন্বেষণ করে থাকেন, তরুণ রবীন্দ্রনাথেরও সত্য অন্বেষনের গভীরে প্রবেশের আগ্রহ তৈরি হয় মূলত বাংলাদেশের প্রান্তিক মানুষ ও প্রকৃতি অবলোকনের মাধ্যমে। এ কারণেই ছিন্নপত্রের চিঠিগুলোর অন্তর্নিহিত ভাবকে উপলব্ধি করা আবশ্যক। রবীন্দ্র দর্শনের ভেতর বাহিরকে সম্যক ভাবে বোঝা এবং খোঁজার জন্য শুধু মাত্র বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে বসে যেসব চিঠি তিনি লিখেছেন তারই নির্বাচিত কয়েকটির আলোকে আমরা ছিন্নপত্রের রবীন্দ্রনাথের মানসরূপটি অনুসন্ধান করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারি। ছিন্নপত্রের প্রথম চিঠি লেখা হয় ১৮৮৯ সালের নভেম্বরে। চিঠিটি লেখা হয় শিলাইদহ থেকে। রবীন্দ্রনাথ তখন চব্বিশ পেরোনো তরুণ। যে বয়স কেবল জগতের সবকিছুতে সুন্দরকে খোঁজে; অজানা-অচেনার গভীর রহস্যের কিনারা পেতে চায়। সেই স্বচ্ছ, নিস্কলুষ দৃষ্টিতে তিনি বাংলাদেশের পদ্মাপারের প্রকৃতিকে দেখামাত্র সবিস্ময়ে লিখেছেন- 'পৃথিবী যে বাস্তবিক কী আশ্চর্য সুন্দরী তা কলকাতায় থাকলে ভুলে যেতে হয়' [১০-সংখ্যক পত্র]। রবীন্দ্রনাথের এই সহজ সরল দার্শনিক বক্তব্য 'ছিন্নপত্রে' বহুবার উল্লেখ করা হয়েছে। ছিন্নপত্র যেহেতু কবিতা নয়, গল্প নয়; নাটক কিংবা সঙ্গীত নয়, সেহেতু এতে বর্ণিত সব কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের। সব বক্তব্যের যেহেতু কথক বা ভাষক তিনি তাই সমস্ত দায়ও তার, এ কথা নিসন্দেহে বলা যায়। কবির প্রতিটি বক্তব্যকে তার নিজের বলে অবলীলায় বিশ্বাস করা উচিত। এ কারণে ওই ছোট বাক্যটি প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য তার চেতনাকে নবতর উপলব্ধি দান করেছে। ছিন্নপত্রের প্রতিটি পত্রে উন্মোচিত হয় দার্শনিক গ্রাম বাংলার প্রকৃতির দার্শনিক সৌন্দর্য। কলকাতায় মূলত ছিলো তার বসবাস। কলকাতার নাগরিক হিসেবে যান্ত্রিকতায় পরিপূর্ণ ছকে বাঁধা জীবন তার কাছে বৈচিত্র্যহীন, খানিকটা একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর। একই পত্রে [১০-সংখ্যক পত্র] আমরা পেয়ে যাই গ্রাম-বাংলার বর্ণনা; যা অনেকটা আলোকচিত্রের মতো– '...সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্বদিক থেকে কী এক প্রকা- গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে-এক প্রকা- পাতা উলটে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন... আর এই ক্ষীণ পরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর আর ওই ছবির মতো পরপার ধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ... এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা... ।" স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ-িতে বিধিবদ্ধ পাঠক্রমে

কলকাতার নাগরিক হিসেবে যান্ত্রিকতায় পরিপূর্ণ ছকে বাঁধা জীবন তার কাছে বৈচিত্র্যহীন, খানিকটা একঘেয়ে এবং ক্লান্তিকর। একই পত্রে [১০-সংখ্যক পত্র] আমরা পেয়ে যাই গ্রাম-বাংলার বর্ণনা; যা অনেকটা আলোকচিত্রের মতো– '...সূর্য আস্তে আস্তে ভোরের বেলা পূর্বদিক থেকে কী এক প্রকা- গ্রন্থের পাতা খুলে দিচ্ছে এবং সন্ধ্যায় পশ্চিম থেকে ধীরে ধীরে আকাশের উপরে যে-এক প্রকা- পাতা উলটে দিচ্ছে সেই বা কী আশ্চর্য লিখন... আর এই ক্ষীণ পরিসর নদী আর এই দিগন্তবিস্তৃত চর আর ওই ছবির মতো পরপার ধরণীর এই উপেক্ষিত একটি প্রান্তভাগ... এই বা কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা... ।" স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের গ-িতে বিধিবদ্ধ পাঠক্রমে যার দম বন্ধ হয়ে আসত, তিনি পূর্ববাংলার প্রকৃতিকে কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা বলে অভিহিত করলেন। কলকাতায় যা অভাবনীয় এখানে তা সহজিয়া। অন্যত্র কলকাতাটা বড় ভদ্র ও বড় ভারি, সরকারি অফিসের মতো। জীবনের প্রত্যেক দিনই যেন একই আকারে একই ছাপ নিয়ে টাকশাল থেকে তক্তকে হয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে আসছে– নীরস মৃত দিন, কিন্তু খুব ভদ্র ও সমান ওজনের। পাঠ গ্রহণের কায়দাও ভিন্ন- ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়েছে তার। গ্রামীণ বাংলার অনুজ্জ্বল জীবন ও অধিবাসীদের বিচিত্র সংগ্রামের বস্তুগত রূপ তার প্রত্যক্ষণের পরিধিকে দান করছে বিস্তৃতি

যার দম বন্ধ হয়ে আসত, তিনি পূর্ববাংলার প্রকৃতিকে কী বৃহৎ নিস্তব্ধ নিভৃত পাঠশালা বলে অভিহিত করলেন। কলকাতায় যা অভাবনীয় এখানে তা সহজিয়া। অন্যত্র কলকাতাটা বড় ভদ্র ও বড় ভারি, সরকারি অফিসের মতো। জীবনের প্রত্যেক দিনই যেন একই আকারে একই ছাপ নিয়ে টাকশাল থেকে তক্তকে হয়ে কেটে কেটে বেরিয়ে আসছে– নীরস মৃত দিন, কিন্তু খুব ভদ্র ও সমান ওজনের। পাঠ গ্রহণের কায়দাও ভিন্ন- ঘাটে ঘাটে নৌকা ভিড়েছে তার। গ্রামীণ বাংলার অনুজ্জ্বল জীবন ও অধিবাসীদের বিচিত্র সংগ্রামের বস্তুগত রূপ তার প্রত্যক্ষণের পরিধিকে দান করছে বিস্তৃতি। নিত্য পরিবর্তিত হচ্ছে তার চৈতন্য-নিবিষ্ট পাঠক তিনি, তদগতচিত্তে পাঠ গ্রহণ করছেন, শিক্ষণীয় যা তা অধিগত করে লিখছেন তার পাঠকের জন্য। রবীন্দ্র-শিল্পীসত্তার এ এক ভিন্নতর জাগরণ কাল। উনিশ শতকের শেষ দশকের বাংলাদেশের কুষ্টিয়া, পাবনা, ও রাজশাহী অঞ্চলের মানুষ, প্রকৃতি ও পরিবেশের চিত্র উঠে এসেছে ছিন্নপত্রে। চব্বিশ বছরের তরুণ রবীন্দ্রনাথ পত্রগুলো লিখতে শুরু করেন, আর লিখেছেন চৌত্রিশ বছরের তারুণ্য পর্যন্ত। বলা যায় তারুণ্যের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের অপরূপ সৌন্দর্য তুলে ধরেছেন তার লেখা পত্রগুচ্ছে। অবশ্যই তার লেখার মধ্যে রোমান্টিকতা আছে।ছিন্নপত্রের পত্রগুলোতে রবীন্দ্রনাথ নিটোল বর্ণনায় প্রকৃতির বৈচিত্রকে উপস্থাপন করেছেন অসংখ্য রূপক, উপমার সাহায্যে। সামান্য বিষয়বস্তু, গাছপালা বৃক্ষলতা, নদনদী, গায়ের কিশোর কিশোরী, চাষী, মজুর এমনকি সমাজের অপাক্তেয় বেদেরদের যাযাবর জীবনের কথা রবীন্দ্রনাথের চোখ এড়ায়নি। এক কথায় বলা যায় মাঠঘাটের ছোট্ট তৃণটি থেকে বিশালাকৃতির হাতি, বর্ষার পদ্মার বিপুল জলরাশির প্রচ- স্রোত। বিল আর ঝিলের নিস্তরঙ্গ জল, শিলাইদহসহ পদ্মার চরগুলোতে নির্জন নিস্তব্ধতাকে উপলব্ধি করার কথা তিনি তুলে ধরেছেন মনের মাধুরী মিশিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তার স্নেহের ইন্দিরাকে লিখছেন- 'তোকে আমি যে-সব চিঠি লিখেছি তাতে আমার মনের সমস্ত বিচিত্র ভাব যে রকম ব্যক্ত হয়েছে এমন আমার আর কোনো লেখায় হয়নি। ...তোকে আমি যখন লিখি তখন আমার এ কথা কখনো মনে উদয় হয় না যে, তুই আমার কোন কথা বুঝবি নে, কিম্বা ভুল বুঝবি, কিম্বা বিশ্বাস করবি নে, কিম্বা যেগুলো আমার পক্ষে গভীরতম সত্য কথা সেগুলোকে তুই কেবলমাত্র সুরচিত কাব্যকথা বলে মনে করবি। সেই জন্যে আমি যেমনটি মনে ভাবি ঠিক সেই রকমটি অনায়াসে বলে যেতে পারি... ।' ইন্দিরাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির ওপরের অংশে তিনি তার আদরের ভ্রাতুষ্পুত্রীকে নিজের মনের অনুভূতি যেভাবে প্রকাশ করেছেন, তা থেকে উপলব্ধি করা যায় তার মনের সঙ্গিনী ছিলেন। ছিন্নপত্রের ১৪১-সংখ্যক পত্রে রবীন্দ্রনাথ চিঠির দ্বারা পৃথিবীতে একটা নতুন আনন্দের সৃষ্টি হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন। শুধু তাই নয়; চিঠি-যে অন্যান্য শিল্পাঙ্গিকের চেয়েও শ্রেষ্ঠ- সেই বিষয়েও তিনি নিশ্চিত। তাই হয়তো নগর কলকাতা থেকে দূরে প্রিয়জন-বিচ্ছিন্ন জীবনে বাংলাদেশে বসে রচনা করেন অসংখ্য চিঠি, ছিন্নপত্র। সর্বশেষ চিঠি বা পত্র মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের আর একটি একান্ত ব্যক্তিগত কথা আমরা জানতে পারিনি, যা তিনি কোন শিল্প মাধ্যমে এতো সরল এতো বিশ্বস্ততার সাথে বলেছেন বলে মনে হয় না। এই চিঠিটি পাঠ করলে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ তার ভ্রাতুষ্পুত্রীর মাধ্যমে অন্তরের গহীনে থাকা কথা আমাদের জানিয়ে দেন– 'আমি বাস্তবিক ভেবে পাইনি কোনটা আমার আসল কাজ। একেক সময় মনে হয়, আমি ছোটো ছোটো গল্প অনেক লিখতে পারি এবং মন্দ লিখতে পারি নে... লেখবার সময় সুখও পাওয়া যায়। ...আমার বুদ্ধিতে যতা আসে তাতে তো বোধ হয়, কবিতাতেই আমার সকলের চেয়ে বেশি অধিকার; কিন্তু আমার ক্ষুধানল বিশ্বরাজ্য ও মনোরাজ্যের সর্বত্রই আপনার জ্বলন্ত শিখা প্রসারিত করতে চায়। যখন গান তৈরি করতে আরম্ভ করি তখন মনে হয়, এই কাজেই যদি লেগে থাকা যায় তা হলে তো মন্দ হয় না।' ব্যক্তি রবীন্দ্রনাথ এবং দার্শনিক রবীন্দ্রনাথের অন্তরের বাণী এবং বাংলাদেশের প্রকৃতির সৌন্দর্যকে অনুধাবনের জন্য ছিন্নপত্র 'এক মেবা দ্বিতীয়ম'। এছাড়া বাংলাদেশের প্রকৃতি রবীন্দ্র-চেতনায় কী রূপে আবির্ভূত হয়েছে তা বোঝার জন্যও ছিন্নপত্র একটি আরশি স্বরূপ বললে ভুল বলা হবে না। [লেখক : প্রাবন্ধিক ও উন্নয়ন গবেষক]

ভারতীয় হামলায় ধ্বংস হওয়া মসজিদে কাশ্মীরের স্থানীয়দের বিক্ষোভ

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : পাকিস্তান-শাসিত কাশ্মীরের রাজধানী শহরে ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে ধ্বংস হওয়া একটি মসজিদের স্থানে বিক্ষোভ করেছেন স্থানীয়রা। সিএনএন-এর লাইভ প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, ভারতের এই সামরিক পদক্ষেপের বিরুদ্ধে গতকাল শুক্রবার এই বিক্ষোভ হয়। গত বুধবার ভোরে মুজাফফরাবাদের বিলাল মসজিদে ভারতীয় ক্ষেপণাস্ত্র হামলার ফলে স্থানীয়রা আশ্রয়ের জন্য ছোটাছুটি করতে থাকে। দুই দিন পর মসজিদে উপস্থিত বাসিন্দারা ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় ভবনের স্থানে একটি প্রতিবাদ মিছিল বের করে। বিক্ষোভকারীরা ভারত এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে উচ্চস্বরে স্লোগান দেয়। অন্যান্য মসজিদের লোকেরাও এই প্রতিবাদে যোগ দেয়। বিক্ষোভকারীরা পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং সেনাপ্রধানের সমর্থনে স্লোগানও তোলেন। পদযাত্রাটি ভারতের হামলায় বিধ্বস্ত 'বি-লাল মসজিদ' থেকে শুরু হয়ে প্রায় দুই কিলোমিটার পর্যন্ত চলে, যা মুজাফফরাবাদের ছাল্লা সেতুতে শেষ হয়।

শ্রীলঙ্কায় সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত, চার কমান্ডোসহ নিহত ৬

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : শ্রীলঙ্কার পূর্বাঞ্চলে একটি সামরিক হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে ছয়জন সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে চারজন কমান্ডো এবং দুইজন বিমানবাহিনীর সদস্য ছিলেন বলে দেশটির সেনাবাহিনী জানিয়েছে। গতকাল শুক্রবার বেল ২১২ মডেলের একটি হেলিকপ্টার মাদুরু ওয়া এলাকায় একটি প্রদর্শনী ফ্লাইটে অংশ নিচ্ছিল। ফ্লাইটটি 'ফাস্ট-রোপিং' নামে পরিচিত সামরিক কৌশল প্রদর্শনের প্রস্তুতির সময় হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি হ্রদে আছড়ে পড়ে। হেলিকপ্টারটিতে মোট ১২ জন আরোহী ছিলেন। দুর্ঘটনায় ছয়জন মারা গেলেও বাকিরা সামান্য আহত হয়ে প্রাণে বেঁচে যান। সেনাবাহিনীর একজন মুখপাত্র বার্তাসংস্থা এএফপিকে জানান, নিহতদের মধ্যে চারজন ছিলেন বিশেষ বাহিনীর কমান্ডো এবং দুইজন ছিলেন বিমানবাহি-নীর গানার। তারা একটি সামরিক গ্র্যাজুয়েশন অনুষ্ঠানে অংশ নেওয়ার জন্য ফ্লাইটটি পরিচালনা করছিলেন। অনুষ্ঠানে হেলিকপ্টার থেকে দড়ি বেয়ে নামার কৌশল দেখানোর পরিকল্পনা ছিল। দুর্ঘটনার পরপরই অনুষ্ঠানের কার্যক্রম বাতিল করা হয় এবং ঘটনাটি তদন্তের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ এখনও জানা যায়নি।

শান্তির আহ্বানে পথচলা শুরু নতুন পোপের

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো এক মার্কিন নাগরিক ক্যাথলিক গির্জার পোপ নির্বাচিত হয়েছেন। গতকাল শুক্রবার প্রথম প্রার্থনায় অংশ নেন পোপ লিও চতুর্দশ। গোটা বিশ্বের নজর এখন সেদিকেই। গতকাল বৃহস্পতিবার ভ্যাটিকানের সিস্টিন চ্যাপেলে গোপন ভোটাভুটির মাধ্যমে ৬৯ বছর বয়সী রবার্ট ফ্রান্সিস প্রেভোস্ট পোপ নির্বাচিত হন। তার জন্ম শিকাগোতে। দীর্ঘ ২০ বছর পেরুতে মিশনারি কাজ করেন। তবে কার্ডিনাল পদ পেয়েছেন মাত্র দু'বছর আগে, ২০২৩ সালে। লিওর পোপ নির্বাচিত হওয়ার খবরে তাকে অভিনন্দন জানান বিশ্ব নেতারা। বৈশ্বিক সংকট মোকাবিলায় একসঙ্গে কাজ করার আগ্রহও প্রকাশ করেন তারা। গতকাল শুক্রবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টায় (বাংলাদেশ সময় বিকেল ৩টা) তিনি সিস্টিন চ্যাপেলে কার্ডিনালদের সঙ্গে একান্ত প্রার্থনায় অংশ নেন। অনুষ্ঠানে পোপ হিসেবে প্রথমবার ধর্মোপদেশ দেন তিনি। ভ্যাটিকান থেকে আয়োজনটি সরাসরি সম্প্রচার করা হয়। ভ্যাটিকান সিটি থেকে এএফপি এই খবর জানায়। এর আগে, গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সেন্ট পিটার্স ব্যাসিলিকার বারান্দায় এসে জনতার সামনে প্রথম ভাষণ দেন লিও চতুর্দশ। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে পূর্বসূরি পোপ ফ্রান্সিসের শান্তির আহ্বানের ছায়া। পোপ লিওর শান্তিপূর্ণ ভাষণ ও ভদ্র আচরণ জনমনেও ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। কার্ডিনাল থাকাকালে প্রেভোস্ট দরিদ্র ও প্রান্তিক মানুষের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের অভিবাসনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে অনলাইনে মত প্রকাশ করেছেন। তারপরও মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, 'একজন মার্কিন নাগরিকের পোপ হওয়া আমাদের জন্য গর্বের বিষয়।' বিশেষজ্ঞদের মতে, পোপ লিও চতুর্দশ হবেন পোপ ফ্রান্সিসের মতোই উদারপন্থি। তবে আরো বেশি সতর্ক ও ভারসাম্যপূর্ণ নেতা। তিনি রক্ষণশীলদের দূরে ঠেলে না দিয়েই গির্জায় সংলাপ ও ঐক্যের পরিবেশ তৈরি করতে পারেন।

কাশ্মীরে ছুটি কাটাতে গিয়ে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার আতঙ্কে পর্যটকরা

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : কাশ্মীরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপভোগ করতে আসা পর্যটকরা এখন আতঙ্কের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। পাহাড়ঘেরা মনোরম হোটেল কক্ষগুলো, যা আগে 'প্রিমিয়াম রুম' হিসেবে বিবেচিত হতো, এখন সেগুলোকে মনে হচ্ছে অত্যন্ত উন্মুক্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ। পর্যটকরা একে একে পাহাড়মুখি কক্ষ ত্যাগ করছেন। পাকিস্তান-শাসিত কাশ্মীরের প্রশাসনিক কেন্দ্র মুজাফফারাবাদের এক হোটেলের কর্মী জানান, এখন আর কোনো অতিথি নেই। যারা আছেন, তাদেরও অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া হবে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির একটি দলকেও নিরাপত্তার কারণে হোটেলের নিচতলায় স্থানান্তর করা হয়। ওই কর্মী আরও বলেন, আজ রাতে কেউ নিয়ন্ত্রণ রেখার দিকে মুখ করে ঘুমাতে চাইবে না। কারণ কেউ জানে না পরক্ষণেই কী হতে পারে। গত দুই রাত ধরে মুজাফফারাবাদসহ আশপাশের এলাকাগুলোতে ছিল বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন।

উত্তর ভারতে বেজে উঠল বিমান হামলার সাইরেন

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, পাকিস্তানের সম্ভাব্য হামলার আশঙ্কায় উত্তর ভারতের আম্বালায় বিমান হামলার সতর্কতা জারি করেছে দেশটির বিমান বাহিনী। আল জাজিরার লাইভ প্রতিবেদন অন্যসারে, স্থানীয় সময় সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে শহরজুড়ে সাইরেন শোনা যায় এবং নাগরিকদের ঘরের ভেতরে থাকার জন্য অনুরোধ করা হয়। জারি করা একটি নির্দেশিকা উদ্ধৃত করে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, 'বিমান বাহিনী স্টেশন থেকে সম্ভাব্য আক্রমণের সতর্কতা পাওয়া গেছে। সাইরেন বাজানো হচ্ছে। সকলকে ঘরের ভেতরে থাকতে এবং বারান্দা থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।' অতিরিক্ত ব্যবস্থা হিসেবে ওই শহরে সম্পূর্ণ ব্ল্যাকআউটের নির্দেশ জারি করা হয়েছে, রাত ৮টা থেকে সকাল ৬টা পর্যন্ত সমস্ত আলো বন্ধ রাখা হবে। অপরদিকে, তীব্র উত্তেজনার মধ্যে ভারত তাদের সমস্ত বন্দর, শিপিং টার্মিনাল এবং শিপইয়ার্ডগুলোকে বর্ধিত নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাস্তবায়নের নির্দেশ দিয়েছে। বার্তা সংস্থা রয়টার্সের বরাতে আল জাজিরার লাইভ প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে। আদেশে বলা হয়েছে, সাম্প্রতিক ঘটনাবলী এবং ভারতীয় উপকূল, বন্দর, টার্মিনাল এবং জাহাজের ওপর সম্ভাব্য হুমকি সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের আলোকে, বর্ধিত নিরাপত্তা ঝুঁকির সময় অতিরিক্ত সুরক্ষামূলক ব্যবস্থা বাস্তবায়ন প্রয়োজন।

ভারতের ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ সিভিল এভিয়েশনের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, জাতীয় সামুদ্রিক নিরাপত্তার স্বার্থে এই নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে এবং এটিকে সর্বোচ্চ জরুরিতা এবং অগ্রাধিকারের সাথে বিবেচনা করা উচিত। কঠোরভাবে মেনে চলা প্রত্যাশিত এবং যে কোনো লঙ্ঘনকে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখা হবে। চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ভারত উত্তরাঞ্চলের ২৪টি বিমানবন্দরে বেসামরিক বিমান চলাচল স্থগিত করার পর বন্দরগুলোতে এই আদেশ জারি করলো।

ভারতের নির্দেশে ৮০০০ অ্যাকাউন্ট ব্লক করছে এক্স

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : ভারত সরকারের নির্দেশনায় আট হাজার অ্যাকাউন্ট ব্লক করছে ইলন মাস্কের মালিকানাধীন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স (সাবেক টুইটার)। ব্লকের তালিকায় পাকিস্তানের গণমাধ্যম ডন এবং জিও টিভি-র অ্যাকাউন্টসহ দেশটির অনেক সাংবাদিকের অ্যাকাউন্ট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এক্স-এর গ্লোবাল গভর্নমেন্ট অ্যাফেয়ার্স গতকাল শুক্রবার এক বিবৃতিতে এই তথ্য জানিয়েছে। তবে এই নির্দেশকে নাগরিকদের মতপ্রকাশের স্বাধীনতার পরিপন্থি বলে উল্লেখ করা হয়েছে বিবৃতিতে। এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করা বিবৃতি বলা হয়েছে, সরকারি আদেশ মান্য করতে আমরা নির্দিষ্ট অ্যাকাউন্টগুলো কেবলমাত্র ভারতে ব্লক করবো। আমরা সেই প্রক্রিয়া শুরু করেছি। তবে ভারত সরকারের দাবির সঙ্গে আমরা একমত নই।

২০ বছরের মধ্যে নিজের ৯৯% সম্পদ দান করবেন বিল গেটস

আন্তর্জাতিক ডেস্ক : আগামী ২০ বছরের মধ্যে নিজের বিশাল সম্পদের ৯৯% দান করার ইচ্ছা পোষণ করেছেন মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা বিল গেটস। তিনি জানিয়েছেন, নিজ ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে দানকে আরও ত্বরান্বিত করা হবে। ২০৪৫ সালে এই কার্যক্রম শেষ করার পরিকল্পনা রয়েছে। গত বৃহস্পতিবার একটি ব্লগ পোস্টে বিল গেটস লিখেছেন, আমি মারা গেলে মানুষ আমার সম্পর্কে অনেক কিছু বলবে, কিন্তু আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ যে, তাদের মধ্যে থেকে কেউ যেন বলতে না পারেন - 'তিনি ধনী অবস্থায় মারা গেছেন'। ৬৯ বছর বয়সী গেটস বলেন, তার নামকরণ করা ফাউন্ডেশন ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য ও উন্নয়ন প্রকল্পে ১০০ বিলিয়ন ডলার দান করেছে। তিনি আশা করেন, আগামী দুই দশক ধরে বাজার এবং মুদ্রাস্ফীতির ওপর নির্ভর করে আরও ২০০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হবে। ব্লগ পোস্টে গেটস ১৮৮৯ সালে ধনকুবের অ্যান্ড্রু কার্নেগির লেখা 'দ্য গসপেল অফ ওয়েলথ' নামক একটি প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়েছেন, যেখানে যুক্তি দেওয়া হয়েছে, ধনী ব্যক্তিদের উচিৎ তাদের সম্পদ সমাজে ফিরিয়ে দেওয়া। বিল গেটস কার্নেগির কথা উদ্ধৃত করেছেন: 'যে ব্যক্তি ধনী হয়ে মারা যায়, সে অপমানিত হয়ে মারা যায়।' প্রাথমিকভাবে তিনি এবং তার প্রাক্তন স্ত্রী মেলিন্ডা পরিকল্পনা করেছিলেন, গেটস ফাউন্ডেশন তাদের মৃত্যুর পরেও কয়েক দশক ধরে কাজ চালিয়ে যাবে। এই পরিবর্তন সম্পর্কে জানতে চাইলে গেটস বৃহস্পতিবার বিবিসির নিউজআওয়ারকে বলেন, ২০ বছরের মধ্যে আরও ধনী ব্যক্তি আসবেন, যারা ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জগুলো আরও ভালভাবে মোকাবেলা করতে পারবেন।'এটা আসলে জরুরিতার কথা। আমরা যদি চিরস্থায়ী হওয়ার চেষ্টা না করি, তবে আমরা আরও অনেক বেশি ব্যয় করতে পারি এবং আমি জানি যে, ব্যয়টি আমার মূল্যবোধের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ হবে।' ব্লুমবার্গের মতে, বিশ্বের পঞ্চম ধনী ব্যক্তি মাইক্রোসফটের প্রতিষ্ঠাতা ৯৯% সম্পদ দান করলেও একজন বিলিয়নিয়ার থেকে যাবেন। ব্লগ পোস্টে গেটস তার সম্পদের একটি টাইমলাইনও শেয়ার করেছেন। যেখানে তার বর্তমান মোট সম্পদের পরিমাণ ৳১০৮ বিলিয়ন দেখানো হয় এবং একটি হাতে আঁকা তীর চিহ্ন দিয়ে ২০৪৫ সালে শূন্যের কাছাকাছি নেমে আসবে বলে ইঙ্গিত করা হয়। গেটস আরও বলেন, ফাউন্ডেশন তার মোট দান থেকে ২০০ বিলিয়ন ডলার দান করবে। পল অ্যালেনের সাথে গেটস ১৯৭৫ সালে মাইক্রোসফট প্রতিষ্ঠা করেন এবং কোম্পানিটি কম্পিউটার সফটওয়্যার এবং অন্যান্য প্রযুক্তি শিল্পে একটি প্রভাবশালী শক্তি হয়ে ওঠে। গেটস এই শতাব্দীতে ধীরে ধীরে কোম্পানি থেকে সরে আসেন, ২০০০ সালে প্রধান নির্বাহী পদ থেকে পদত্যাগ করেন এবং ২০১৪ সালে চেয়ারম্যান পদ থেকে পদত্যাগ করেন। তিনি বলেন, বিনিয়োগকারী ওয়ারেন বাফেট এবং অন্যান্য দানশীল ব্যক্তিদের কাছ থেকে তিনি অর্থ দান করতে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। তবে তার ফাউন্ডেশন নিয়ে কিছু সমালোচকরা বলছেন, গেটস কর এড়াতে তার দাতব্য মর্যাদা ব্যবহার করেন এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর এর অযৌক্তিক প্রভাব রয়েছে। ব্লগ পোস্টে বিল গেটস তার ফাউন্ডেশনের তিনটি প্রধান লক্ষ্য তুলে ধরেছেন: মা ও শিশুদের হত্যাকারী প্রতিরোধযোগ্য রোগ নির্মূল করা; ম্যালেরিয়া এবং হামসহ সংক্রামক রোগ নির্মূল করা এবং লক্ষ লক্ষ মানুষের দারিদ্র্য দূর করা। গেটস বৈদেশিক সাহায্য বাজেট কমানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং ফ্রান্সের সমালোচনাও করেছেন। ব্লগ পোস্টে তিনি লিখেছেন, বিশ্বের ধনী দেশগুলো তাদের দরিদ্রতম জনগণের পক্ষে দাঁড়াবে কি না, তা স্পষ্ট নয়। তবে আমরা একটি বিষয়ের নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, সমস্ত কাজে গেটস ফাউন্ডেশন মানুষ এবং দেশগুলোকে দারিদ্র্য থেকে বের করে আনার প্রচেষ্টাকে সমর্থন করবে। নিউজ আওয়ারের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি আরও স্পষ্টবাদী ছিলেন।

বিনোদন

'নীলচক্র' সিনেমায় গাইবেন র‌্যাপার জালালী শাফায়াত

বিনোদন ডেস্ক : আসন্ন ঈদুল আযহাতে মুক্তির অপেক্ষায় থাকা আরিফিন শুভর 'নীলচক্র' সিনেমায় দেখা যাবে র‌্যাপার জালালী শাফায়াতকে। 'এই অন্ধকারের শহরে' শিরোনামে একটি গানে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি সিনেমাটিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে দেশের এই র?্যাপারকে। এরইমধ্যে অন্তর্জালে মুক্তি পেয়েছে 'এই অন্ধকারের শহরে'। গানটির কথা লিখেছেন গায়ক শাফায়াত নিজেই। আর সংগীত করেছেন আরেক জনপ্রিয় সংগীত তারকা বালাম। প্রকাশিত গানটির দৃশ্যে দেখা গেছে, একটি টিনেজ ডিজে পার্টিতে গানটি গাইছেন জালালী শাফায়াত, সেখানে উপস্থিত আছেন বালাম নিজেও। সিনেমাটি পরিচালক মিঠু খান বলছেন, এই গানের মাধ্যমে জালালী শাফায়াত প্রথমবার কোন সিনেমায় কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি অভিনয়ও করেছেন। গানটি সিনেমার গল্পের সঙ্গে খুবই সম্পর্কিত। গল্পের সঙ্গে মিল রেখে শাফায়াত গানের কথাও লিখেছেন সেখানে। আশা করি দর্শক ঈদে আমাদের সমসাময়িক গল্প দেখতে পারে 'নীলচক্র' সিনেমায়। ব্যাপার জালালী শাফায়াত বলছেন, র?্যাপার চরিত্রে এবার সিনেমাতে অভিনয় করেছি। দর্শক আমাকে সেভাবেই সিনেমাতে পাবেন। আশা করছি, ঈদে 'নীলচক্র' সিনেমাটি দর্শক উপভোগ করবেন। কারণ সিনেমার গল্পটা এখনকার যুব সমাজের; গানে গানে আমি সেই কথাই বলার চেষ্টা করেছি। ' 'নীলচক্র' সিনেমা মাধ্যমে প্রথমবার একসঙ্গে অভিনয় করলেন আরিফিন শুভ ও মন্দিরা চক্রবর্তী। প্রযুক্তির কল্যাণে বিভিন্ন মাধ্যমে নেশায় বুঁদ হয়ে আছে নতুন প্রজন্ম। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে নানা ফাঁদ তৈরি করে অনেকেই নিজেদের কার্যসিদ্ধি করে নিচ্ছেন। অনেকেই পা দিচ্ছেন সেই ফাঁদে। প্রযুক্তির সেই ফাঁদের গল্প নিয়ে তৈরি হয়েছে 'নীলচক্র'। পরিচালক মিঠু খানের সঙ্গে যৌথভাবে 'নীলচক্র' সিনেমার চিত্রনাট্য করেছেন নাজিম উদ দৌলা ও অঞ্জন সরকার। সিনেমাটিতে আরও অভিনয় করেছেন ফজলুর রহমান বাবু, শিরীন আলম, খালেদা আক্তার কল্পনা, শাহেদ আলী, টাইগার রবি, মনির আহমেদ শাকিল, প্রিয়ন্তী উর্বী, মাসুম রেজওয়ান প্রমুখ। ফিল্ম ফায়োস প্রোডাকশন প্রযোজিত ও ফিল্ম লাইফ প্রোডাকশন নিবেদিত সিনেমাটি যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে আমেরিকান ফিল্ম মার্কেটে বিশ্ব প্রিমিয়ার হয়ে এবার আসছে ঈদুল আযহায় দেশে মুক্তি পেতে চলেছে 'নীলচক্র'।

বিনোদন অঙ্গনের ওপর কঠোর সিদ্ধান্ত নিল ভারত

বিনোদন ডেস্ক : পাকিস্তানে ভারতের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালানো তথা 'অপারেশন সিঁদুর' নিয়ে উত্তেজনার পারদ তুঙ্গে। আর এ পরিস্থিতিতে বিনোদন অঙ্গনের ওপর কঠোর সিদ্ধান্ত নিল ভারত সরকার। পাকিস্তানি তারকাদের পর এবার পাকিস্তানের ছবি, সিরিজও নিষিদ্ধ করল দেশটি। গত বৃহস্পতিবার ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এক বিবৃতি জারি করা হয়। তাতে বলা হয়, ভারতীয় ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, অবিলম্বে পাকিস্তানের ওয়েব সিরিজ, ছবি, গান, পডকাস্টের সম্প্রচার বন্ধ করে দিতে হবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে। প্রসঙ্গত, গত ২২ এপ্রিল পেহেলগামে সশস্ত্র গোষ্ঠীর হামলার পর পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নতুন করে ক্ষোভ সৃষ্টি করে ভারত। এর ফলে রোষানলে পড়তে হয়েছে পাকিস্তানি তারকাদেরও। শোক প্রকাশ করেও ভারতীয়দের কাছ থেকে কটাক্ষের শিকার তারা। এরপর বলিউডের ফিল্ম সংগঠনগুলোর পক্ষ থেকে পাকিস্তানি তারকাদের ভারতের বিনোদন দুনিয়ায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এমন পরিস্থিতিতে গত মঙ্গলবার গভীর রাতে পাকিস্তানের প্রত্যাঘাতে অপারেশন সিঁদুর জারি রেখেছে ভারত।

কোরবানি ঈদে প্রেক্ষাগৃহে আসছে যেসব সিনেমা

বিনোদন ডেস্ক : ঈদুল ফিতরের সিনেমা এখনো চলছে প্রেক্ষাগৃহে। এরই মধ্যে শুরু হয়ে গেছে ঈদুল আজহার সিনেমার প্রস্তুতি। বছরের যে দুটি উৎসবে সর্বাধিক ছবি মুক্তি পায়, তার একটি ঈদুল আজহা। আসছে ঈদে মুক্তির মিছিলে ৭টি বাংলাদেশি সিনেমা। তারমধ্যে আছে 'তাণ্ডব'। এ সিনেমা দিয়ে আবারও বক্স অফিসে ঝড় তুলতে হাজির হবেন দেশসেরা নায়ক শাকিব খান। এছাড়াও থাকবে অন্য ৬ নায়কের সিনেমা। সেগুলো নিয়েই এই আয়োজনে- **তাণ্ডব,** আসন্ন ঈদে দর্শক আগ্রহের তুঙ্গে থাকা সিনেমাটি হচ্ছে শাকিব খান অভিনীত 'তাণ্ডব'। 'তুফান'-এর পর আবারও শাকিবকে নিয়ে ছবি বানাচ্ছেন পরিচালক রায়হ-ান রাফী। এবার শাকিবের বিপরীতে প্রধান নায়িকা হিসেবে থাকবেন ছোট পর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাবিলা নূর। আর এর মাধ্যমে বড় পর্দায় অভিষেক হতে যাচ্ছে সাবিলার। ছবিতে সাংবাদিকের ভূমিকায় দেখা যাবে দুই বাংলায় বহুল সমাদৃত অভিনেত্রী জয়া আহসানকেও। এছাড়া ৪০ সেকেন্ডের একটি ক্যামিওতে দেখা দেবেন বর্তমান সময়ের ব্যস্ততম তারকা শরিফুল রাজ। রায়হান রাফী নিজেই চলচ্চিত্রটির মূল গল্প লিখেছেন। চিত্রনাট্যে রাফীর সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করেছেন আদনান আদিব খান। **পিনিক,** শবনম বুবলীকে প্রথমবারের মতো খলনায়িকার ভূমিকায় দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন ভক্তরা। কিন্তু তাদের এই প্রতীক্ষা দীর্ঘায়িত করে বারবার পিছিয়ে যাচ্ছে ছবি মুক্তির দিনক্ষণ। তবে এবারের কুরবানীর ঈদে চূড়ান্ত মুক্তির কথা চলছে জাহিদ জুয়েল পরিচালিত এই সিনেমাটির। সিনেমায় তার প্রধান সহশিল্পী হিসেবে রয়েছেন আদর আজাদ। ২০২২-এর 'তালাশ' এবং ২০২৩-এর 'লোকাল'-এর পর 'পিনিক' বুবলী-আদর জুটির তৃতীয় কাজ। থ্রিলার, সাসপেন্স ও অ্যাকশনে ভরপুর ছবিটিতে প্রাধান্য পেয়েছে জিঘাংসা, প্রতিশোধ, এবং পাল্টা প্রতিশোধের গল্প। চিত্রনাট্যে রয়েছেন আখিউজ্জামান মেনন। বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে রয়েছেন আলী রাজ, ফজলুর রহমান বাবু ও আজাদ আবুল কালামের মতো অভিনেতারা। এছাড়াও আছেন সমু চৌধুরী, মাসুম বাশার, মোমেনা চৌধুরী, এ কে আজাদ সেতু, শরীফ সিরাজ, নাফিস আহমেদ বিন্দু, এবং জয়িতা মহলানবীশ। ইউরো বাংলা এন্টারটেইনমেন্ট-এর সাথে সিনেমার সহ-প্রযোজনা করেছেন অভিনেতা শিমুল খান। **ইনসাফ,** ছোট পর্দার দর্শকনন্দিত অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণের নতুন সিনেমার নাম 'ইনসাফ'। ওয়েব চলচ্চিত্রের বাইরে বাংলাদেশে এটি ফারিণের দ্বিতীয় ছবি।

এবার বলিউডের পর্দায় আসছে 'অপারেশন সিঁদুর'!

বিনোদন ডেস্ক : কাশ্মিরের পেহেলগামে হামলার জেরে ভারত ও পাকিস্তান- এই দুই প্রতিবেশী দেশের মাঝে সপ্তাহখানিক ধরে চলছিল তীব্র উত্তেজনা। এরপর গত বুধবার মধ্যরাতে পাকিস্তানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালিয়ে একরকম আগুনে ঘি ঢালে ভারত; যার নাম দেওয়া হয় 'অপারেশন সিঁদুর'। আর সে ঘটনাই এবার পর্দায় আনতে যাচ্ছে বলিউড। সীমান্তে খানিক উত্তেজনা হলেই যা পর্দায় চলে আসে, সেখানে ক্ষেপণাস্ত্র হামলার মতো বিষয় ভারত পর্দায় ফুটিয়ে তুলবে না, সেটি বলার বাকি রাখে না। ভারত-পাকিস্তানের এমন পাল্টাপাল্টি হামলা যে একদিন সিনে পর্দায় আসবে, তা অনুমেয় ছিল দর্শকদের কাছেও। অবশেষে দর্শকদের সেই প্রতিক্ষার অবসান ঘটতে চলেছে হয়তো। ভারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যেকোনো যুদ্ধ, সংঘাত কিংবা দ্বন্দ্বের পরিণাম বা ফলাফল যেমনই হোক, সিনে পর্দায় দেখানো হয়েছে ভারতীয় সেনাদের সাফল্য, বীরত্ব। বলা বাহুল্য, 'অপারেশন সিঁদুর' সিনেপর্দায় আসলেও হয়তো ফুটে উঠবে এমনই কিছু। তবে যে কথা সেই কাজ!

চালু হলো এশিয়ান চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য শর্ট ফিল্ম ফান্ড

বিনোদন ডেস্ক : হংকং ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সোসাইটি এবং নাউনেস এশিয়া যৌথভাবে এশিয়ান শর্ট ফিল্ম ফান্ড চালু করেছে। এই তহবিলের লক্ষ্য হলো এশিয়া অঞ্চলের উদীয়মান পরিচালক ও প্রযোজকদের অর্থ সহায়তা ও শিল্প নির্দেশনা প্রদান। ফান্ডটির সফটওয়ার লঞ্চ হয় গত মার্চে। তখন হংকং ফিলমার্কেট চলছিল। এতে ছবি জমা দেয়া যাবে ৭ মে থেকে ১৫ জুন পর্যন্ত। জানা গেছে, প্রথম ধাপে তিনটি শর্ট ফিল্ম প্রজেক্ট নির্বাচন করা হবে। এ তিনটি ছবি সর্বোচ্চ ৩৫,০০০ ডলার পর্যন্ত অনুদান পাবে। পাশাপাশি নির্বাচিতরা এশিয়ার খ্যাতনামা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের কাছ থেকে মেন্টরশিপ, এবং স্ক্রিপ্ট থেকে প্রোডাকশনসহ নানা রকম সহায়তা পাবেন। এই শর্ট ফিল্মগুলো ২০২৬ সালে হংকং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের ৫০তম আসরে প্রিমিয়ার হবে। হংকং ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক অ্যালবার্ট লি বলেন, 'আমরা এশিয়ার সাহসী, মৌলিক গল্পের নির্মাতাদের উৎসাহিত করতে চাই। শিল্প ও সৃজনশীলতার মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করে আমরা এমন গল্প তুলে আনতে চাই যা এই অঞ্চলের বৈচিত্র্য ও গতিশীলতাকে তুলে ধরে।

নতুন করে প্রেমে পড়েছেন সামান্থা

অভিনেতা নাগা চৈতন্যের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর প্রায় চার বছর পার হয়েছে। সম্প্রতি গুঞ্জন শোনা যায়, নতুন করে নাকি এক নির্মাতার প্রেমে পড়েছেন সামান্থা রুথ প্রভু। অভিনেত্রীর সামাজিকমাধ্যমের পোস্ট সেই জল্পনাই আবার উসকে দিল। গত বুধবার বেশ কয়েকটি ব্যক্তিগত ছবি পোস্ট করেছেন সামান্থা। সেখানেই দেখা গিয়েছে পরিচালক রাজ নিদিমরুকে। সেই পোস্টে অভিনেত্রী লেখেন, পথটা অনেক লম্বা ছিল। এখন আমরা এখানে।

নতুন শুরু। সামান্থার এই পোস্ট ঘিরেই আপাতত শোরগোল অনুরাগীদের মধ্যে। এই ছবির মাধ্যমেই সামান্থা প্রেমের গুঞ্জনে সিলমোহর দিলেন বলেই মনে করছেন ভক্তরা। এদিকে শোনা যাচ্ছে, সামান্থা নাকি জানিয়েছেন, এই নতুন শুরুর অর্থ প্রযোজক হিসেবে কাজ করা। আপাতত তিনি প্রেমে নেই বলেই দাবি ভারতের দক্ষিণী সিনেমার এই অভিনেত্রীর। প্রসঙ্গত, ২০১০ সালে তেলুগু সিনেমা 'ইয়ে মায়া চেসাভে'র সেটে সামান্থা ও দক্ষিণী সুপারস্টার নাগার্জুনের ছেলে নাগা চৈতন্যর প্রেম শুরু হয়। ২০১৭ সালে তাদের দুজনের বিয়ে হয়। কিন্তু সংসার বেশি দিন টেকেনি। ২০২১ সালে দু'জনের বিচ্ছেদের ইঙ্গিত পাওয়া যায় যখন সামান্থা নিজের সামাজিকমাধ্যম প্রোফাইল থেকে আক্কিনেনি পদবী বাদ দেন। পরবর্তীতে সত্যিই করে আলাদা হয়ে যান দু'জনে। এরপর নাগা বিয়ে করে সংসারী হলেও সামান্থা একাই রয়েছেন।

পাইরেসির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিলেন 'বরবাদ'র প্রযোজক

বিনোদন ডেস্ক : প্রেক্ষাগৃহে ঝড় তোলার মাঝেই পাইরেসির শিকার হয় শাকিব খানের 'বরবাদ'। সপ্তাহখানেক ধরে বিভিন্ন সাইট, এফটিপি সার্ভারে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই সিনেমাটি। তবে হলপ্রিন্ট নয়, পুরো প্রিমিয়াম অর্থাৎ 'এইচডি' ভার্সনেই দেখা যাচ্ছে 'বরবাদ'। বলা বাহুল্য, ছবিটি পাইরেসি হওয়ায় বেশ ক্ষতির মুখে সিনেমাটির প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটি; লাভের অনেক অংশই তুলনামূলক কম আসছে। তবে এ নিয়ে চুপ নেই 'বরবাদ' এর প্রযোজক শাহরিন আক্তার সুমি ও আজিম হারুন। তাই তো পাইরেসির সঙ্গে জড়িতদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন তারা। গত বৃহস্পতিবার দুপুরে 'বরবাদ' পাইরেসির বিরুদ্ধে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সেখানে প্রযোজক শাহরিন আক্তার সুমী বলেন, 'অনেকে ক্ষোভ ঝেড়ে বলছে, আমরা কেন চুপ আছি! কিন্তু চুপ ছিলাম না। যে রাত থেকে আমরা জানতে পেরেছি ঠিক তখন থেকে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছি।' সুমী বলেন, 'কালপ্রিট (এর সঙ্গে জড়িত যারা) তাদের ধরার জন্য শুরু থেকে তৎপর আছি। তদন্ত চলছে। দেশের আইনের প্রতি আস্থা রয়েছে। এই দণ্ডনীয় অপরাধ যারা করেছে আশা করছি শিগগির আইন তাদের মুখোশ উন্মোচন করবে।' এই প্রযোজক বলেন, 'বরবাদ ঠান্ডা মাথায় প্ল্যান করে দেশ থেকে পাইরেসি করা হয়েছে। কারণ, বিদেশে যেটা পাঠানো হয়েছে সেখানে অনেক পার্থক্য রয়েছে। এই এইচডি কোয়ালিটির ভিডিও অনলাইনে ছেড়ে দেওয়া সহজ কথা নয়।' ক্ষতির কথা তুলে ধরে সুমী বলেন, 'এখন ৭৫ কোটি টাকার মতো গ্রস কালেকশন হয়েছে।

যদি পাইরেসি না হতো আমাদের টার্গেট ১০০ কোটি ছাড়িয়ে যেত। এই সাফল্য কেউ কেউ নিতে পারেনি। এজন্য তারা ঠান্ডা মাথায় বরবাদ পাইরেসি করেছে। তারা চাচ্ছে, আমি থেমে যাই।' ইতোমধ্যে গুলশান থানায় এফআইআর ও ডিবি সাইবারে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছেন এই প্রযোজক। রিয়েল এনার্জি প্রডাকশনের ব্যানারে নির্মিত 'বরবাদ' পরিচালনা করেছেন মেহেদী হাসান হৃদয়। সিনেমাটিতে শাকিব খানের নায়িকা হিসেবে অভিনয় করেছেন ইধিকা পাল। আরো আছেন মিশা সওদাগর, ফজলুর রহমান বাবু, শহীদুজ্জামান সেলিম, যীশু সেনগুপ্ত, শ্যাম ভট্টাচার্য প্রমুখ। এছাড়া আইটেম গানে পারফর্ম করেছেন ওপার বাংলার অভিনেত্রী নুসরাত জাহান।

কৃষকের ঘরে উঠছে সোনালি ধান। কৃষকের ধান ঘরে তোলার এই ব্যস্ততা যেন এক নতুন জীবনের গান। পিয়ারপুর, কৈজুরী, ফরিদপুর।

বীরগঞ্জে ৩ হাজার সবজি গাছ কেটে দিয়েছে দুর্বৃত্তরা

বীরগঞ্জ, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের বীরগঞ্জে রাতের আধারে ৩ হাজার সবজি গাছ কেটে দিয়েছে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা। এতে ৫লক্ষ টাকা ক্ষতি হয়েছে বলে দাবি করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক। জানা গেছে, উপজেলার সুজালপুর ইউনিয়নের বড় শীতলাই গ্রামে অজ্ঞাত দুর্বৃত্তরা সবজি চাষী আবুল কালাম আজাদের প্রায় ২একর জমির ৯০০টি করলা গাছ এবং ২০০০ঝিঙ্গা গাছ কেটে দিয়ে পালিয়ে যায়। গতকাল শুক্রবার সকালে সবজি গাছের পরিচর্চা করতে গিয়ে গাছের গোড়া কাটা দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন সবজি চাষী আবুল কালাম আজাদ। এ ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আবুল কালাম আজাদ কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, "আমি কোনোদিন কারো ক্ষতি করিনি, তবে কেন এতোবড় ক্ষতি করলো আমার। কারো কোনো ক্ষতি না করেও আজ আমাকে পথে বসতে হচ্ছে।

আমার ক্ষেতের গাছ কেটে দিয়ে আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে দিয়েছে তারা। তিনি জানান, সাড়ে ৩একর জমি রয়েছে তার। এরমধ্যে প্রায় ২একর জমিতে প্রায় ৯০০টি করলা ও ২০০০টি ঝিঙ্গা গাছের চারা রোপন করেছিলেন। ক্ষেতে ফসল আসা শুরু করেছে। দুর্বৃত্তরা রাতের আধারে ফসলসহ গাছের গোড়া কেটে দিয়ে যায়। ঘটনার নিন্দা জানিয়ে প্রতিবেশি আব্দুল মালেক মাস্টার বলেন, ঘটনাটি ন্যাকার জনক। গাছে সাথে এতো বড় নির্মমতা বিবেক বর্জিত মানুষের দ্বারা সম্ভব। যারা এই ন্যাক্কারজনক কাজ করেছে তাদের দৃষ্টান্তমূলক বিচার হওয়া উচিত।

বীরগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আব্দুল গফুর বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, "আমরা একটি লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এ ঘটনায় এলাকায় চরম ক্ষোভ জানিয়ে দোষীদের শনাক্ত করে আইনের আওতায় আনার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

লালমোহনে ট্রলি-স্কুল বাস সংঘর্ষে হেল্পার নিহত

লালমোহন, ভোলা প্রতিনিধি : ভোলার লালমোহনে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বাড়ি ফেরার পথে মালবাহী ট্রলির ধাক্কায় ধমুড়ে মুছড়ে গেছে স্কুল বাস। এতে বাসের শিশু হেল্পারের মৃত্যু হয়েছে। তার নাম লিমন। আহত হয়েছে বাসের চালকসহ ৭জন শিক্ষার্থী। লালমোহন ডাওরী বাজারের দক্ষিণ পাশে প্রধান সড়কে এই দুর্ঘটনা ঘটে। জানা গেছে, লালমোহন পৌর শহরের ৮নং ওয়ার্ডে অবস্থিত প্রাইভেট শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হা-মীম রেসিঃ স্কুল এন্ড কলেজের ৭নং স্কুল বাসটি রাতে ছুটি শেষে শিক্ষার্থীদের নিয়ে বাড়ির উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেয়। পথিমধ্যে ঘটনাস্থলে একটি মালবাহী ট্রলির সাথে মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। এতে বাসটি ধুমড়ে মুছড়ে যায়। শিক্ষার্থী ও বাসের চালক হেল্পারদের স্থানীয়রা উদ্ধার করে লালমোহন উপজেলা স্বাস্থ্যকমপ্লেক্সে আনলে চালক ও হেল্পার লিমনের অবস্থা আশংকাজনক দেখে তাদের বরিশাল রেফার্ড করে। বরিশাল নিলে গতকাল শুক্রবার সকাল ৯টার দিকে হেল্পার লিমনের মৃত্যু হয়। তার বয়স ১৩- ১৪ বছর। লিমনের বাড়ি বোরহানউদ্দিন উপজেলার মনিরাম এলাকায়। ময়নাতদন্ত ছাড়াই গতকাল শুক্রবার জুমার পরে দাফন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, উক্ত প্রতিষ্ঠানের সব কয়টি স্কুল বাসের হেল্পারের বয়স কম। প্রতিষ্ঠানের মালিক রুহুল আমিনের বিরুদ্ধে জুলাই-আগস্টের বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে ছাত্র হত্যা মামলা রয়েছে। লালমোহন থানার অফিসার ইনচার্জ মোঃ সিরাজুল ইসলাম জানান, স্কুল বাস ও ট্রলির সংঘর্ষের ঘটনায় মামলা হয়েছে। দুর্ঘটনার পরে স্কুলের বাসের হেল্পার লিমন বরিশাল মেডিকেলে মারা গেছে। এবিষয়ে আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

কালীগঞ্জে ইয়াবাসহ মাদক ব্যবসায়ি গ্রেফতার

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থানা পুলিশের অভিযানে ৬৯ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আনসার আলী (২২) নামে এক মাদক ব্যবসায়িকে গ্রেফতার করেছে। গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ি কালীগঞ্জ কাশিপুর গ্রামের ইদ্রিস আলীর ছেলে। কাশিপুর রেলগেট এলাকা থেকে ৬৯ পিস ইয়াবা সহ তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃত মাদক ব্যবসায়ি আনসার দীর্ঘদিন ধরে উপজেলার বিভিন্ন স্থানে মাদক বিক্রি করতো। সে এর আগেও একাধিকবার মাদকসহ আইন শৃঙ্খলা বাহিনী গ্রেফতার করেছে। তার নামে একাধিক মাদক মামলা রয়েছে। কালীগঞ্জ থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) শহিদুল ইসলাম হাওলাদার জানান, জেলা পুলিশ সুপার মনজুর মোরশেদ (বিপিএম) এবং সদর সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মাহফুজুর রহমানের নির্দেশনায় বিভিন্ন স্থানে পুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান অব্যাহত আছে। কালীগঞ্জ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে মামলা হয়েছে, মামলা নং-১০/৮১ আসামীকে গতকাল শুক্রবার সকালে আদালতের মাধ্যমে জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে।

বাংলাদেশ ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে মসজিদভিত্তিক শিশু ও গণশিক্ষা কার্যক্রমে ২০১৭ সাল থেকে শিশুদের পড়ান সালমা খাতুন। মূলত অক্ষরজ্ঞান ও লেখা শিখার জন্য এখানে আসেন শিক্ষার্থীরা। ভবানীপুর, মালিগাছা, পাবনা।

বিরামপুরে গ্যাসের আগুনে দগ্ধ হয়ে গৃহবধূর মৃত্যু

হিলি, দিনাজপুর প্রতিনিধি : দিনাজপুরের বিরামপুর উপজেলার দিওড় ইসলামপাড়া গ্রামে সিলিণ্ডার গ্যাসের আগুনে দগ্ধ হওয়া এক গৃহবধুকে চিকিৎসার জন্য ঢাকায় নেওয়ার পথে ঘটনার তদন্তকারী কর্মকর্তা থানার উপ-পরিদর্শক আব্দুর রহিম জানান, দিওড় ইসলামপাড়া গ্রামের শরিফুল ইসলামের স্ত্রী কমলা বেগম (৩৯) গত বৃহস্পতিবার দুপুরে নিজ বাড়িতে রান্না ঘরে সিলিণ্ডার গ্যাসের চুলা জ্বালাতে যান। চুলার পাইপে লিকেজ থাকায় আগে থেকেই গ্যাস বের হয়ে রান্না ঘরে জমে ছিল। চুলা জ্বালানোর সাথে সাথে আগুনে রান্না ঘর জ্বলে ওঠে। এতে গৃহবধূ কমলা বেগম গুরুত্বর ভাবে দগ্ধ হন। তাকে চিকিৎসার জন্য রংপুর হাসপাতালে নিলে সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। ঢাকার হাসপাতালে পৌঁছার আগেই ঢাকার গাবতলীতে তার মৃত্যু ঘটে।

মোটরসাইকেলের ধাক্কায় বৃদ্ধ পথচারী নিহত

বরিশাল প্রতিবেদক : মহাসড়ক পারাপারের সময় বেপরোয়াগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় আব্দুর রশিদ মোল্লা (৬৩) নামের এক বৃদ্ধ নিহত হয়েছেন। নিহত রশিদ জেলার গৌরনদী উপজেলার উত্তর পালরদী গ্রামের মৃত মোসলেম মোল্লার ছেলে। তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে গৌরনদী হাইওয়ে থানার ওসি মো. আমিনুর রহমান জানান, গত বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত নয়টার দিকে ঢাকা-বরিশাল মহাসড়কের উত্তর পালরদী এলাকার রাস্তা পারাপারের সময় অজ্ঞাতনামা বেপরোয়াগতির মোটরসাইকেলের ধাক্কায় গুরুত্বর আহত হয় বৃদ্ধ রশিদ মোল্লা। তাকে উদ্ধার করে প্রথমে উপজেলা হাসপাতালে ও পরে উন্নত চিকিৎসার জন্য বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। ওইদিন দিবাগত রাত তিনটার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রশিদ মোল্লা মৃত্যুবরন করেন।

কালীগঞ্জে ৪ টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ভয়াবহ আগুন

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : ঝিনাইদহের কালীগঞ্জে ৪ টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে ভয়াবহ আগ্নিকান্ডের ঘটনা ঘটেছে। কালীগঞ্জ উপজেলার সাকোর বাজারে এ ঘটনা ঘটে। ফায়ার সার্ভিস ও স্থানীয়রা জানায়, রাত ১০ টার দিকে ওই বাজারের তেল ব্যবসায়ী আব্দুল আজিজের দোকানে বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সুত্রপাত হয়। মুহুর্তের মধ্যে তা দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। আগুনের লেলিহান শিখা আশপাশের দোকানেও ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে কালীগঞ্জ, কোটচাঁদপুর ও যশোর থেকে ফায়ার সার্ভিসের ৫ টি ইউনিট ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগীতায় ৪ ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রনে আনে। ততক্ষণে পুড়ে ছাই হয়ে যায় ওই ৪ টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের সকল মালামাল। আগুন নিয়ন্ত্রন করতে গিয়ে আহত হয়েছেন ফায়ার সার্ভিসের ৪ জন সদস্য। ফায়ার সার্ভিসের যশোর অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক মো: আলী সাজ্জাদ বলেন, তেলের দোকানের আগুন হওয়ার কারণে তা ভয়াবহ ছিলো।

দাকোপে শিক্ষক সমিতির ভবন উদ্বোধন

দাকোপ, খুলনা প্রতিনিধি : দাকোপে উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির ভবনের ৩য় তলা উদ্বোধন হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বেলা ১১ টায় উপজেলা সদর চালনায় সমিতির কার্যালয় চত্বরে দাকোপ উপজেলা নির্বাহী অফিসার আসমত হোসেন প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে ভবনের নব-নির্মিত অংশ উদ্বোধন করেন। উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি আশিষ কুমার মন্ডলের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ সোহেল হোসেন। অনুষ্ঠানের শুরুতে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআন, গীতা ও বাইবেল থেকে পাঠ করেন যথাক্রমে মোঃ গোলাম রহমান, বেবী কয়াল ও ডরথী পাটোয়ারী।

ঢাকা থেকে বরিশালের হত্যা মামলার প্রধান আসামি গ্রেপ্তার

বরিশাল প্রতিবেদক : রাজধানী ঢাকার শ্যামপুর এলাকা থেকে বরিশালের হিজলা উপজেলার আলোচিত শরীফ তফাদার হত্যা মামলার পলাতক প্রধান আসামি বাবুল আকনকে (২২) গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। গতকাল শুক্রবার সকালে তথ্যের সত্যতা নিশ্চিত করে সদ্য যোগদানকৃত হিজলা থানার ওসি শেখ মো. আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে থানার এসআই নুর আমিন ঢাকার শ্যামপুর এলাকায় আত্মগোপনে থাকা হত্যা মামলার অন্যতম আসামি বাবুল আকনকে গ্রেপ্তার করেছে। গতকাল শুক্রবার দুপুরে গ্রেপ্তারকৃতকে আদালতের মাধ্যমে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়। গ্রেপ্তারকৃত বাবুল আকন উপজেলার ধুলখোলা ইউনিয়নের পালপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আব্দুর রশিদ আকনের ছেলে। থানা পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গত ২৯ শে মার্চ উপজেলার ধুলখোলা ইউনিয়নের পালপাড়া গ্রামের মেঘনা নদীর পাড়ে পরিকল্পিতভাবে ১০/১২ জন মিলে পিটিয়ে গুরুত্বর আহত করে শরীফ তফাদারকে। পরে বরিশাল শের-ই বাংলা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নেওয়ার পথে তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় থানায় হত্যা মামলা দায়েরের পর ইতিপূর্বে পুলিশ এজাহারভুক্ত তিনজন আসামিকে গ্রেপ্তার করে জেল হাজতে প্রেরণ করেন। মামলার পর থেকে প্রধান আসামি বাবুল আকন আত্মগোপনে ছিলো।

মেহেরপুরের গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

মেহেরপুর প্রতিনিধি : মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার শিমুলতলা গ্রামে বাড়ির পুকুরে ডুবে হুজাইফা ওরফে হোসাইন (৭) নামের এক শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে। পরিবারের সদস্যরা পুকুরে ভাসমান অবস্থায় শিশুটির মৃতদেহ দেখতে পান। হুজাইফা ষোলটাকা ইউনিয়নের শিমুলতলা গ্রামের তুহিন আলীর ছেলে ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন পরিচালিত শিশু শিক্ষা কর্মসূচের শিক্ষার্থী। পরিবারের বরাত দিয়ে জানা গেছে, সকাল থেকে শিশুটি নিখোঁজ ছিল। বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজির পর দুপুরে বাড়ির পুকুরে তার মরদেহ দেখতে পেয়ে উদ্ধার করা হয়।

মহেশপুর সীমান্তে মাদকসহ ৩৫ জন আটক

কালীগঞ্জ, ঝিনাইদহ প্রতিনিধি : অবৈধ ভাবে ভারতে প্রবেশের চেষ্টাকালে মহেশপুর সীমান্তে নারী শিশু সহ ৩৫ বাংলাদেশিকে আটক করেছে বিজিবি। আটকদের মধ্যে ১১ জন নারী ও ১৪ জন শিশু। এছাড়া ৩৩ বোতল ভারতীয় ফেনসিডিল উদ্ধার করা হয়েছে। গত বৃহস্পতিবার মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের সহকারী পরিচালক সাইফুল ইসলাম এ তথ্য জানানো হয়েছে। আটকরা হলেন কুষ্টিয়ার খোকসা উপজেলা মোড়াগাছা গ্রামের সবুজ হোসেন(৩৩), নড়াইলের সীতারাম গ্রামের আজিবর মল্লিক(৬৫), একই জেলার বাবু-পুর গ্রামের মিরাজুল শেখ (২৫), কুমড়ী গ্রামের মোস্তফা (৪৮), বিষ্ণুপুর গ্রামের লিকচান শেখ(২৮), যাদবপুর গ্রামের শাহীন ফকির (৪৮), পাচুরিয়া গ্রামের খাজা মোল্লা (৩৫), যাদবপুর গ্রামের সম্রাট শেখ (৩০), মাধবপাশা গ্রামের তরিকুল শেখ(৩৬) ও মহেশপুর উপজেলার কাজীরবেড় গ্রামের কিতাবুল হোসেন(১৯)। এছাড়া মাদক সহ মহেশপুরের যাদবপুর গ্রামের মেহেরাব উদ্দীন (২৭) কে আটক করেছে বিজিবি। গত দুদিনে ৭১ জন নারী পুরুষ আটক হয়েছে। বিজিবি জানিয়েছে, মহেশপুর ৫৮ বিজিবি ব্যাটেলিয়নের অধীন যাদবপুর, উথুলী, বাঘাডাঙ্গা, পলিয়ানপুর ও শ্রীনাথপুর বিওপির পৃথক অভিযানে এসব বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করে বিজিবি। মহেশপুর থানার ওসি সাইফুল ইসলাম বলেন, আটক নারী ও শিশুদের যশোর জাস্টিস এন্ড কেয়ার সেন্টারে পাঠানো হয়েছে। আটক প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষদের বিরুদ্ধে মামলা দায়েরের মাধ্যমে আদালতে সোপর্দ করা হবে।

চৌগাছায় শুরু হয়েছে বোরো ধান চাল সংগ্রহ

চৌগাছা, যশোর প্রতিনিধি : চৌগাছায় অভ্যন্তরীণ বোরো ধান ও চাল সংগ্রহ ২০২৫ এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। উপজেলা খাদ্যগুদামে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারজানা ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা মুশাব্বির হুসাইন, উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ফাতেমা সুলতানা ও ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা চৌগাছা খাদ্য গুদাম রাকিবুল ইসলাম প্রমুখ। উপজেলা খাদ্যগুদাম কর্মকর্তা রাকিবুল ইসলাম জানান, চলতি মৌসুমে ১৩১৪ মেট্রিক টন ধান ৩৬ টাকা কেজি দরে এবং ৬৪৮ মেট্রিক টন চাল ৪৯/- টাকা কজি দরে সরকারিভাবে সংগ্রহ করা হবে। সংগ্রহ কার্যক্রম আগস্ট/২৫ পর্যন্ত চলমান থাকবে।

সৈয়দপুরে ইটভাটার ক্ষতিকারক ধোঁয়ায় কয়েক একর জমির ফসল নষ্ট

সৈয়দপুর, নীলফামারী প্রতিনিধি : নীলফামারীর সৈয়দপুর উপজেলার খাতামধুপুর ইউনিয়নে কৃষি জমিতে গড়ে ওঠা ইটভাটার ক্ষতিকারক ধোঁয়ায় নষ্ট হয়ে গেছে প্রায় ১০ একর জমির ধান। ক্ষতি হয়েছে প্রায় কোটি টাকার ফসল। এমন দাবি করা হয় ফসল মালিকের পক্ষ থেকে। এটি নিয়ে লিখিত অভিযোগ দিলেও কৃষি বিভাগ ও প্রশাসন কোন পদক্ষেপ নেয়নি। বাধ্য হয়ে এলাকাবাসি জেলা প্রশাসক বরাবর লিখিত আবেদন করেন। খাতামধুপুর ইউনিয়নের কোচারপাড়া এলাকায় তানিয়া ব্রিকস লিমিটেড (টিবিএল) নামে ইটভাটার পাশে প্রায় ১০ একর জমির কাঁচাপাকা ধান ইটভাটার কালো ধোঁয়ায় পুড়ে চিটা হয়ে গেছে। ঘটনাস্থলে গেলে এলাকার রাকিবুল ইসলাম নামে ক্ষতিগ্রস্ত যুবক বলেন, ইটভাটাটি কৃষি জমিতে গড়ে উঠেছে তার উপর সম্পূর্ণ অবৈধভাবে চলছে। ভাটার কালো ধোঁয়ায় প্রতি মৌসুমেই ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়। এবারও প্রায় ১০ একর জমির ধান পুড়ে গেছে। ক্ষতিগ্রস্তরা ইটভাটায় গিয়ে ধান নষ্ট হওয়ার কথা জানালে ভাটা ম্যানেজার কবিরসহ অন্যান্য গালাগাল করাসহ অসৌজন্যমূলক আচরণ করে। এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত উপ-সহকারী কৃষি কর্মকর্তাকে জানালে তিনিও ভ্রুক্ষেপ করেনি। বাধ্য হয়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কাছে লিখিত অভিযোগ দেই। কিন্তু তারপরও কোন সুরাহা না পেয়ে জেলা প্রশাসককে লিখিতভাবে জানিয়েছি। এতেও যদি আমরা ক্ষতিপূরণ না পাই তাহলে মানববন্ধন সহ বৃহত্তর আন্দোলনে যাবো। কারণ এ ইটভাটার কারণে পাশের সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, জামেয়া মাদরাসা, রেশম বোর্ডের চাকী পশুপালন কেন্দ্রে পরিবেশ দূষণগত নানা সমস্যা হচ্ছে। সেইসাথে আবাসিক এলাকার ফলগাছগুলোর ফলন কমে গেছে।

সবুজ স্বপ্ন বোনার শুরু, কৃষক গাঁথছেন পোটলের মাচা। তাম্বুলখানা, ফরিদপুর।

কমলগঞ্জে ভোক্তা অধিকারের অভিযান ও জরিমানা

কমলগঞ্জ, মৌলভী বাজার প্রতিনিধি : মৌলভীবাজারের কমলগঞ্জ উপজেলার শমশেরনগর বাজারে ন্যায্য দামে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য প্রাপ্তির নিশ্চিত করার লক্ষ্যে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর, মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ আল আমীনের নেতৃত্বে ও শমসেরনগর পুলিশ ফাঁড়ির সহযোগিতায় তদারকি অভিযান ও জরিমানা পরিচালনা করা হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয় সুত্রে জানা যায়, তদারকি অভিযানে দৃশ্যমান স্থানে মূল্য তালিকা না রাখা, প্যাকটজাত খাদ্য পণ্যের গাঁয়ে উৎপাদন-মেয়াদ উত্তীর্ণে তারিখ ও মূল্য উল্লেখ না থাকা, মেয়াদ উত্তীর্ণ খাদ্য পণ্য বিক্রয় করা সহ বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে ৩টি প্রতিষ্ঠানে মোট সাড়ে ৭ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও তা আদায় করা হয়। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মৌলভীবাজার জেলা কার্যালয়ের সহকারী পরিচালক মোঃ আল আমীন অভিযানের সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, অভিযানে ৩টি প্রতিষ্ঠানকে সাড়ে ৭ হাজার টাকা জরিমানা ও তা আদায় করা হয়। নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য সামগ্রী ন্যায্য মূল্যে প্রাপ্তি এবং নিরাপদ খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণে ভোক্তা-অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের তদারকি কার্যক্রম চলমান থাকবে।

ইন্দুরকানীতে আ.লীগের সাংগঠনিক সম্পাদকসহ গ্রেফতার ২

জিয়ানগর, পিরোজপুর প্রতিনিধি : পিরোজপুরের ইন্দুরকানীতে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক মো. কামরুল আহসান (৫৫) এবং উপজেলা আওয়ামী লীগের সদস্য মো. রাসেল হাওলাদারকে (৩৮) গ্রেফতার করেছে পুলিশ। জানা যায়, ইন্দুরকানী থানায় তাদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক দ্রব্য আইনে একটি মামলা রয়েছে। গ্রেফতারকৃত মো. কামরুল আহসান স্থানীয় ভবানীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক হিসেবে কর্মরত আছেন। এ বিষয়ে ইন্দুরকানী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. মারুফ হাসান জানান, গ্রেফতারকৃত আসামিদের বিরুদ্ধে বিস্ফোরক আইনে মামলা রয়েছে।

নড়াইলে শিশুস্বর্গের শিক্ষক বলদেব অধিকারীর বিদায় সংবর্ধনা

নড়াইল প্রতিনিধি : আন-র্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানের প্রতিষ্ঠিত শিশুস্বর্গ্র এর প্রবীণ শিক্ষক চিত্রশিল্পী বলদেব অধিকারীর বিদায় সংবর্ধনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসএম সুলতান স্মৃতি সংগ্রহশালার আয়োজনে এবং জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় শিশুস্বর্গ মিলনায়তনে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এসএম সুলতান স্মৃতি সংগ্রহশালার কিউরেটর চিত্রশিল্পী তন্দ্রা মুখার্জির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন-বিদায়ী শিক্ষক চিত্রশিল্পী বলদেব অধিকারী, সহকারী কিউরেটর মেহেদী হাসান রানা, চিত্রশিল্পী সমীর কুমার মজুমদার, অনুষ্ঠানের সঞ্চালক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সৌরভ ব্যানার্জি, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সাংবাদিক শুভ সরকার, চিত্রশিল্পী নয়ন বৈদ্য, গোলাপ কাজীসহ অনেকে। চিত্রশিল্পী বলদেব অধিকারী ২০১৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে শিশুস্বর্গে শিক্ষক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৭ সালে বরেণ্য চিত্রশিল্পী এস এম সুলতানও শিশুস্বর্গ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

বাবুগঞ্জে এক রাতে ৪ কৃষকের ১১ টি গরু চুরি

বাবুগঞ্জ, বরিশাল প্রতিনিধি : বরিশালের বাবুগঞ্জে এক রাতে চার কৃষকের ১১টি গরু চুরির ঘটনা ঘটেছে। কোনো একসময় এ ঘটনাটি ঘটেছে। কৃষকরা নিজেদের গোয়ালঘরে রাখা গরুগুলো না থাকার ঘটনা টের পান। চুরি হওয়া গরুগুলোর মূল্য কমপক্ষে ১০ লাখ টাকা হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। স্থানীয় সূত্র ও ভুক্তভোগী কৃষকরা জানান, বাবুগঞ্জ উপজেলার কেদারপুর ইউনিয়নের দক্ষিণ ভূতেরদিয়া গ্রামের এ চুরির ঘটনাটি ঘটেছে। ওই গ্রামের সফর আলী সরদার এর গোয়ালঘর থেকে ২ টি, আক্কেল আলী সরদার এর গোয়ালঘর থেকে ৭ টি, স্বপন সরদারের গোয়ালঘর থেকে ১ টি, হাবিব খানের গোয়ালঘর থেকে ১ টিসহ মোট ১১টি গরু চুরি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা জানান, তাদের গরুগুলো বাড়ির ভেতরে গোয়াল ঘরে থাকে। প্রতিদিন গরুগুলোর সেবা করে ঘুমাতে যান। এ অবস্থায় গতকাল শুক্রবার ফজরের নামাজের পর কৃষক আক্কেল আলী সরদার গরু রাখার ঘরে গিয়ে দেখেন কোনো গরু নেই।

তালতলীতে বনাঞ্চল উজাড় করে মাছের ঘের

তালতলী, বরগুনা প্রতিনিধি : বরগুনার তালতলীতে বনের গাছ কেটে জমি দখল করে মাছের ঘের করার অভিযোগ উঠেছে স্থানীয় প্রভাবশালীদের বিরুদ্ধে। অভিযোগ রয়েছে, অসাধু বন কর্মকর্তাদের যোগসাজশে দখলদারদের কাছ থেকে মোটা অংকের টাকার বিনিময়ে গাছ কেটে জমি দখল করে মাছের ঘের করা হচ্ছে। বনবিভাগ সূত্রে জানা যায়, উপজেলার বড়বগী ইউনিয়নের নিশানবাড়িয়া খেয়াঘাট থেকে শারিকখালী ইউনিয়নের চাউলাপাড়া গ্রাম পর্যন্ত আন্ধারমানিক নদীর কূল ঘেঁষে প্রায় ২০ কিলোমিটারের পুরোটা জুড়েই ছইলা, কেওড়াসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছ রোপণ করে বনবিভাগ। শ্বাসমূলীয় এসব গাছপালা বড় হয়ে ঘন জঙ্গল সৃষ্টি হয়েছে সেখানে। উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের জন্য পরিণত হয়েছে নানান প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে সুরক্ষার 'সবুজ দেয়ালে'। সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, উপজেলার শারিকখালী ইউনিয়নের চাউলাপাড়া এলাকায় নদীতীরবর্তী বনের ছইলা, কেওড়া ও নানা প্রজাতির কয়েক শতাধিক চারা গাছ কেটে খননযন্ত্র দিয়ে প্রায় ২ (দুই) একর জমি খনন করে মাছের ঘের করেছেন স্থানীয় প্রভাবশালী বাবুল মৃধা ও জাকির মৃধা। এসকল বে-আইনী কার্যক্রম বন্ধে বন বিভাগের তৎপরতা চোখে পড়ছে না মোটেই। বন বিভাগের লোকজনের যোগসাজশেই এ কাজগুলো চলছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ রয়েছে। এ বিষয়ে অভিযুক্ত বাবুল মৃধা ও জাকির মৃধা বলেন, এটা আমাদের বাড়ির সম্মুখভাগ (জমির মুখসা) এই জমি আমরা বন্দবস্ত নিয়েছি। এখানে চিংড়ি মাছ চাষ করার জন্য ঘের খনন করতেছি। এখানে বনবিভাগের লোকজন আসছিলো তারা দেখে গেছেন। ধরিত্রী রক্ষায় আমরা (ধরার) তালতলী উপজেলা সমন্বয়ক ও পরিবেশ কর্মী আরিফ রহমান বলেন, এভাবেই প্রতিনিয়ত আমাদের উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী ধ্বংস ও দখল করছে একশ্রেণীর ভূমিদস্যুরা।

এসকল ভূমিদস্যুদের আইনের আওতায় এনে উপযুক্ত বিচার করা উচিৎ। তাছাড়া উপকূলীয় বনভূমি রক্ষায় প্রশাসনের সচেতনতা মুলক প্রচার-প্রচারণা চালানো প্রয়োজন। বন বিভাগের তালতলী রেঞ্জ কর্মকর্তা মতিয়ার রহমান বলেন, বিষয়টি অবগত হয়ে দখলদারদের নোটিশ করা হয়েছে। দখল করা বনের জমি উদ্ধার ও বন উজাড়কারীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। উপজেলা নিবার্হী কর্মকর্তা (ইউএনও) উম্মে সালমা বলেন, বন কর্মকর্তার সাথে কথা বলে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

মায়ের পিঠ আঁকড়ে আছে ছোট্ট জীবন। এই জীবন ও অনিশ্চয়তা নিয়ে বনপথে খাবারের খোঁজে তারা। কাপ্তাই, ব্যাঙছড়ি, রাঙামাটি।

সমর্থকদের জন্য শিরোপায় জিততে চায় ম্যানইউ

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে (ইপিএল) ১৫তম অবস্থানে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। অথচ এই দলটাই ইউরোপা লিগে এবারের মৌসুমে অদম্য। যে অ্যাথলেটিকো বিলবাও গোটা মৌসুমে লা লিগায় ১০ গোল হজম করেছিল, তাদেরই সেমিফাইনালের দুই লেগ মিলিয়ে ৭টা গোল দিয়েছে রেড ডেভিলসরা। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ইউরোপা লিগের ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করেছেন। গত বৃহস্পতিবার সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগে ৪-১ গোলে জয় পেয়েছে রেড ডেভিলরা। ম্যাচ জয়ের পর ইউনাইটেডের ম্যানেজার রুবেন আমোরিম বলেছেন, ক্লাবটির তাদের সমর্থকদের জন্য এই শিরোপা জয়ে দায়বদ্ধ। প্রথম লেগে বিলবাওয়ের মাঠ থেকে ৩-০ ব্যবধানে এগিয়ে থেকেও গত বৃহস্পতিবার ওল্ড ট্র্যাফোর্ডে ফিরতি লেগে নেমেছিল ইউনাইটেড। প্রথমার্ধে বিলবাওয়ের হয়ে মিকেল জাউরেগিজারের ৩০ গজ দূর থেকে করা গোল তাদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দেয়। ঠিক তখনই দৃশ্যপটে আবির্ভাব মেসন মাউন্টের। লেনি ইয়োরোর ছোট্ট পাস ধরে প্রতিপক্ষ বক্সে টার্ন করে বুলেট গতির শটে বল জড়ান জালে। ইউনাইটেডের হয়ে এটি তার তৃতীয় গোল হলেও তা ছিল নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই গোলেই ধূলিসাৎ হয়ে যায় বিলবাওয়ের ইতিহাস গড়ার আশার প্রদীপ। বিরতির পর গোলের খেলা আরও জমে ওঠে। ক্যাসেমিরো ও রাসমুস হইলুন্ডের গোলে ব্যবধান বাড়ায় ইউনাইটেড। ম্যাচের ক্লাইম্যাক্সে আবারও আলো ছড়ান মাউন্ট, ৪৫ গজ দূর থেকে দুর্দান্ত এক শটে বল জাল ছোঁয়ান ফাঁকা পোস্টে। একটি হতাশাজনক মৌসুম থেকে কিছু সাফল্য পাওয়ার সুযোগ এসেছে ইউনাইটেডের। দলটির পর্তুগিজ কোচ আমোরিম বলেন, "এই কঠিন মৌসুমে যে সমর্থন (সমর্থকরা) দিয়েছে, তার জন্য এটি (শিরোপা) আমাদের তরফ থেকে ন্যূনতম প্রতিদান হওয়া উচিত। তবে আমি এখনই ফাইনাল নিয়ে চাপ অনুভব করছি। যদি আপনি জিততে না পারেন, তাহলে তার কোনো মূল্য নেই। আমরা সেখানে পৌঁছাতে পেরে খুশি। দেখা যাক কী হয়।" ইউনাইটেড এই শিরোপা জেতার অর্থ হচ্ছে আগামী মৌসুমে ইউরোপের সেরা ক্লাব প্রতিযোগিতা চ্যাম্পিয়নস লিগে খেলবে। যারা বর্তমানে প্রিমিয়ার লিগ টেবিলের ১৫তম স্থানে আছে। অনেকটা একই অবস্থা তাদের ফাইনালের প্রতিপক্ষে টটেনহ্যামে হটস্পারেরও।

আরও বাড়লো শুকরি কনরাডের দায়িত্ব

স্পোর্টর্স ডেস্ক : দায়িত্ব আরও বাড়লো শুকরি কনরাডের। ২০২৩ সাল থেকেই দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট দলের হেড কোচের দায়িত্ব পালন করছিলেন। এবার সাবেক প্রোটিয়া অলরাউন্ডারের কাঁধে দেওয়া হলো সাদা বলের দায়িত্বও। এখন থেকে শুরু করে ২০২৭ ওয়ানডে বিশ্বকাপ পর্যন্ত সাদা বলেও দক্ষিণ আফ্রিকা ক্রিকেট দলের প্রধান কোচের দায়িত্ব পালন করবেন শুকরি। গত এপ্রিলে পদত্যাগ করেছিলেন দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা বলের হেড কোচ র?ব ওয়াল্টার। তারই স্থলাভিষিক্ত হচ্ছেন কনরাড। এখন থেকে একজন নির্বাচক আহ্বায়কের সঙ্গে কাজ করবেন কনরাড, যার নাম এখনো ঘোষণা করা হয়নি। আগে প্রধান কোচই ছিলেন দল নির্বাচনের একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি। এখন সেই নিয়ম বদলেছে। এখন থেকে কোচের পাশাপাশি দল নির্বাচনে ভূমিকা রাখবেন আহ্ববায়ক। সাদা বলের জন্য আলাদা কোচ না রাখায় দক্ষিণ আফ্রিকাকে এই পদে নিয়োগের জন্য বিজ্ঞাপন দেওয়া বা সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন হয়নি। তবে নির্বাচক আহ্বায়কের জন্য একটি আবেদন আহ্বান করা হয়েছে, এর আবেদনের সময়সীমা ছিল ২৯ এপ্রিল। শিগগিরই এই পদে নিয়োগ দেওয়া হবে। ক্রিকেট দক্ষিণ আফ্রিকার (সিএসএ) এক বিবৃতিতে কনরাড বলেন, 'জাতীয় দলের তিনটি ফরম্যাটেই দায়িত্ব পাওয়া আমার জন্য গভীর সম্মানের বিষয়। টেস্ট দলের কোচ হওয়া ছিল আমার ক্রিকেট জীবনের সবচেয়ে বড় গর্ব। আর এখন সাদা বলের দলগুলোও দেখা সত্যিই বিশেষ কিছু। আমি সামনের সম্ভাবনা নিয়ে অত্যন্ত আশাবাদী। দক্ষিণ আফ্রিকার সাদা বলের প্রতিভা অসাধারণ-সিনিয়র খেলোয়াড়দের অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করে উদীয়মান তরুণদের মধ্যে যারা প্রোটিয়াদের হয়ে খেলতে চায়। আমাদের একটি শক্ত ভিত রয়েছে এবং আমি বিশ্বাস করি আমরা কিছু অসাধারণ অর্জনের পথে রয়েছি।' মার্ক বাউচারের পদত্যাগের পর ২০২২ সালে যখন সিএসএ নতুন কোচ নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু করে, তখন দুই ফরম্যাটের জন্যই আবেদন করেছিলেন কনরাড। তবে দেরিতে হলেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পেরেছেন তিনি। ২০২৩ সালের জানুয়ারিতে ওয়াল্টারের মেয়াদ শুরুর আগে অন্তর্বর্তী কোচের দায়িত্ব পালন করেছিলেন কনরাড। সে সময় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ একটি সিরিজে দক্ষিণ আফ্রিকা ২-১ ব্যবধানে জয় লাভ করে, যা ২০২৩ ওয়ানডে বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

নতুন রূপে ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়াম

স্পোর্টর্স ডেস্ক : প্রায় ১৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুনভাবে সাজানো ঢাকা জাতীয় স্টেডিয়ামে প্রতি সন্ধ্যায়ই জ্বলে উঠে ফ্লাডলাইট। চারটি টাওয়ারের পাশাপাশি কিছু বাল্ব বসানো হয়েছে গ্যালারির শেডের ক্যানোপিতে। ফ্লাডলাইটের আলো এবং সঠিক নিশানা পরীক্ষা-নীরিক্ষা করা হচ্ছে প্রতিদিন। বড় কোনো কাজ বাকি নেই। এখন চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। এক কথায়, ফিনিশিং। আগামী ১০ জুন এই স্টেডিয়ামে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে এশিয়ান কাপ বাছাইয়ের ম্যাচ। তার আগে ৫ জুন একটি ফিফা প্রীতি ম্যাচও হওয়ার ঘোষণা দিয়েছিল বাফুফে। যদিও তারা এখনো প্রতিপক্ষ ঠিক করতে পারেনি। প্রীতি ম্যাচ হোক বা না হোক, সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচের জন্য স্টেডিয়াম সম্পূর্ণ প্রস্তুত করার কাজ সেরে ফেলছে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ। কবে স্টেডিয়াম বাফুফেকে বুঝিয়ে দিতে পারবেন? জানতে চাইলে জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের পরিচালক (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) মো. আজমুল হক গত বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, ২২ মে স্টেডিয়াম বাফুফেকে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমরা এখন ফিনিশিং কাজগুলো করছি। জাতীয় ক্রীড়া পরিষদের এই কর্মকর্তা বলেন, ''বাফুফে থেকে আমাদের চিঠি দেওয়া হয়েছে স্টেডিয়াম বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য। আমরা চেষ্টা করছি যাতে ২২ মে'র মধ্যেই যেন স্টেডিয়াম বুঝিয়ে দিতে পারি। ১০ জুন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ। শুনেছি, ৫ জুন একটি ফেন্ডলি ম্যাচ হবে। সবকিছু মাথায় নিয়েই আমরা কাজ করছি। আমাদের শেষ বড় কাজ ছিল ফ্লাডলাইট স্থাপন। সেটা হয়ে গেছে। এখন আমরা প্রতিদিন ফ্লাডলাইট পরীক্ষা করছি। কয়েকদিনের মধ্যে একজন বিদেশি বিশেষজ্ঞ আসবেন।'' এই স্টেডিয়ামে ফুটবলের সর্বশেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ হয়েছিল ২০২০ সালে। ওই বছর ১৩ ও ১৭ নভেম্বর নেপালের বিপক্ষে ম্যাচ খেলেছিলেন জামাল ভূঁইয়ারা। তার পর স্টেডিয়াম সংস্কার শুরু হলে এখান থেকে নির্বাসিত হয় ফুটবল। ১০ জুন সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে আবার ফুটবল ফিরছে দেশের প্রধান এই ক্রীড়াভেন্যুতে। সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ম্যাচ দিয়ে (৫ জুন ম্যাচ না হলে) হোম ম্যাচে অভিষেক হবে হামজা দেওয়ান চৌধুরীর। লাল-সবুজ জার্সিতে অভিষেক হবে কানাডা প্রবাসী শামিত সোমেরও। কানাডা জাতীয় দলের জার্সিতে দুটি ম্যাচ খেলা শামিত সোম গত বৃহস্পতিবার কানাডা থেকে ভিডিওবার্তায় দেশের জার্সিতে ম্যাচ খেলার জন্য জন্য মুখিয়ে থাকার কথা জানিয়েছেন।

কনফারেন্স লিগে ফাইনালের টিকেট নিশ্চিত করলো চেলসি

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ইউরোপা কনফারেন্স লিগের ফেভারিট হিসেবে ফাইনাল নিশ্চিত করেছে চেলসি। স্ট্যামফোর্ড ব্রিজে দ্বিতীয় সারির দল নিয়ে সুইডিশ ক্লাব জুরগার্ডেনকে ফিরতি লেগে ১-০ গোলে জিতে ৫-১ গোলের অগ্রগামিতায় ফাইনালে তারা। এদিকে ফিওরেন্তিনার হৃদয় ভেঙে শিরোপার লড়াই নিশ্চিত করেছে রিয়াল বেতিস। মাঠে ম্যানইউর অন্যতম সিনিয়র খেলোয়াড় ২৬ বছর বয়সী কিয়েরনান ডিউসবুরি-হল ৩৮তম মিনিটে একমাত্র গোল করেন। টাইরিক জর্জের নিখুঁত পাস ধরে দুই ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বাঁ পায়ের শট জালে বল জড়ান। ডিউসবুরি-হল বলেছেন, 'ফাইনালে উঠতে পেরে দারুণ লাগছে। দীর্ঘ কয়েক মাসের অপেক্ষা। আর একটি ম্যাচ বাকি, আশা করি আমরা ট্রফি উঁচিয়ে ধরতে পারবো।' ৪-১ গোলে প্রথম লেগ জেতায় এবং প্রিমিয়ার লিগ থেকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জায়গা পাওয়ার মিশন থাকার কারণে এদিন নিয়মিত খেলোয়াড়দের বিশ্রাম দেন চেলসি কোচ এনজো মারেস্কা। ১৬ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড রেগি ওয়ালশ প্রথমবার শুরুর একাদশে জায়গা পান। স্টকহোমে প্রথম লেগে সিনিয়র দলে অভিষেক হয় তার। এছাড়া ১৭ বছর বয়সী জেনেসিস অ্যান্টউই ও শুমাইরা মেউকাকে দ্বিতীয়ার্ধে বদলি নামানো হয়। এই তরুণ দল নিয়েই জিতে মাঠ ছেড়েছে চেলসি।

অন্য ম্যাচে ফিওরেন্তিনার মাঠে অতিরিক্ত সময়ের খেলায় ২-২ গোলে ম্যাচ ড্র করে প্রথম স্প্যানিশ দল হিসেবে প্রতিযোগিতার ফাইনালে বেতিস। আবদে এজ্জালজৌলি অতিরিক্ত সময়ের গোলে এই সাফল্যের নায়ক। ২-১ গোলে প্রথম লেগ হেরেও দ্বিতীয় লেগে ঘুরে দাঁড়ানোর ইঙ্গিত দিয়ে ম্যাচ অতিরিক্ত সময়ে নেয় ফিওরেন্তিনা। কিন্তু ৪-৩ গোলের অগ্রগামিতায় শেষ হাসি হেসেছে বেতিস। তাতে করে টানা দুইবার ফাইনাল খেলা ফিওরেন্তিনাকে এবার বিদায় নিতে হলো সেমিফাইনালে। আগামী ২৮ মে পোল্যান্ডের রকলোতে ফাইনালে মুখোমুখি হবে চেলসি ও বেতিস।

এক সপ্তাহের জন্য স্থগিত হলো আইপিএল

স্পোর্টর্স ডেস্ক : ভারত-পাকিস্তানের পাল্টাপাল্টি হামলার পর স্থগিত করা হয় আইপিএল। ওই সময় কর্তৃপক্ষ ঘোষণা দেয়নি, আসলে কতদিন এই টুর্নামেন্ট স্থগিত থাকবে। যে কারণে কেউ কেউ ধারণা করেছিলেন অনির্দিষ্টকালের জন্য এ আসর স্থগিত করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার বিকেলে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার মাধ্যমে বিষয়টি স্পষ্ট করেছে আইপিএল। তারা জানিয়েছে, প্রাথমিকভাবে এক সপ্তাহের জন্য টুর্নামেন্টটি স্থগিত করা হয়েছে। এক বিবৃতিতে ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের (বিসিসিআই) সচিব দেবজিত সাইকিয়া এ তথ্য জানিয়েছেন। সাইকিয়া এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সীমান্ত উত্তেজনার প্রেক্ষিতে ক্রিকেটারদের নিরাপত্তার কথা চিন্তা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। বিবৃতিতে তিনি বলেন, 'ভারতীয় ক্রিকেট নিয়ন্ত্রণ বোর্ড (বিসিসিআই) তাৎক্ষণিকভাবে এক সপ্তাহের জন্য চলমান টাটা আইপিএল ২০২৫-এর বাকি অংশ স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পরিস্থিতির পূর্ণাঙ্গ মূল্যায়নের পর সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ও অংশীদারদের সঙ্গে পরামর্শ করে টুর্নামেন্টের নতুন সময়সূচি ও ভেন্যু সম্পর্কে পরবর্তী আপডেট ঘোষণা করা হবে।' সাইকিয়া আরও বলেন, 'সব প্রধান অংশীদারদের সঙ্গে যথাযথ পরামর্শের পর আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। বেশিরভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজি তাদের খেলোয়াড়দের উদ্বেগ ও অনুভূতি প্রকাশ করেছে, তেমনি সম্প্রচারকারী, স্পনসর এবং সমর্থকদের মতামতও জানিয়েছে। বিসিসিআই আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি ও প্রস্তুতির উপর সম্পূর্ণ আস্থা রাখলেও বোর্ড সকল অংশীদারের সম্মিলিত স্বার্থে বিচক্ষণতার সঙ্গে পদক্ষেপ নেওয়াকে যুক্তিযুক্ত মনে করেছে।' 'যদিও ক্রিকেট আমাদের জাতীয় আবেগ, তবুও দেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা ও নিরাপত্তার চেয়ে বড় কিছু নয়। বিসিসিআই ভারতের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে গৃহীত সকল প্রচেষ্টাকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে এবং সব সময় জাতীয় স্বার্থে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ষে থাকবে'- যোগ করেন তিনি। পাকিস্তানের হামলা শুরু হলে গত বৃহস্পতিবার পাঞ্জাব কিংস বনাম দিল্লি ক্যাপিটালস ম্যাচটি প্রথম ইনিংসের মাঝখানে বাতিল করে। ধর্মশালা ও আশেপাশের বিমানবন্দরগুলো বন্ধ থাকায় খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফরা ধর্মশালা থেকে বাসযোগে জালন্ধর যান এবং সেখান থেকে ট্রেনে দিল্লি পৌঁছান। এক ম্যাচ বাতিল হওয়ার একদিন পর টুর্নামেন্ট স্থগিতের ঘোষণা দেয় আইপিএল। আইপিএলের চলতি আসরে পর্যন্ত ৫৮টি ম্যাচ খেলা হয়েছে। এর মধ্যে ধর্মশালার ম্যাচটি বাতিল হয়েছে। গ্রুপ পর্যায়ে আরও ১২টি ম্যাচ রয়েছে। যেগুলো অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল লখনৌ (২টি), হায়দরাবাদ, আহমেদাবাদ (৩টি), দিল্লি, চেন্নাই, বেঙ্গালুরু (২টি), মুম্বাই, জয়পুরে। এরপর প্লে-অফ ম্যাচগুলো হায়দরাবাদ ও কলকাতায় অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা।

আইটি

অনিশ্চয়তার বেড়াজালে টিকটক

আইটি ডেস্ক : যুক্তরাষ্ট্রে টিকটকের নিষিদ্ধ হওয়া না হওয়া এখন নির্ভর করছে একটি চুক্তির ওপর। ১৯ জুনের মধ্যে চীনা মালিকানাধীন অ্যাপটির মার্কিন অংশ বিক্রি না হলে নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়তে পারে জনপ্রিয় এই ভিডিও প্ল্যাটফর্মটি। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন, প্রয়োজনে তিনি আবারও সময়সীমা বাড়াতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রে টিকটক ব্যবহারকারীর সংখ্যা প্রায় ১৭ কোটি। জাতীয় নিরাপত্তার কারণ দেখিয়ে মার্কিন কংগ্রেস ২০২৪ সালের শুরুতে একটি আইন পাস করে, যেখানে বলা হয়-চীনা প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান বাইটড্যান্সকে ১৯ জানুয়ারির মধ্যে টিকটকের যুক্তরাষ্ট্র শাখা বিক্রি করতে হবে। সময়সীমা না মানলে অ্যাপটি যুক্তরাষ্ট্রে নিষিদ্ধ হবে। তবে ট্রাম্প তার দ্বিতীয় মেয়াদের দায়িত্ব গ্রহণের পর প্রথমে এপ্রিল পর্যন্ত সময় বাড়ান এবং পরে তা ১৯ জুন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেন। এবার আবারও সময়সীমা বাড়ানোর ইঙ্গিত দিলেন তিনি। সম্প্রতি এনবিসি নিউজকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ট্রাম্প বলেন, 'আমি চাই চুক্তিটা সম্পন্ন হোক।' তিনি আরও বলেন, 'টিকটক একটি আকর্ষণীয় অ্যাপ, তরুণদের মধ্যে এর ব্যাপক জনপ্রিয়তা রয়েছে। আমরা চাই এটি নিরাপদ থাকুক।' তবে সমস্যা তৈরি হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের চলমান শুল্কবিষয়ক উত্তেজনা নিয়ে। ট্রাম্পের নেতৃত্বে চীনা পণ্যের ওপর উচ্চ শুল্ক আরোপ করার পর বেইজিং টিকটক চুক্তিতে সম্মতি দিতে গড়িমসি করছে। এতে করে পুরো বিষয়টি আটকে গেছে। টিকটকের মালিকানা হস্তান্তরের বিষয়ে একটি মার্কিন মালিকানাধীন কোম্পানি গঠনের পরিকল্পনা চললেও এখনো তা চূড়ান্ত হয়নি। ডেমোক্রেটিক সিনেটররা বলছেন, ট্রাম্পের এই সময়সীমা বাড়ানোর কোনও আইনি অধিকার নেই এবং পূর্ববর্তী চুক্তির খসড়াও আইনগত শর্ত পূরণ করেনি। তবে বাইটড্যান্সের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, আলোচনা এখনো চলছে এবং সমঝোতা সম্ভব, যদি যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে শুল্কবিষয়ক বিরোধ নিরসন হয়। টিকটকের ভবিষ্যৎ এখনো ঝুলে আছে একটি চুক্তির দড়িতে। ট্রাম্প সময়সীমা বাড়ালেও রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক টানাপোড়েনের কারণে চুক্তির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত। এ অবস্থায় মার্কিন ব্যবহারকারীদের কাছে জনপ্রিয় অ্যাপটির ভবিষ্যৎ কি হবে, তা জানতে তাকিয়ে থাকতে হবে আগামী ১৯ জুন পর্যন্ত।

১০০ কোটির মাইলফলকের দিকে এগোচ্ছে স্ন্যাপচ্যাট

আইটি ডেস্ক : বিশ্বজুড়ে তরুণ-তরুণীদের অন্যতম জনপ্রিয় সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম স্ন্যাপচ্যাট ব্যবহারকারীর দিক থেকে বড় মাইলফলকের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। স্ন্যাপ ইনকরপোরেটেডের সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে, চলতি বছরের প্রথম প্রান্তিকে (জানুয়ারি-মার্চ) তাদের মাসিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা পৌঁছেছে ৯০০ মিলিয়ন বা ৯০ কোটিতে। এই গতি অব্যাহত থাকলে প্রতিষ্ঠানটি খুব দ্রুতই ১০০ কোটির ক্লাবে ঢুকে পড়বে। স্ন্যাপচ্যাটের দৈনিক সক্রিয় ব্যবহারকারীর সংখ্যা এখন ৪৬ কোটি। যা আগের বছরের তুলনায় প্রায় ৪ কোটি বেশি। তরুণ প্রজন্মের মধ্যে জনপ্রিয় এ অ্যাপে ছবি ও ভিডিও শেয়ারের পাশাপাশি রয়েছে এআর ফিল্টার, স্টোরিজ, স্পটলাইট এবং মেসেজিং-এর মতো আকর্ষণীয় ফিচার। ব্যবহারকারীদের চাহিদা অনুযায়ী এসব ফিচারে নিয়মিত পরিবর্তন ও নতুনত্ব আনায় অ্যাপটি ব্যবহারকারীদের কাছে ক্রমেই আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠছে। প্রতিবেদনে আরও জানানো হয়, কেবল ব্যবহারকারী নয়, আয় ও বিজ্ঞাপন দিকেও বড় অগ্রগতি অর্জন করেছে স্ন্যাপ। বিজ্ঞাপন থেকে আসা আয়ে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং বিজ্ঞাপনদাতার সংখ্যা বেড়েছে ৬০ শতাংশ। বিশেষ করে ভিডিও কনটেন্ট ঘিরে ব্যবহারকারীদের আগ্রহ বেড়েছে। উত্তর আমেরিকায় স্ন্যাপ স্টারদের পোস্ট প্রকাশের হার বেড়েছে ১২৫ শতাংশ। যা বিজ্ঞাপনদাতাদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিয়েছে। স্ন্যাপ বর্তমানে কাজ করছে একটি পরবর্তী প্রজন্মের এআর অপারেটিং সিস্টেম তৈরিতে। একইসঙ্গে চলছে নতুন ধরণের বিজ্ঞাপন পদ্ধতির পরীক্ষামূলক প্রয়োগ। এছাড়া, স্ন্যাপচ্যাট ছাড়াও স্ন্যাপের অন্যান্য সেবার মধ্যে রয়েছে স্পেক্টাকলস, স্ন্যাপ এবং বিটমজি-যেগুলোও প্রযুক্তি বাজারে ধীরে ধীরে অবস্থান তৈরি করছে। স্ন্যাপ ইনকরপোরেটেডের প্রধান নির্বাহী ইভান স্পিগেল বলেন, "২০২৫ সালের প্রথম প্রান্তিক আমাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়। ব্যবহারকারী, কনটেন্ট এবং বিজ্ঞাপনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা ইতিবাচক অগ্রগতি দেখেছি।" তিনি আশা প্রকাশ করেন, ১০০ কোটি ব্যবহারকারী অর্জনের মাধ্যমে স্ন্যাপ নতুন এক যুগে প্রবেশ করবে।

এবার ব্যবহারকারীরা শেয়ার করতে পারবে ইউটিউব সাবস্ক্রিপশন

আইটি ডেস্ক : বিনোদনের অন্যতম জনপ্রিয় মাধ্যম ইউটিউব। ভিডিও কনটেন্ট দেখার পাশাপাশি গান শোনা, ডকুমেন্টারি দেখা, এমনকি পড়াশোনার জন্যও অনেকেই এই প্ল্যাটফর্মের উপর নির্ভরশীল। তবে বিজ্ঞাপনবিহীন ইউটিউব প্রিমিয়ামের সাবস্ক্রিপশন নিতে গেলে এখনো অনেক ব্যবহারকারী দ্বিধায় থাকেন মূলত খরচের কারণে। তাই ব্যবহারকারীদের কথা মাথায় রেখে ইউটিউব নতুন একটি সাশ্রয়ী প্ল্যান চালুর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যেখানে দু'জন মিলে একসাথে সাবস্ক্রিপশন ভাগ করে নিতে পারবেন। এই নতুন পরিকল্পনায় মাত্র ২১৯ টাকার বিনিময়ে দুইজন ব্যবহারকারী ইউটিউব প্রিমিয়ামের সব সুবিধা উপভোগ করতে পারবেন। বর্তমানে একক সাবস্ক্রিপশনের জন্য যেখানে ১৪৯ টাকা এবং ফ্যামিলি প্ল্যানে ৬ জনের জন্য ২৯৯ টাকা খরচ হয়, সেখানে এই নতুন ডুয়ো প্ল্যানটি তুলনামূলকভাবে সাশ্রয়ী। নতুন এই সাবস্ক্রিপশন প্ল্যানে অংশগ্রহণ করতে হলে দু'জন ব্যবহারকারীকেই অবশ্যই গুগল অ্যাকাউন্টধারী হতে হবে এবং তাদের বয়স হতে হবে কমপক্ষে ১৩ বছর। সেই সঙ্গে, তাদের একই পরিবারভুক্ত (Google Family Group) এবং একই বাড়িতে বসবাসকারী (household) হওয়া বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ যুগল, ভাই-বোন কিংবা ফ্ল্যাটমেটরা একসঙ্গে এই সুবিধা নিতে পারবেন। ইউটিউব সূত্রে জানা গেছে, অনেক ব্যবহারকারী ফ্যামিলি প্ল্যানে অংশগ্রহণের মতো বড় গ্রুপে পড়েন না।

আপনার হোয়াটসঅ্যাপ চ্যাট সুরক্ষিত রাখতে ৩টি নতুন ফিচার

আইটি ডেস্ক : জনপ্রিয় মেসেজিং অ্যাপ হোয়াটসঅ্যাপ। যা সারা বিশ্বে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। ব্যবহারকারীদের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ বিভিন্ন ফিচার যুক্ত করে নিয়মিত। যা ব্যবহারকারীদের হোয়াটসঅ্যাপ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা আরও ভালো করে। হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট সুরক্ষিত রাখা অনেক বড় চ্যালেঞ্জ বটে। তবে হোয়াটসঅ্যাপে আছে অসংখ্য ফিচার। যেসব অন রাখলে কিছুটা নিশ্চিন্তে হোয়াটসঅ্যাপে চ্যাট করতে পারবেন। আসুন এমন কয়েকটি ফিচার সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক- **অ্যাডভান্সড চ্যাট প্রাইভেসি** হোয়াটসঅ্যাপে অ্যাডভান্সড চ্যাট প্রাইভেসি হলো এমন একটি ফিচার, যা প্রাথমিক প্রিভেসি সেটিংসকে ছাপিয়ে সুরক্ষা দিতে সক্ষম। প্রাথমিক প্রাইভেসি সেটিংসের মধ্যে অন্যতম হল- লাস্ট সিন অথবা প্রোফাইল ফটো গোপন রাখা। যাদের মনে হয়, সংবেদনশীল চ্যাট দেখা হচ্ছে কিংবা অ্যাক্সেস করা হচ্ছে, তাদের জন্য এই ফিচার উপযোগী হতে পারে। ইন্ডিভিজুয়াল বা গ্রুপ চ্যাটে একবার এনেবল করা হলে চ্যাটের অপব্যবহার রোধ করা সম্ভব। সেই সঙ্গে গ্যালারিতে মিডিয়া ডাউনলোড হবে না। এটি এনেবল করার জন্য চ্যাট নেম ট্যাপ করে তারপর অ্যাডভান্সড চ্যাট প্রাইভেসি সিলেক্ট করতে হবে। **এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপটেড ব্যাকআপ** হোয়াটসঅ্যাপে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপটেড ব্যাকআপ নামে একটি ফিচার রয়েছে। যা ব্যবহারকারীর চ্যাট হিস্ট্রি এবং ক্লাউড ব্যাকআপে থাকা মিডিয়াকে এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপশন দ্বারা সুরক্ষিত রাখে। এর অর্থ হল, ব্যবহারকারী শুধু ব্যাকআপ অ্যাক্সেস করতে পারবেন। এনক্রিপশনে ব্যবহার করা হয় একটি অনন্য পাসওয়ার্ড অথবা ৬৪ ডিজিটের এনক্রিপশন কি। এটি এনেবল করার জন্য হোয়াটসঅ্যাপ খুলে সেটিংসে যান, সেখান থেকে চ্যাটস > চ্যাট ব্যাকআপে যেতে হবে। এবার এন্ড-টু-এন্ড এনক্রিপটেড ব্যাকআপে ট্যাপ করে টার্ন অন সিলেক্ট করতে হবে। এরপর পাসওয়ার্ড সেট করতে বলা হবে। **সাইলেন্স আননোন কলারস** এই প্রিভেসি ফিচার নিজে থেকেই এমন কল মিউট করে দেবে, যে নম্বর ব্যবহারকারীর কন্ট্যাক্টে সেভ করা নেই। কল লগ এবং নোটিফিকেশনে এলেও কল আসলে ফোনে রিং হবে না কিংবা ভাইব্রেশনও হবে না। এতে স্প্যাম, স্ক্যামের আশঙ্কা কমে।

এবার স্ক্রিনশট থেকে লোকেশন বলে দিবে গুগল ম্যাপ

আইটি ডেস্ক : যত সময় যাচ্ছে আরও স্মার্ট হয়ে উঠছে গুগল ম্যাপ। গুগল নিয়ে এসেছে এক নতুন ফিচার। এটি আপনার স্ক্রিনশট স্ক্যান করেই সেটাকে সেভ করে রাখবে লোকেশন হিসেবে। কীভাবে সম্ভব? ধরুন, আপনি একটি ক্যাফে খুঁজে পেয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়া ঘাঁটতে ঘাঁটতে। সেটির স্ক্রিনশট নিয়ে রাখলেন। পরে ভাবলেন গুগল ম্যাপে সার্চ করবেন। কিন্তু তার আর প্রয়োজন পড়বে না। বাকি কাজটা করবে গুগল ম্যাপ। জেমিনি এআই ব্যবহার করে সেই অ্যাপ ওই স্ক্রিনশট থেকে জায়গাটি সংক্রান্ত তথ্য খুঁজে বের করবে। আপনাকে অপশন দেবে স্পটগুলো সেভ করার। **যেভাবে কাজ করবে এই নতুন ফিচার** প্রথমেই নিশ্চিত হোন আপনার আইফোনে থাকা গুগল ম্যাপটি আপডেটেড কি না। এরপর 'ইউ' ট্যাবে গেলেই দেখবেন 'স্ক্রিনশট' নামের একটি নতুন প্রাইভেট লিস্ট। সেখানে স্পর্শ করলে একটি ডেমোর সাহায্যে আপনাকে দেখিয়ে দেওয়া হবে কী করে কাজ করবে ফিচারটি। দেখতে পাবেন, কেমন করে পপ আপ করছে রিভিউ স্ক্রিন। কেবল আপনার সম্মতির অপেক্ষা। তাহলেই সেভ হয়ে যাবে জায়গাটি। গন্তব্যে পৌঁছাতে গুগল ম্যাপের গ্রহণযোগ্যতা ক্রমেই বাড়ছে। যদিও অনেক সময় নানা ধরনের বিপত্তিও ঘটেছে। গুগল ম্যাপকে ভরসা করতে গিয়ে এক তরুণ ৩০ ফুট গভীর নর্দমায় পড়ে মারা যায়। এই ধরনের বিপত্তি এড়াতে তৎপর রয়েছে গুগল।